# মানবিক বাংলাদেশ

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা শুক্রবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৮৪ ॥ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৭ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৩০ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা




## জায়গা থাকলে ১০০ তলা পর্যন্ত ভবন করা যাবে: রাজউক চেয়ারম্যান

**স্টাফ রিপোর্টার :** পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে ১০০ তলা পর্যন্ত ভবন উঁচু করার অনুমতি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল সিদ্দিকুর রহমান সরকার (অব:)। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) রাজউক সভাকক্ষে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশ (ইউডিজেএফবি) আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।



## গোলাম রাব্বানীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন হাসনাত

**স্টাফ রিপোর্টার :** নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তিনিও চলে যান দেশের বাইরে। ভারতে সস্ত্রীক দেখা গেছে তাকে। সেখান থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব তিনি। ফেসবুকে একটি কমেন্টের সূত্র ধরে এবার গোলাম রাব্বানীকে দেশে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ।



## ২০ লাখ সরকারি কর্মীর পদত্যাগ চান ট্রাম্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** সংস্কার ও ব্যয় সংকোচনের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২০ লাখ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বেতন-ভাতা দিয়ে স্বেচ্ছায় অবসর যাওয়ায় প্রস্তাব দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে এ-সংক্রান্ত ই-মেইল পাঠানো হয়।

# বাংলাদেশকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি জাপানের



**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশে বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান। একই সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের প্রচেষ্টায় সমর্থন দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছে দেশটি। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনইচি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। এসময় রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা বাংলাদেশে আমাদের ব্যবসা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধু অব্যাহত রাখাই নয়, বরং প্রসারিত করবো। প্রধান উপদেষ্টা জানান, জাপান বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অংশীদার এবং তার সরকার এ সম্পর্ক আরও বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত। তারা আমাদের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। জাপান বাংলাদেশের একক বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী। দেশটি অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জাপান বাংলাদেশের শীর্ষ পাঁচটি রপ্তানি গন্তব্যের একটি। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৫০টিরও বেশি জাপানি কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ এখন জাপানসহ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে বিশেষত সার্ক ও আসিয়ান সদস্যদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের সুযোগ খুঁজছে। 'আমরা পশ্চিম ও পূর্বড়ুভয়ের সঙ্গেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। এটি ব্যবসার সময়'- বলেন তিনি। জাপানি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে দেশটির অর্থায়নে চলমান বড় প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার আশ্বাস ২-এর পাতায় দেখুন

## বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল, উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা

**স্টাফ রিপোর্টার :** 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ' প্রতিপাদ্য নিয়ে আগামীকাল শনিবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫। বইমেলার উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অমর একুশে বই মেলা ২০২৫ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়। এ সময় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম ও একাডেমির সচিব ড. মো. সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে অমর একুশে বইমেলা পরিচালনা কমিটি সদস্য সচিব ড. সরকার আমিন বলেন, জ্ঞানভিত্তিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বই এবং বইমেলা সহায়ক। আমরা আশা করি সকল সম্ভাবনায় আলোকিত হবে এবারের মেলা- আমাদের প্রাণের বইমেলা। ১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন বেলা ৩ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। রাত সাড়ে ২-এর পাতায় দেখুন



## আজ শুরু বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব

**টঙ্গী প্রতিনিধি :** রাজধানীর সন্নিকটে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে ১৬০ একর বিস্তৃত ময়দান মুসল্লিদের জন্য প্রস্তুত। আজ শুক্রবার শুরু ৫৮তম ইজতেমার (শুরায়ে নেজাম) প্রথম পর্ব। প্রতি বছরের মতো এবারও উর্দু ভাষায় বয়ান করা হবে। বিভিন্ন দেশ থেকে আশা মুসল্লিদের সুবিধার্থে বয়ানের সঙ্গে বাংলা ও আরবি ভাষার তরজমা করা হবে। প্রতিবারের মতো এবারও যোগ দিচ্ছেন দেশ-বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লি। ইজতেমা সফল করতে আয়োজকদের পাশাপাশি কাজ করছে বিভিন্ন সংস্থা। ১৪টি বিশেষ ট্রেন : বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে মুসুল্লিদের যাতায়াত সুবিধার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে ১৪টি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করবে। ট্রেনগুলো ইজতেমা চলাকালীন সময়ে পরিচালনা করা হবে। আগামীকাল শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) জুমা স্পেশাল নামে একজোড়া ট্রেন চালানো হবে। জুমা স্পেশাল-১ ঢাকা থেকে সকাল সাড়ে ৯টায় ছেড়ে টঙ্গী পৌঁছাবে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে। জুমা স্পেশাল-২ দুপুর ৩টায় টঙ্গী স্টেশন থেকে ছেড়ে ঢাকায় পৌঁছাবে দুপুর ৩টা ৪৫ মিনিটে। বিশেষ ট্রেন হিসেবে জামালপুর ও টাঙ্গাইল থেকে আগামী শনিবার (১ ফেব্রুয়ারি) ২টি ট্রেন চালানো হবে। এর মধ্যে প্রথম ট্রেনটি জামালপুর থেকে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে টঙ্গী স্টেশনে পৌঁছাবে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয় ট্রেনটি টাঙ্গাইল থেকে দুপুর ১২টায় ছেড়ে টঙ্গী পৌঁছাবে দুপুর একটা ২০ মিনিটে। এছাড়া আখেরি মোনাজাতের দিন রোববার ২-এর পাতায় দেখুন



## চাঁদ দেখা যায়নি শবেবরাত ১৪ ফেব্রুয়ারি

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশের আকাশে ১৪৪৬ হিজরি সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। ফলে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত পালিত হবে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের আকাশে কোথাও ১৪৪৬ হিজরি সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ ২-এর পাতায় দেখুন

# মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ চলছে না : দুদু



**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশ এখন ষড়যন্ত্রের জালের মধ্যে আটকে গেছে, মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী দেশ চলছে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক কর্মসূচিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ?'বাংলাদেশ হাসিনামুক্ত হওয়ার পর মানুষের যে প্রত্যাশা ছিল, মানুষ নির্বিঘ্নে বসবাস করবে, লুটেরাদের হাত থেকে দেশ রক্ষা পাবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, প্রশাসন মানুষকে সহায়তা করবে। কিন্তু গত ৬ মাসে বাংলাদেশ যেভাবে চলেছে, যেভাবে এগোচ্ছে, ক্রমেই পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাংলাদেশ চলছে না। তিনি বলেন, 'বাজার ব্যবস্থায় যে সিন্ডিকেট শেখ হাসিনার সময় নিয়ন্ত্রণ করতো, প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যেভাবে অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছিল, এখনও দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় এই অন্তর্বর্তী সরকারকে বলব, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করুন যেন সীমিত আয়ের মানুষ জীবন-যাপন করতে পারে, সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।' তিনি আরেও বলেন, 'বাংলাদেশ এখন যে ষড়যন্ত্রের জালের মধ্যে আটকে গেছে, সেই জাল ছিঁড়ে ফেলতে হবে। সেই জাল ছিঁড়তে হলে, কঠিন এবং কঠোর রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। আর এই রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের সমষ্টিগত একটি সরকার দরকার। সেই সরকার যদি আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে ৭-এর পাতায় দেখুন

## ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা

**স্টাফ রিপোর্টার :** ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ৫ শতাংশ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদে আলোচনা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জানায়, বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে, উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সরকারি ২-এর পাতায় দেখুন



## শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনের সীমানা নির্ধারণ নয়: ইসি মো. সানাউল্লাহ

**স্টাফ রিপোর্টার :** শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করলে শহরে আসন সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাই কেবল জনসংখ্যা নয়, ভৌগোলিক অবস্থা ও অবস্থান, সর্বশেষ জনশুনানির ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ করা হবে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবনে আয়োজিত তৃতীয় কমিশন সভায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ এম এম নাসিদ উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন। বৈঠকের পর নির্বাচন কমিশনার ব্রি. জে. (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, ভোটার তালিকা আইন ২০০৯ পর্যালোচনা হয়েছে। এটা অধিকতর পর্যালোচনার দরকার রয়েছে। কমিটিকে এটা আরও পর্যালোচনার জন্য দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে সীমানা নির্ধারণ আইন পর্যালোচনা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই আইনের দুইটা বিষয় সমস্যার সৃষ্টি করছে। বর্তমানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ হচ্ছে। আমরা এটাকে জনসংখ্যার ২-এর পাতায় দেখুন

## ভোটারদের আস্থা ফেরাতে বলেছে ইইউ : ইসি সচিব

**স্টাফ রিপোর্টার :** নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ভোটারদের আস্থা ফেরানোর কথা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সভার আগে সফররত ইইউ গণতন্ত্র বিশেষজ্ঞ মাইকেল লিডর সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব ও মাইকেল লিডর। ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ওনারা দুই সপ্তাহ ধরে দেশে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের মতবিনিময়ের ফিডব্যাক দিতে এসেছেন তারা। সব লেভেলে একটাই কথা অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কমিটমেন্ট রয়েছে সবক্ষেত্রে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের ২-এর পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চায় সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। ক্যানবেরায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ড. দেওয়ান মো. শাহরিয়ার ফিরোজের সাথে বৈঠককালে সেদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই আগ্রহ প্রকাশ করেন। গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি হাইকমিশনের একটি প্রতিনিধিদল সলোমন দ্বীপপুঞ্জ সফর করেন। চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সলোমন দ্বীপপুঞ্জে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বলেন, প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে দূতাবাসের প্রধান কিরীটী চাকমা বলেন, প্রবাসীদের সক্রিয় ২-এর পাতায় দেখুন

# রাজশাহীর বালুমহলে মাটি কেটে বিক্রি হচ্ছে ইট ভাটায়



**মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী:** রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বালুমহল ইজারা নিয়ে নির্বিঘ্নে মাটি কাটার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নদী তীরবর্তী এলাকার পলি মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রির ফলে পদ্মাপারের গ্রামগুলো ভাঙনের ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এতে ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে অনেক পরিবার। প্রতিবছর ভিটেমাটি কিনতে হিমশিম খেতে হচ্ছে পরিবারগুলোকে।কিছুদিন আগেও অবৈধ মাটি উত্তোলনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারধরের শিকার হয়েছেন এক বিএনপি নেতা। গোদাগাড়ী উপজেলার ফুলতলা, প্রেমতলীও শেখেরপাড়া বালুমহাল ইজারা নিয়েছেন মোখলেসুর রহমান মুকুল। তার বাড়ি রাজশাহী নগরের কাশিয়াডাঙ্গা এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ফুলতলা ও শেখেরপাড়া বালুমহালের পাশাপাশি বিদিরপুর স্বপন ঘাটিয়ালের বাড়ির পাশে আরেকটি অবৈধ ঘাট খুলেছেন তিনি। এই তিন বালুমহলেই নদী থেকে বালু তোলার পাশাপাশি মাটি কাটা হচ্ছে তীরের। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বালুমহালের ইজারাদার মোখলেসুর রহমান মুকুল ২-এর পাতায় দেখুন

## ট্রাম্পের ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে জাইমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ফখরুল ও খসরু

**স্টাফ রিপোর্টার :** যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমানের যোগদানের বিষয়টি আগেই নিশ্চিত করেছিল বিএনপি। এবার জানা গেল, তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীও। বৃস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) বিএনপির একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে জাইমা রহমানের সঙ্গে যোগ দেবেন বিএনপির এই দুই শীর্ষ নেতাও। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়ার কথা রয়েছে ২-এর পাতায় দেখুন

# কৃষিতে বিল গেটসের ৫২ কোটি টাকা অনুদানের ১৩ কোটিই পরামর্শক ব্যয়

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে বড় আকারে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্রের বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। টেকসই কৃষিখাতের উন্নয়নে ফাউন্ডেশনটি দেবে ৫২ কোটি ২৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকার অনুদান। কৃষিকাজের মতো প্রচলিত কাজে এই টাকার মধ্যে ১৩ কোটিই যাবে পরামর্শকের পকেটে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫২ কোটি ২৬ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। চলতি সময় থেকে জানুয়ারি ২০২৮ নাগাদ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের আগে বেশ কিছু খাত সংশোধনের সুপারিশ দিয়েছে কমিশন। 'টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল অ্যান্ড রেজিলেন্ট ইনভেস্টমেন্ট টুওয়ার্ডস এগ্রিকালচার সেক্টর ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রাম অব বাংলাদেশ' প্রকল্পটির পুরোটা বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের অনুদানে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ সেবা বাবদ মোট ১৩ কোটি টাকার যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটি মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ২৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এ পরামর্শ সেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সভায় ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল প্রজেক্ট সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ন্যাশনাল প্রকিউরমেন্ট সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ন্যাশনাল অ্যাডমিন সাপোর্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, ন্যাশনাল অপারেশন স্পেশালিস্ট, ন্যাশনাল আইওটি স্পেশালিস্ট রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। কন্ট্রাক্ট স্পেশিয়ালাইজড সার্ভিসেস রিলেটেড টু ইনোভেশনস রিচার্স নেটওয়ার্কিং বাবদ ১৮ কোটি ১৯ লাখ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। একান্ত প্রয়োজন না হলে কমিশন এগুলো বাদ ২-এর পাতায় দেখুন





## বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের পদত্যাগ

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিচার কাজের বাইরে থাকা হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এ বিচারপতির আচরণের বিষয়ে অনুসন্ধান করছে বিচারপতি অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল। এ অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের বিষয়ে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলে অনুসন্ধান চলছে। তিনি প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। 'দলবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিস্টের দোসর' বিচারকদের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের ২-এর পাতায় দেখুন

# ফের বাড়ছে রেমিট্যান্স ডলারের দাম

**স্টাফ রিপোর্টার :** ফের বেড়েছে রেমিট্যান্স ডলারের দাম। গত দুই সপ্তাহের ব্যবধানে এ ডলারের দাম অন্তত ৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১২২ টাকা ৫০ পয়সায়। এর মধ্যে মঙ্গলবার ২০ বেসিস পয়েন্ট বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য উঠে এসেছে। কয়েক সপ্তাহ স্থিতিশীল থাকার পর ব্যাংকগুলোতে ওভারডিউ পেমেন্টের চাপ বাড়তে থাকায় রেমিট্যান্স ডলারের বাজার বাড়তে শুরু করেছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে ব্যাংকগুলো ডলারের দাম এখনো ১২২ টাকা দেখাচ্ছে। এর আগে গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে মৌখিক নির্দেশনায় ব্যাংকগুলোর জন্য রেমিট্যান্স ডলার কেনাবেচার সর্বোচ্চ দর ১২২ টাকা নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। পাশাপাশি ডলার কেনাবেচার মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যবধান এক টাকার বেশি হওয়া যাবে না বলে নির্দেশনা দেওয়া হয়। নিয়ম অমান্যকারীদের জরিমানাসহ শাস্তির আওতায় আনার কথাও বলা হয়। বেসরকারি ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে রেমিট্যান্স ডলারের দর ১২১ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১২২ টাকার মধ্যে ছিল। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমদানি পেমেন্টের চাপও (ওভারডিউ পেমেন্ট) বাড়ছে। বাড়তি চাপ থাকায় এখন ডলার সংগ্রহের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এতে অনেক ব্যাংকই রেমিট্যান্স ডলারের দাম বাড়িয়ে কিনছেন। গত সোমবার (২৭ জানুয়ারি) এক সভায় আমদানি ও ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির সব ওভারডিউ পেমেন্ট দ্রুত পরিশোধের নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। অথরাইজড ডিলারস ফোরামের সভায় দেওয়া এ নির্দেশনা ডলারের চাহিদা আরও বাড়িয়ে দেয়। এর পরই হঠাৎ রেমিট্যান্স ডলারের চাহিদা বেড়ে যায়। পরে ডলারের দাম অন্তত ৫০ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১২২ টাকা ৫০ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। সদ্যবিদায়ী বছরের ডিসেম্বরে ডলারের দর ১২৮ টাকায় উঠে যায়। পরে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৩টি ব্যাংককে অতিরিক্ত দামে ডলার কেনার বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব করে। ব্যাংকগুলোর ট্রেজারি প্রধানদের ১২৩ টাকার ওপরে রেমিট্যান্স ডলার না কেনার নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। ডিসেম্বরের শেষ দিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের সঙ্গে এক সভায় 'রেমিট্যান্স ও রপ্তানিতে' সব ব্যাংককে ডলারের একই দর দেওয়ার নির্দেশ দেন গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর।

পাশাপাশি ছোট মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিয়ম শিথিল করা হয়। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসব (ছোট মানি এক্সচেঞ্জ) প্রতিষ্ঠান ১০ হাজার ডলার সিকিউরিটি ডিপোজিট এবং নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি (এনআরএফসি) অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালেন্স রাখার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সরাসরি ব্যাংকগুলোর কাছে রেমিট্যান্স ডলার বিক্রি করতে পারবে বলে জানানো হয়।



## শেখ হাসিনার সেই পিয়ন জাহাঙ্গীরের দেশত্যাগে মানা

**স্টাফ রিপোর্টার :** অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিয়ন বা ব্যক্তিগত স্টাফ মো. জাহাঙ্গীর আলম ও তার স্ত্রী কামরুন নাহারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে উপ-পরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম নিষেধাজ্ঞা চেয়ে করা আবেদনে বলা হয়, শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী মো. জাহাঙ্গীর আলম ঢাকায় তার নিজ নামে ১৮ কোটি ২৯ লাখ টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন এবং তিনি তার মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ৮ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২৩টি হিসাবে মোট ৬২৬ কোটি ৬৫ লাখ ১৮ হাজার ১০৭ টাকা স্থানান্তর করেন। এ অবস্থায় আসামিদের বিদেশ গমনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে হাইকোর্টের রিট পিটিশন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। জ্ঞাত ২-এর পাতায় দেখুন



## সাবেক এমপি মিজানের ৮ বছরের কারাদণ্ড

**স্টাফ রিপোর্টার :** জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের দায়েরকৃত মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মিজানুর রহমানকে ৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩ এর বিচারক মুহাম্মদ আবু তাহের এ রায় দেন। এর আগে, গত ২৩ জানুয়ারি দুদক ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে রায়ের জন্য আজকের দিন ধার্য করেছিলেন একই আদালত। সেদিন জামিন বাতিল করে মিজানুর রহমানকে কারাগারে পাঠানোরও আদেশ দেন আদালত। বৃহস্পতিবার রায় ঘোষণার আগে মিজানুর রহমানকে কারাগার থেকে আদালতে নেওয়া হয়। পরে রায় ঘোষণা শেষে আবারও সাজা পরোয়ানা দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। ২০১৯ সালের ৬ আগস্ট জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক এই এমপির বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত ঢাকা জেলা কার্যালয়-১ এ মামলাটি করেন সংস্থাটির পরিচালক মো. মঞ্জুর মোর্শেদ। পরবর্তীতে মামলার তদন্ত শেষে ২০২১ সালের ২৩ আগস্ট আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তিনি। সেখানে মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৫৮ লাখ ৫৭ হাজার ৯৮১ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ছাড়াও ২০ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনা হয়।

## পুরস্কার বিতর্ক বাংলা একাডেমি থেকে সাজ্জাদ শরিফের পদত্যাগ

**স্টাফ রিপোর্টার :** বাংলা একাডেমির পুরস্কার বিতর্কের মধ্যে এর নির্বাহী কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন কবি সাজ্জাদ শরিফ। গত বুধবার তিনি একাডেমির মহাপরিচালকের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলা একাডেমির নতুন নির্বাহী পরিষদে যুক্ত হয়েছিলেন সাজ্জাদ শরিফ। মহাপরিচলকের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠানোর বিষয়টি তিনি নিজে গণমাধ্যমে জানিয়েছেন। গত বৃহস্পতি বার বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণার পর শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন তোলেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। পরদিন শনিবার ঘোষিত পুরস্কার স্থগিতের সিদ্ধান্ত জানায় বাংলা একাডেমি। সংস্কৃতি উপদেষ্টা নিজেই পুরস্কার স্থগিতের খবর ফেইসবুক পোস্টে জানান। পুরস্কার স্থগিতে উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ রয়েছে বলে ফেইসবুকে লেখেন কেউ কেউ। এদিকে সাহিত্য পুরস্কারের তালিকা পুনঃপ্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। স্থগিতকৃত লেখক তালিকা চূড়ান্ত করে গত বুধবার রাতে আবারও প্রকাশ করা হয়। ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

# মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা শুক্রবার ॥ ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ১৭ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

# আয়কর রিটার্ন জমার সময় আরও ১৬ দিন বাড়লো




**স্টাফ রিপোর্টার :** ব্যক্তি করদাতাদের বার্ষিক আয়কর বিবরণী বা রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় আবারও বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে এনবিআর। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন এ তথ্য জানিয়েছেন। এর আগে গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর রিটার্ন জমার সময়সীমা চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত করে সরকার। এছাড়া গত বছরের ১৭ নভেম্বর এই সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। এনবিআরের দ্বিতীয় সচিব এইচ এম শাহরিয়ার হাসানের সই করা আদেশে বলা হয়, 'আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ এর দফা (খ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোম্পানি ছাড়া সব করদাতার ২০২৪-২৫ করবর্ষের জন্য নির্ধারিত করদিবস ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ নির্ধারণ করা হলো।' ব্যক্তিশ্রেণির আয়কর রিটার্নের পাশাপাশি কোম্পানি রিটার্ন জমার সময়ও বাড়িয়ে ১৬ মার্চ করেছে এনবিআর। এ সংক্রান্ত পৃথক আদেশে বলা হয়, 'আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ এর দফা (খ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর আইন ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানি করদাতাদের ২০২৪-২৫ করবর্ষের জন্য পূর্বে নির্ধারিত করদিবস ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ১৬ মার্চ ২০২৫ তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

'বর্তমানে এক কোটির বেশি কর শনাক্তকরণ নম্বরধারী (টিআইএন) আছেন। তাদের মধ্যে প্রতিবছর ৪০ লাখের বেশি টিআইএনধারী রিটার্ন দেন। চলতি বছর সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে রিটার্ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ১২ লাখ অনলাইন রিটার্ন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান।

## পরিবারসহ এস আলমের ৩৬৮ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোকের আদেশ

**স্টাফ রিপোর্টার :** 'এস আলম' গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম (এস আলম), তার পরিবার ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৩৬৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকার ৫৮ একরের অধিক জমি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। আদালত সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। দুদকের পক্ষে কমিশনের উপপরিচালক আবু সাইদ এসব সম্পদ জব্দের আবেদন করেন। জব্দকৃত সম্পদের মধ্যে রয়েছেড় চট্টগ্রামের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দশমিক ১৬৩৭ একর জমি, যার বাজার মূল্য ১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। একই ওয়ার্ডের আরেকটি জায়গা, যার পরিমাণ দশমিক ১৩৫০, মূল্য ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। চট্টগ্রামের ১ নম্বর পাথরঘাটা ইউনিয়নে ৮ দশমিক ৫০ শতাংশ জমি। এটির মালিক এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল আলম। যার বাজার মূল্য ৩ কোটি ৫৪ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। ওই ইউনিয়নেই দশমিক ৯০ একর জমি। যার মূল্য ৩৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকা। একই ইউনিয়নের ১ দশমিক ২০ একর জমি, যার মূল্য ৬০ লাখ টাকা। জব্দ হওয়া এস আলম কোল্ড স্টিল লিমিটেডের জমিগুলো হলো, পটিয়া উপজেলায় দশমিক শূন্য ৬ একর, মূল্য ৩০ হাজার টাকা। পটিয়ার শিকলবাহা ইউনিয়নের এক কানি দুই কড়া এক কণ্ঠ ১০ তিল, যার মূল্য ২১ লাখ টাকা। একই এলাকার দশমিক ২৮ একরের আরেকটি জমি। মূল্য ১৪ লাখ টাকা। দশমিক ৪১৫০ একর, মূল্য

৭-এর পাতায় দেখুন




# শেখ হাসিনা ছাই থেকে জন্ম নিতে চান : রিজভী

**স্টাফ রিপোর্টার :** ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের একগুচ্ছ কর্মসূচির বিষয়ে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, শুনলাম আওয়ামী লীগ নাকি মাঠে নামার কর্মসূচি দিয়েছে। জানি না। হয়তো প্রতিক্রিয়া জানার জন্য। তিনি (শেখ হাসিনা) আবার ক্ষমতা ফিরে পেতে চান। ছাই থেকে জন্ম নিতে চান। এতো সাহস পান কোথা থেকে? এগুলো সরকারকে পর্যবেক্ষণ করার আহ্বান জানান তিনি। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে 'প্রতিবন্ধী রিকশা চালক মামুন'র জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে 'আমরা বিএনপি পরিবার'। 'প্রতারক রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলে তার সন্তানেরাও প্রতারক হয়'- এমন মন্তব্য করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, সায়মা ওয়াজেদের নামে 'সূচনা ফাউন্ডেশন' এবং সজীব ওয়াজেদ জয়ের নামে 'বিনিময়'র কোনো অস্তিত্ব পায়নি দুদক। অথচ এই সংগঠনগুলোর নামে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে লুটপাট করেছে তারা। তিনি বলেন, যারা টার্গেট করে গুলি করে তাদের আত্মা মানুষের আত্মা নয়, তাদের আত্মার মধ্যে ছিল রক্তপিপাসু নেকড়ের কোনো আত্মা। তা না হলে এই ফুটফুটে শিশুদের গুলি করে মারতো না। শেখ হাসিনার কাছে মানবতার কোনো মূল্য নেই। তার কাছে মূল্যবান শুধু সিংহাসনটা। শেখ হাসিনা সিংহাসনটা রক্ষার জন্য ১৬ বছর ধরে তাণ্ডব চালিয়েছেন মন্তব্য করে বিএনপির এ মুখপাত্র বলেন, কত মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কত নারীকে বিধবা করা হয়েছে, কত পরিবারকে সন্তানহারা করা হয়েছে, তার কোনো হদিস নেই। শেখ হাসিনা বিরোধী পক্ষের লাশ আর রক্ত দেখলে খুব খুশি হতেন। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা রাষ্ট্রক্ষমতার জোরে আইনশঙ্খলা বাহিনীকে নিজের মতো সাজিয়েছিলেন। এখন তো সামাজিক সংঘাতে কত মানুষ মারা যাচ্ছে, তা দমনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তো কোনো ভূমিকা দেখি না। অপরাধীদের তো গ্রেফতার করা হচ্ছে না। অথচ এই পার্টি অফিস (বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) থেকে একটা মিছিল বের হলে মৌমাছির মতো ঘিরে ফেলতো। বিরোধী নেতাকর্মীরা লুকিয়ে থেকেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাত থেকে রেহাই পায়নি। অথচ আজ যারা সমাজের অপরাধী তাদের গ্রেফতার করে সামাজিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা হচ্ছে না।

রিজভী বলেন, জুলাই-আগস্টের হত্যাকারীদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? কারা এই অপরাধীদের রেহাই দিচ্ছে? আমরা কিন্তু তাদের চিহ্নিত করে রাখছি। আমরা এখন দেখছি, মামলার নামে যিনি বাদী বিএনপির আরেক কর্মীর নামে তিনিই মামলা করছেন। এ চক্রান্ত প্রায় সব জায়গায় হচ্ছে। কারা এ কাজগুলো করছেন, সেটাও আমরা জানি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কোষাধ্যক্ষ ও আমরা বিএনপি পরিবারের উপদেষ্টা এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত ও আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন প্রমুখ।

## ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা শুরু ১২ ফেব্রুয়ারি

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৭তম বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি ফেয়ার (আইপিএফ)। ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার দিনব্যাপী এই মেলার যৌথ আয়োজক বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিপিজিএমইএ) এবং ইয়র্কার্স ট্রেড অ্যান্ড মার্কেটিং সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড। এ মেলায় প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মেশিনারিজ, মোল্ড, কাঁচামাল প্রস্তুতকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়ে থাকে। একইভাবে এবারের মেলায়ও অংশ নিচ্ছে ১৮টি দেশের ৩৯০টি প্রতিষ্ঠান। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানসহ অন্যান্য দেশের পাশাপাশি দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ৮০০টি স্টলে

৭-এর পাতায় দেখুন

### আমদানি-রপ্তানি সহজীকরণ

# কিছু প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতায় চালু হচ্ছে না সিঙ্গেল উইন্ডো

**স্টাফ রিপোর্টার :** পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে ব্যবসায়ীদের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা থেকে সনদ ও লাইসেন্স সংগ্রহ করতে বাড়তি সময় ও অর্থ দেওয়ার পাশাপাশি হয়রানির শিকার হতে হয়। হয়রানি দূর করে এসব সনদ ও লাইসেন্স একটি সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রদান করতে ১৯টি সংস্থাকে একটি সিঙ্গেল উইন্ডোর মাধ্যমে সংযুক্ত করতে উদ্যোগ নেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। কিন্তু আট বছর চলে গেলেও ১১টি সংস্থাকে যুক্ত করা যায়নি। যার কারণে আবারও বাড়নো হলো এই প্রকল্পের সময়। জানা গেছে, আগ্রহ না থাকা ও নিজেদের হাত থেকে কর্তৃত্ব হাতছাড়া না করতে চাওয়াসহ



নানা অজুহাতে এসব প্রতিষ্ঠান সময় ক্ষেপণ করছে। আর এ কারণে ব্যবসায়ীরা দুর্ভোগ দূর করে ঘুষ-দুর্নীতি মুক্ত থেকে কম সময়ে সরকারি সংস্থার সনদ পাওয়া কথা থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে তা পাচ্ছেন না। পণ্য আমদানি করতে ১৯টি সরকারি সংস্থা ও দপ্তর থেকে ৩২টি সনদ নিতে হয়। ব্যবসায়ীদের একেকটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আবেদন করে এই সব সনদ সংগ্রহ করতে হয়ে। এতে দীর্ঘ সময় লাগার পাশাপাশি

২-এর পাতায় দেখুন

## নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে প্রতিরোধে রাজপথে নামবে ছাত্রদল

**স্টাফ রিপোর্টার :** সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে ছাত্র-জনতা জুলাই-আগস্টের মতোই আবারও রাজপথে নেমে ছাত্রলীগকে প্রতিরোধ করবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সারা দেশে ছাত্র-জনতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগকে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত। গতকাল বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ কথা বলেন। তিনি বলেন, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে যে দুই হাজারের অধিক মুক্তিকামী মানুষ শহীদ হয়েছে, তাদের সবাইকে পুলিশ বা সরকারি বাহিনী হত্যা করেনি। নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের ক্যাডাররা প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে অসংখ্য মানুষ খুন করেছে। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান চলাকালীন গণহত্যায় ফ্যাসিস্ট পলাতক খুনি হাসিনার

৭-এর পাতায় দেখুন



## দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে ১৯.২ শতাংশ মানুষ: বিবিএস

**স্টাফ রিপোর্টার :** দেশের ১৯.২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। এর মধ্যে শহরে দারিদ্র্যের হার সাড়ে ১৬ শতাংশ হলেও, গ্রামে সে হার ২০ শতাংশের বেশি বলে জানিয়েছে সংস্থটি। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) রাজধানীর বিআইসিসি সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পোভার্টি অ্যান্ড লাইভলিহুড স্ট্যাটিসটিকস সেল-এর তৈরি করা প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মো. মাহবুব হোসেন। বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও বিবিএসের যৌথ গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ২৬.৬ শতাংশ দরিদ্র মানুষের বসবাস বরিশাল বিভাগে। অন্যদিকে সবচেয়ে কম ১৫.২ শতাংশ চট্টগ্রাম বিভাগে। ঢাকায় দারিদ্র্যের হার ১.৮ শতাংশ বেড়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

## ভোটারদের আস্থা ফেরানোর কথা বলেছে ইইউ

**স্টাফ রিপোর্টার :** নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে ভোটারদের আস্থা ফেরানোর কথা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের সভার আগে সফররত ইইউ গণতন্ত্র বিশেষজ্ঞ মাইকেল লিডর সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইসি সচিব ও মাইকেল লিডর। এসময় ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, প্রতিনিধিদল দুই সপ্তাহ ধরে দেশে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। মতবিনিময়ের ফিডব্যাক দিতে এসেছেন তারা। সব লেভেলে একটাই কথা-অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কমিটমেন্ট রয়েছে সব ক্ষেত্রে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটাধিকারের

৭-এর পাতায় দেখুন

## বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে তিতুমীর শিক্ষার্থীদের আবারো সড়ক অবরোধ

**স্টাফ রিপোর্টার :** সরকারি তিতুমীর কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিসহ সাত দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন কলেজটির শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে গত বুধবার বিকেল ৫টার পর থেকে 'তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবিতে আমরণ অনশন' ব্যানারে তারা আমরণ অনশন শুরু করেন। এসময় শিক্ষার্থীরা ৭ দফা দাবি জানান। দাবিগুলো হলো-

১। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ

২। তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গঠন করে ২০২৪-২৫ সেশনের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা

৩। শতভাগ শিক্ষার্থীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ নতুবা অনতিবিলম্বে শতভাগ শিক্ষার্থীর

৭-এর পাতায় দেখুন



সাত দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার তিতুমীর কলেজের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা।

## হাসিনাসহ গণহত্যায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে আমরণ অনশনের ডাক

**স্টাফ রিপোর্টার :** ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গণহত্যায় জড়িত সকলের ফাঁসির দাবিতে আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেন তিনি। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতার ওপর হামলা ও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে এ সমাবেশের আয়োজন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পরে আমরণ অনশনের ঘোষণা দিয়ে সেখানেই অবস্থান করেন রাসেলসহ অন্যান্যরা। সমাবেশে রাসেল আহমেদ বলেন, বিপ্লবের ছয়মাস পূরণ হতে যাচ্ছে। আমরা এখনও এ সরকারের কাছে কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে

৭-এর পাতায় দেখুন



## ঝুঁকিপূর্ণ বাতাসের রাজত্ব ঢাকায়

**স্টাফ রিপোর্টার :** এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে বিশ্বের শহরগুলোর তালিকায় বায়ুদূষণে আজ ২৪৫ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এসেছে ঢাকা। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টায় দেখা যায় ঢাকার বাতাসের মান 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' পর্যায়ে রয়েছে। এদিন ঢাকার বাতাসে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা (পিএম ২.৫)-এর পরিমাণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মানদণ্ডের চেয়ে প্রায় ৩৪ গুণ বেশি রয়েছে। এ সময় ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এলাকা (৭৭০), গোড়ান এলাকা (৭১২), গুলশান লেকপার্ক এলাকা (৬৫১) ও সাভারের হেমায়েতপুর এলাকা (৩৬২) বাতাসের মান 'ঝুঁকিপূর্ণ' পর্যায়ে রয়েছে। এদিন বায়ুদূষণে বিশ্বের শহরগুলোর তালিকায় আজ শীর্ষে রয়েছে ভারতের দিল্লি। ৩৪৫ একিউআই স্কোর নিয়ে শহরটির বাতাসের মান 'ঝুঁকিপূর্ণ' পর্যায়ে রয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা (২৪৫) ও উগান্ডার শহর কাম্পালা (২০১)। শহর দুটির বাতাসের মান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, স্কোর শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান 'ভালো' বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা 'সহনীয়' ধরা হয় বায়ুর মান। তবে তা 'সংবেদনশীল গোষ্ঠী'র (অসুস্থ বা

৭-এর পাতায় দেখুন

## পল্লবীতে 'ব্লেড বাবু' হত্যা আরও ২ জন গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে মঞ্জুরুল ইসলাম বাবু ওরফে ব্লেড বাবু হত্যারে ঘটনায় আরও দুই জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ডিবি-মিরপুর বিভাগ। তারা হলো, রাজন ওরফে পিচ্চি রাজন (৩৫) ও রনি (২৬)। তারা আপন দুই ভাই। গত বুধবার রাতে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাদের দেখানো মীরপুরের স্বপ্ননগর নতুন রোডের একটি চায়ের দোকানের পাশ থেকে হত্যায় ব্যবহৃত সুইচ গিয়ার উদ্ধার করা হয়। ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) মিরপুর বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মিজানুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ২০ জানুয়ারি বিকালে পল্লবীর বঙ্গবন্ধু কলেজের সামনে আধিপত্য বিস্তার, চুরি ও ছিনতাইয়ের টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে রাজন গ্রুপের

৭-এর পাতায় দেখুন

## শেখ হাসিনাকে হত্যাচেষ্টা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৯ আসামির শুনানি শেষ, রায় ৫ ফেব্রুয়ারি

**স্টাফ রিপোর্টার :** ১৯৯৪ সালে দিনাজপুর যাওয়ার সময় পাবনার ঈশ্বরদী ট্রেন স্টেশনে শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে হামলা ও গুলি চালিয়ে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় মামলায় হাইকোর্টের শুনানি শেষ হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে রায় ঘোষণার জন্য আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি দিন ঠিক করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের বিচারপতি মাহবুবুল ইসলাম ও বিচারপতি হামিদুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রায়ের দিন ঠিক করে আদেশ দেন। জানা গেছে, ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনা থেকে সৈয়দপুর যাওয়ার পথে ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনের বগি লক্ষ্য করে গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ওই ঘটনায় ঈশ্বরদীর জিআরপি থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। আদালতের

৭-এর পাতায় দেখুন

## মাদক মামলায় সম্রাটের বিচার শুরু

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর রমনা থানায় দায়ের করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সাবেক সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। এর মাধ্যমে এ মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৩০ জানুয়ারি) ঢাকার সপ্তম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ সাইফুর রহমান মজুমদার এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর মাহফুজ হাসান বলেন, মামলাটি আজ অভিযোগ গঠনের শুনানির জন্য ছিল। আসামিদের পক্ষে শুনানি পেছাতো সময় আবেদন করা হয়। আদালত আবেদন নামঞ্জুর করে অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন। একই সঙ্গে তার জামিন বাতিল করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। সম্রাট অসুস্থ রয়েছেন জানিয়ে এদিন তাদের আইনজীবীরা সময় আবেদন করেছিলেন। গত ২৮ জানুয়ারি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলায় অভিযোগ গঠন করেন আদালত।



মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের সময় সম্রাটকে কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় বিদেশি মদ, পিস্তল ও বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণীর চামড়া উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে বন্যপ্রাণীর চামড়া রাখার দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

## ভারত থেকে আনা সাড়ে ৯ কোটি টাকার ডায়মন্ডসহ আটক ১

**স্টাফ রিপোর্টার :** ভারত থেকে পাচার করে বাংলাদেশে আনার সময় যশোরের শার্শা সীমান্ত থেকে ২১০ গ্রাম ওজনের ডায়মন্ডের সাতটি আংটি, দুটি পায়েল, একটি ব্রেসলেট, তিনটি বালা ও ১২টি নাকফুল ও একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যানসহ চালককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় যশোরের শার্শা উপজেলার পাঁচভুলোট গ্রামের মৃত শাহাদাত মোড়ের ছেলে ভ্যানচালক হাফিজুর (৫৩) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বিজিবি। গত বুধবার রাতে শার্শার পাচভুলোট সীমান্ত থেকে এসব গহনা জব্দ ও হাফিজুর নামে পাচারকারীকে আটক করা হয়। খুলনা ২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল খুরশিদ আনোয়ার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা গেছে, পাঁচভুলোট বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাকারবারিরা চোরাচালানির

৭-এর পাতায় দেখুন

# কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না চালের দেশের বাজার

**স্টাফ রিপোর্টার :** কোনো পদক্ষেপই নিয়ন্ত্রণে আসছে না চালের বাজার। সরু থেকে মোটা সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে। গেল একমাস ধরেই সব জাতের চাল কেজিতে বেড়েছে ৮ থেকে ১২ টাকা। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুসারে মিনিকেট চাল মানভেদে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ৮২ টাকায় নাজিরশাইল জাতের চালের খুচরামূল্য মানভেদে ৮৫ থেকে ৯০ টাকা। মাঝারি বা ব্রি-২৮ ও পায়জাম জাতের চালের কেজি বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ৬৬ টাকায়। এ অবস্থায় বাজারে সরবরাহ বাড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির বৈঠকে ৭ লাখ মেট্রিক টন চাল ও ৩ লাখ টন গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। চালের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছে বাজার সংশ্লিষ্টরা। এরমধ্যে রয়েছে– উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়া, হাট-বাজার-সড়কে অব্যাহত চাঁদাবাজি, আমদানি করা চাল না আসা, সরকারের সংগ্রহ টার্গেট ফেল করা, কয়েক স্তরে হাতবদল, সরকারি মজুত কমে যাওয়া। সূত্র জানিয়েছে, চালের উৎপাদন খরচ বেড়েছে বলে ধানসহ চালের দাম বেড়েছে। সরকারি ভাষ্যমতে সমপ্রতি বিভিন্ন কারণে চালের উৎপাদন খরচ বেড়েছে ১২ শতাংশ। এটি যদি সত্য হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই চালের দাম বাড়ার কথা। কারণ বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পরিবহন খরচ বেড়েছে, কৃষি শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে। বেড়েছে কৃষি যন্ত্রপাতির দাম। বেড়েছে সার, কীটনাশকের দামও। আরও বেড়েছে ক্ষেতে পানি সরবরাহ দেওয়ার ডিজেল-কেরোসিন ও বিদ্যুতের দাম। তাছাড়া সার্বিকভাবে বেড়েছে জীবনযাত্রার মান। এসব কারণে চালের দাম বেড়েছে। কারণ কৃষককে ধান বা চাল বিক্রি করেই সারা বছর জীবন চালাতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বাজার থেকে যখন বেশি দাম দিয়ে চাল ছাড়া অন্য পণ্য কিনবে, তখন সেসব পণ্য কেনার অর্থ ওই কৃষককে ধান ও চাল বিক্রি করেই উপার্জন করতে হবে। এছাড়া চালের দাম নিয়ন্ত্রণে না আসার পেছনে রয়েছে চাঁদাবাজি। সূত্র জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকারের নানামুখী উদ্যোগেও কমেনি চাঁদাবাজি। হাতবদলের পরে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে চাঁদাবাজরা। যার প্রভাব পড়ছে বাজারগুলোতে। ফলশ্রুতিতে বাড়ছে চালের দাম। হাসিনা সরকারের পতনের পর মাসখানেক বন্ধ থাকলেও চাঁদাবাজরা ভোল পাল্টে আবার মাঠে সক্রিয় হয়েছে।

এ কারণে চালসহ প্রায় সব ধরনের পণ্যই চড়া দামে বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে ব্যবসায়ীরা। একজন ব্যবসায়ীকে হাটে, বাজারে, সড়কে, মহাসড়কে, আড়তে, পাইকারি বাজারে, খুচরা বাজারে এবং মহল্লার দোকানে পর্যন্ত বিভিন্ন কায়দায় চাঁদা দিতে হচ্ছে। এ চাঁদাবাজি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখন আবার আগের অবস্থায় চাঁদাবাজ ও সিন্ডিকেট ফিরে এসেছে। শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতবদল হয়েছে মাত্র। সংশ্লিষ্টদের মতে, বাজার সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের দাম ৩০ শতাংশ বাড়ে। এদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেশি হওয়ায় সরকারের সিদ্ধান্তের পরেও চাল আমদানি পরিস্থিতি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ফলে প্রভাব পড়ছে চালের

৭-এর পাতায় দেখুন

## চূড়ান্ত নীতিমালা প্রকাশসহ ৮ দাবি ব্যাটারিচালিত যান চালকদের

**স্টাফ রিপোর্টার :** ব্যাটারিচালিত থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২৪ চূড়ান্ত করে দ্রুত গেজেট প্রকাশ করাসহ আট দফা দাবি জানিয়েছে রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়। তাদের অন্য দাবিগুলো হলো- নীতিমালা অনুযায়ী ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স ও রুট পারমিট দেওয়া; কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের আধুনিকায়ন করা ও ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধ না করা; গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও রিকশাসহ নিহত-আহত সব শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং আহতদের

৭-এর পাতায় দেখুন

**সম্পাদক ও প্রকাশক :** মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
**ফোন :** ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

## রাজশাহীর বালুমহলে মাটি কেটে

তালিকাভুক্ত হুন্ডি ব্যবসায়ী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তিনি রাজশাহী-৩ আসনের নৌকার প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসাদের পেছনে খরচ করেছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। আসাদ এমপি নির্বাচিত হলে তিনি তাকে একটি বিলাসবহুল গাড়িও উপহার দেন। এরপর আসাদের দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নিজ নামীও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজের নামে গোদাগাড়ীর দুটি বালুমহাল বাগিয়ে নেন মুকুল। তিনি বালুমহল ইজারা নেওয়ার পর থেকেই মাটি কাটা হচ্ছে। কিন্তু তৎকালীন এমপি আসাদের লোকজনের ভয়ে গ্রামের মানুষ প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর স্থানীয়রা বালুমহালে মাটি কাটার প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। সম্প্রতি কয়েকদফা তারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। উপজেলা সদরে কিছুদিন আগে মানববন্ধনেরও আয়োজন করা হয়। এতে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন। তারা বালুমহাল বন্ধের দাবি জানান। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মোখলেসুর রহমান মুকুল আত্মগোপনে চলে যান। এতে মুকুলের হয়ে সবকিছু দেখাশোনা করছেন তার ভাই মো. বাবু ও ভাতিজা সাজিম। সাজিম রাজশাহী মহানগর যুবদলের সদস্য বলে এখন পরিচয় দিচ্ছেন। মাটিকাটা ইউনিয়নের এই তিন বালুমহালে মাটি কাটার প্রতিবাদ করার কারণে গত ২৪ ডিসেম্বর মারধরের শিকার হয়েছেন ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক ও উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুদ্দিন টমাস। তার বাড়ি বালুমহাল সংলগ্ন মাদ্রাসা মোড় এলাকায়। স্থানীয়রা বলছেন গোদাগাড়ী ইউএনও'র আশ্রয় প্রশ্রয় এসব অপকর্ম চলছে। ইউএনওকে ম্যানেজ করে পুকুর খনন ও বালু এবং নদী গর্ভ থেকে মাটি উত্তোলন হচ্ছে। আ'লীগ সরকারের আমলেও পবা ও বড়কুঠি ভূমি অফিসে থাকা কালেও ইউএনও আবুল হায়াতের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা আরও বলছে দ্রুত আ'লীগের দোসর ইউএনও আবুল হায়াতকে গোদাগাড়ী উপজেলা থেকে প্রত্যাহার করা উচিত। এ বিষয়ে কথা বলতে একাধিকবার ফোন দিলে জেলা প্রশাসক ও গোদাগাড়ীর ইউএনও'কে পাওয়া যায়নি। একারণে তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

## শেখ হাসিনার সেই পিয়ন জাহাঙ্গীরের

আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে জাহাঙ্গীর আলম ও তার স্ত্রীর কামরুন নাহারের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে মামলা করেছে দুদক। অনুসন্ধানও শুরু হয়েছে। এর আগে, গত বছরের ১৪ জুলাই চীন সফর নিয়ে গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেছিলেন, আমার বাসার পিয়ন ছিল, সেও না কি ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। শেখ হাসিনার ওই বক্তব্যের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয়। জানা যায়, ওই পিয়নের নাম জাহাঙ্গীর আলম ওরফে পানি জাহাঙ্গীর। তার বাড়ি নোয়াখালীর চাটখিল থানার খিলপাড়া ইউনিয়নে। জাহাঙ্গীর পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

## বাংলা একাডেমি থেকে সাজ্জাদ

আগের তালিকা থেকে মোহাম্মদ হাননান, ফারুক নওয়াজ এবং সেলিম মোরশেদ বাদ দিয়ে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তারা যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধে, শিশুসাহিত্যে এবং কথাসাহিত্যে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সেলিম মোরশেদ আগেই বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কথাসাহিত্যে ২০২৪ সালের বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারের মনোনীত হয়েছিলেন তিনি। গত ২৩ জানুয়ারি গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা একাডেমি জানায়, এবার ১০ জন সাহিত্যিক বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন। এরপর সমালোচনার মুখে দুদিনের মাথায় শনিবার সন্ধ্যায় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক আরেক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে পুরস্কার স্থগিতের সিদ্ধান্তের কথা জানান। অনধিক তিন কর্মদিবসের মধ্যে পুনর্বিবেচনার পর তালিকাটি পুনঃপ্রকাশ করা হবে বলেও উল্লেখ করা হয় সেই বিজ্ঞপ্তিতে। চারদিনের মাথায় গত বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে তালিকাটি পুনঃপ্রকাশ করা হয়। স্থগিত তালিকায় থাকা মনোনীত লেখক সেলিম মোরশেদ গত সোমবার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারকে প্রত্যাখ্যান করেন। ফেসবুকে মোরশেদ শফিউল হাসান লিখেছেন, বিগত সরকারের আমলে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন, সেভাবে এখন থেকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদানের বেলায়ও লেখকের বিষয়ে গোয়েন্দা রিপোর্ট এবং তার অতীত রাজনৈতিক পরিচয় বা কার্যক্রম বিবেচনায় আনতে হবে, এমন ধারণা আমাদের কারো চিন্তায় আসেনি। আসা উচিত ছিল হয়তো! সামাজিক মাধ্যমে সংস্কৃতি উপদেষ্টার পরপর দুটি পোস্ট পড়ার পরই প্রথম আমি এ বিষয়ে সচেতন হই। এবং পুরস্কার পুনর্বিবেচনার কথা ওঠার পর, আত্মসম্মানবোধ থেকে এবং নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে (কমিটির অন্য সদস্যদের জানিয়েই) এই প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিই। এর ভেতর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে বাংলা একাডেমি ধারণ ও লালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে মন্তব্য করে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বৈরাচারের দোসরমুক্ত করার দাবি জানিয়েছে লেখকদের দুটি সংগঠন। গত শনিবার দুপুরে বাংলা একাডেমির প্রধান ফটকে আয়োজিত একটি সমাবেশ থেকে এই দাবি তোলা হয়েছে। সমাবেশ থেকে ২০২৪ সালের বাংলা একাডেমি ঘোষিত সাহিত্য পুরস্কার বাতিল, একাডেমির আমূল সংস্কারসহ আরো কয়েকটি দাবি জানানো হয়। চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী এবার পুরস্কারের জন্য মনোনীতরা হলেন কবিতায় মাসুদ খান, প্রবন্ধ/গদ্যে সলিমুল্লাহ খান, অনুবাদে জি এইচ হাবীব, নাটক ও নাট্যসাহিত্যে শুভাশিস সিনহা, গবেষণায় মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, বিজ্ঞানে রেজাউর রহমান এবং ফোকলোরে সৈয়দ জামিল আহমেদ। প্রতি বছর বাংলা সাহিত্যের ১১টি শাখায় বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবার পুরস্কারের তালিকায় বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণায় কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। রীতি অনুযায়ী, প্রতি বছর মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এ পুরস্কার তুলে দেন। এবার পয়লা ফেব্রুয়ারি বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার তুলে দেবেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

## বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিনের

পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের ১২ বিচারপতিকে রোববার থেকে বিচারকাজ থেকে বিরত রাখা হবে বলে জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। কিন্তু তিনি তাদের নাম প্রকাশ করেননি। তবে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে রোববারের জন্য প্রকাশিত কার্যতালিকায় ১২ বিচারপতির নাম নেই। সেই বিচারপতিরা হলেন- বিচারপতি আতাউর রহমান খান, বিচারপতি নাইমা হায়দার, বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ, বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার, বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাস, বিচারপতি খিজির হায়াত, বিচারপতি এস এম মনিরুজ্জামান, বিচারপতি খোন্দকার দিলীরুজ্জামান, বিচারপতি শাহেদ নূরউদ্দিন, বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামান, বিচারপতি মো. আমিনুল ইসলাম, বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলন। গত ১০ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের ডাকেই হাইকোর্টে জড়ো হন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। একপর্যায়ে তাদের দাবির প্রেক্ষাপটে ওইদিনই পদত্যাগ করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতি। এরপর ১৫ অক্টোবর রাতে 'দলবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ফ্যাসিস্টের দোসর' বিচারকদের পদত্যাগের দাবিতে হাইকোর্ট ঘেরাও করতে ফেসবুকে ঘোষণা দেন সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সারজিস আলম। ১৬ অক্টোবর দুপুরে মিছিল নিয়ে হাইকোর্ট চত্বরে আসেন শিক্ষার্থীরা। সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে দক্ষিণ গেট দিয়ে ঢুকে তারা হাইকোর্টের অ্যানেক্স ভবনের সামনে অবস্থান নেন। সঙ্গে ছিলেন আরেক সমন্বয়ক সারজিস আলম। আদালত প্রাঙ্গণে হাসনাত-সারজিসসহ অন্য শিক্ষার্থীদের নানা স্লোগান দিতে শোনা যায়। ওই দিন থেকেই সেখানে অবস্থান করে শিক্ষার্থীরা। এর সঙ্গে হাইকোর্টে 'দলবাজ ও দুর্নীতিবাজ' বিচারপতিদের পদত্যাগ চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে বৈষম্যবিরোধী আইনজীবী সমাজ। এই কর্মসূচি চলার মধ্যে বেশ কিছু বিচারপতি প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনার পর ১৬ অক্টোবর বিকেলে ছাত্রদের সামনে এসে বক্তব্য দেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। বক্তব্যে তিনি বলেন, আমি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হিসেবে আপনাদের যে দাবি, আপনাদের যারা লিডার আমার চেম্বারে বসেছেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে কথা বলেছি। সঙ্গে আমার দুইজন সহকর্মী ছিলেন। আপনারা জানেন, বিচারপতি পদত্যাগ বা অপসারণের একটা প্রক্রিয়া আছে। বর্তমানে দেশে এ সংক্রান্ত কোনো আইন বিদ্যমান নেই। বিগত সরকার সংসদের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের উদ্যোগ নিয়েছিল। একটা সংশোধনী হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সেটা বাতিল করে দিয়েছেন। সরকার সেটা রিভিউ আবেদন করেছে। আগামী রোববার সেটা প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত আপিল বিভাগে শুনানি হবে। এক নম্বর আইটেমে রাখা হয়েছে সেটা। বিচারপতি অপসারণের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল বলেন, বিচারপতিদের পদত্যাগে আপনাদের যে দাবি, আসলে বিচারপতিদের নিয়োগকর্তা হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। পদত্যাগ বা অপসারণ; সেই উদ্যোগও রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে হয়ে থাকে। এখানে প্রধান বিচারপতির যেটা করণীয় উনি সেটা করেছেন। আপাতত ১২ জন বিচারপতিকে প্রাথমিকভাবে কোনো বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না। বেঞ্চ না দেওয়ার অর্থ হলো, আগামী রোববার যে কোর্ট খুলবে, তারা বিচার কাজে অংশ নিতে পারবেন না। এই মামলাটার শুনানি আছে ২০ তারিখে। অ্যাটর্নি জেনারেল প্লেস করবেন বলে আশা করছি। এর মাধ্যমে পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলো শুরু হবে। আর বিচারপতি অপসারণের সঙ্গে এককভাবে সুপ্রিম কোর্ট জড়িত না। রাষ্ট্রপতি, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাও জড়িত আছে। আপাতত ১২ জনকে বেঞ্চ দেওয়া হচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মাধ্যমে বাকিগুলো আপনাদের সামনে আসবে। পরে সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, বিচারপতি অপসারণের সংশোধনী নিয়ে মামলাটি চলমান। আগামী ২০ তারিখ ওই মামলায় যদি সমাধান চলে আসে, তাহলে বিচারপতি অপসারণের দায়িত্ব হচ্ছে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের। তাহলে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিচারপতিদের পদত্যাগ করতে হবে। অপসারণ করা হবে। এখন রোববার বিকেল পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। আমরা অবজার্ভ করবো। তাদের অপসারণের জন্য কী রায় আসে। তারপর হচ্ছে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ।

## ট্রাম্পের ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে

তাদের। এর আগে, গত মঙ্গলবার জাইমা রহমানের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তখন তিনি বলেন, আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অনুষ্ঠিতব্য 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অংশ নিচ্ছেন না। তবে, ওই অনুষ্ঠানে তারেক রহমানের কন্যা জাইমা রহমান যোগ দেবেন। জানা গেছে, বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই মুহূর্তে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের যুক্তরাজ্যের বাসায় অবস্থান করছেন। তিনি সেখানে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন। এমন অবস্থায় মাকে রেখে কোথাও যেতে চাইছেন না তারেক রহমান। এ কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে যাবেন না তিনি। তবে, ওই অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত হতে না পারলেও তার প্রতিনিধি হিসেবে মেয়ে জাইমা রহমানকে পাঠাচ্ছেন তিনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে জাইমা রহমানের ভিসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে। সবকিছু ঠিক থাকলে এটিই হবে এ ধরনের বৈশ্বিক কোনো আয়োজনে জাইমা রহমানের প্রথম অংশগ্রহণ। এর আগে গত ১২ জানুয়ারি বিএনপির মিডিয়া সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। 'ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট' অনুষ্ঠানটি ১৯৫৩ সাল থেকে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট, সিনেটর, কংগ্রেস সদস্য, ব্যবসায়ী ও ১০০টিরও বেশি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই অনুষ্ঠানটি একটি নির্দলীয় সংস্থা এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়িক অভিজাতদের একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার এবং একত্রে প্রার্থনা করার জন্য একটি বিশেষ ফোরাম। মার্কিন নীতিনির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্ব শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে এই আয়োজন।

## ভোটারদের আস্থা ফেরাতে বলেছে

ভোটাধিকারের ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে পারি সে বিষয়ে পরামর্শ বা মডেল থাকলে শেয়ার করতে বলেছি। এটি জটিল প্রক্রিয়া হলেও তারা বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান সচিব। সচিব বলেন, তারা ভোটারদের ভেতরে আস্থা ফেরানোর বিষয়টি জানিয়েছেন। বিশেষ করে সচেতনতা, যোগাযোগ সিস্টেমকে আরও জোরদার করার বিষয়ে জোর দিয়েছেন। সার্বিক মতামত নিয়ে সফররত ইইউ প্রতিনিধিদের আগামী সপ্তাহে দেশ ছাড়ার কথা রয়েছে।

## কৃষিতে বিল গেটসের ৫২ কোটি টাকা

দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মপ্রধান (ফসল উইং) ফেরদৌসী আখতার বলেন, 'কৃষিখাতে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন অনুদান দিচ্ছে। এমন একটা প্রকল্প আমাদের কাছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তবে প্রকল্পে পরামর্শকসহ বেশ কিছু ব্যয় নিয়ে আমাদের দেখতে হচ্ছে। আমরা অযৌক্তিক একটি টাকাও অনুমোদন দেবো না। কেন ব্যয় চাওয়া হচ্ছে বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে। প্রকল্পের নামের সঙ্গে ব্যয়ের যদি মিল না থাকে তবে সেই ব্যয় অনুমোদন দেওয়া হবে না।' প্রস্তাবিত প্রকল্পে নানান ধরনের অসংগতি তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পের মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন স্থানে রাখা হয়েছে অর্থের সংস্থান। যেমন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ১০ জনমাস হিসেবে ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার বাবদ ৫৪ লাখ টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে। আবার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ৩০ জনমাস হিসেবে ন্যাশনাল এমঅ্যান্ডই স্পেশালিস্ট বাবদ সংস্থান রাখা হয়েছে ৭২ লাখ টাকা। প্রকল্প মূল্যায়ন ব্যয় বাবদ আছে ৪২ লাখ ২৩ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে কমিশন জানিয়েছে, একই কার্যক্রমের জন্য আলাদাভাবে অর্থ সংস্থান যুক্তিযুক্ত নয়। পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানা যায়, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ মোট তিন কোটি ৩৯ লাখ ৫৩ হাজার টাকা সংস্থান রাখা হয়েছে, যা অত্যধিক বলে দাবি কমিশনের। এ ব্যয় কমাতে বলা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট চার্জ ইনডাইরেক্ট সাপোর্ট কস্ট ফর এক্সিকিউশন অব দ্য ডেলিভারি অব প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিটিস বাবদ তিন কোটি ৮২ লাখ টাকা নিয়ে ভাবতে হবে। স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাবদ এক কোটি ৪৪ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাবদ এক কোটি ৯৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা সংস্থান রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, আইটি যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জাম বাবদ ৪২ লাখ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ খাতের বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন দরকার। টেকনিক্যাল সাপোর্ট টু ফিল্ড প্রজেক্টস বাবদ এক কোটি ৩৬ লাখ টাকা সংস্থান রাখার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি বিভাগ শক্তিশালীকরণে ২ কোটি ৬০ লাখ ১৯ হাজার টাকা সংস্থান রাখার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। মেশিনারি, যন্ত্রপাতি ও যান ভাড়া বাবদ ৩৬ লাখ টাকা সংস্থান রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত মেয়াদ ৩৮ মাস। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুসারে প্রকল্পটির মেয়াদ তিন বছর বা ৩৬ মাস নির্ধারণ করা যেতে পারে বলে মত কমিশনের। প্রচলিত কৃষিকাজে এত পরামর্শক কেন? এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সদস্য পরিচালক (পরিকল্পনা) ড. মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, 'প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বিল গেটস ফাউন্ডেশনের অনুদানে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পে একটু বেশি করেই পরামর্শক ব্যয় ধরা হয়েছে। তবে কাটছাঁট করে কমানো যায়। পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরামর্শক ব্যয় কমানো হবে। আসলে এত পরামর্শক দরকার হয় না। তবে পরিকল্পনা কমিশন যেভাবে বলবে সেভাবে ব্যয় রাখা হবে।' প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ নির্ধারিত ছয়টি ভৌগোলিক অঞ্চল (উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল এবং নগরাঞ্চল)। প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির রূপান্তরে শস্যখাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো। কৃষির রূপান্তরে সরকারি বিনিয়োগের কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং নীতি ও বিনিয়োগের ব্যবধান বিশ্লেষণ করা। কৃষি রূপান্তর কার্যক্রমের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে- কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসল উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনা, ফসল সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ও বাণিজ্যিকীকরণ জোরদার করা ইত্যাদি। বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নের নানান খাতে নিজেদের উপস্থিতি বড় করে তুলছে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন। গত দুই দশকে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ দাতব্য সংস্থার অর্থায়ন পেয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও নারী উন্নয়নকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রকল্প। তাদের অর্থায়ন পাওয়া সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে আইসিডিডিআর,বি যেমন রয়েছে, তেমনি শিক্ষাখাতে আছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবেরের হাতে গড়ে ওঠা ফাউন্ডেশনটির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, তাদের মাধ্যমে পাওয়া অনুদানে গত দুই দশকে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি খাত দেশের সামাজিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখছে। এবার নতুন করে কৃষিখাতে হাত বাড়িয়েছে এ ফাউন্ডেশন। তাই সচেতন ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে এই অনুদান খরচের পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, 'টেকসই উন্নয়নে এত টাকা পরামর্শক কেন? টেকসই করতে হলে কৃষি ও কৃষকের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে। কৃষি নতুন কাজ নয়। কৃষির জন্য করণীয় কী আমরা সবাই জানি, সুতরাং এত বেশি পরামর্শক ব্যয় অযৌক্তিক।' এত টাকা পরামর্শক ব্যয় রাখলে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন না হয়ে পরামর্শকদের উন্নয়ন হবে জানিয়ে তিনি বলেন, 'বাস্তব অর্থে টাকা ভেবে-চিন্তে ব্যয় করা জরুরি। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের উন্নয়ন জরুরি। পরামর্শকের পেছনে খরচ করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন হবে না। অযৌক্তিক পরামর্শক ব্যয় বাদ দেওয়া দরকার। অধিকাংশ প্রকল্পে পরামর্শকের পেছনে ব্যয় করা হয়, এটা যৌক্তিক নয়।' পরামর্শক ব্যয় বেশি রাখলে বিল গেটসের অর্থের অপচয় হবে দাবি করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, 'বাস্তব অর্থে যারা অর্থ দেয় তারা কিন্তু মাঠে দেখতে যায় না। বিল গেটসের এত সময়ও নেই। বাস্তবে কৃষির কতটুকু উন্নয়ন হচ্ছে তারা জানে না। যারা অর্থ নিয়ে ব্যয় করবে তারা কৃষকের মাঠের কিছু ছবিও ভিডিও দেখাবে, বলবে বিরাট কিছু অর্জন করা হয়েছে। অনুদানকারীরা এগুলো যাচাই করে দেখবে না। অনুদানের টাকা ছয়-নয় আত্মবঞ্চনা। এটা বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ করছি।'

## বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

অংশগ্রহণের মাধ্যমে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব। মতবিনিময়কালে হাইকমিশনের কাউন্সেলর মো. সালাহউদ্দিন বৈধ পথে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রবাসীদের কল্যাণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। এ সময় প্রবাসীরা তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা জানান। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রবাসীদের কথা শোনেন এবং সে সব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

## শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসনের

পাশাপাশি ভৌগোলিক অবস্থা ও অবস্থান, সর্বশেষ জনশুনানি ইত্যাদির ভিত্তিতে এই সীমানা নির্ধারণ করতে চাচ্ছি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে মানুষের শহরমুখী একটি প্রবণতা রয়েছে। যদি আমরা এটা শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাখি তাহলে দেখা যাবে শহরে আসন সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং গ্রামাঞ্চলে তা কমতে থাকবে। তাহলে এটা অংশগ্রহণমূলক হবে না বলে কমিশন মনে করে। এই নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, আইনের উপধারায় একটি টাইপিং মিসটেক আছে বলে আমরা মনে করি। আমরা এটা সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে পাঠাব। আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সীমানা নির্ধারণের জন্য ৪১টি আসনের ২৪৮টি আবেদন পড়েছে। সংস্কার কমিশন থেকে কী ধরনের প্রস্তাব আসে এবং আমাদের কী সিদ্ধান্ত আসে, তারপরে এগুলো সমাধান করা হবে। এই মুহূর্তে এগুলো পেন্ডিং রয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০২৩ ও সাংবাদিকদের জন্য নীতিমালা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এটা সংশ্লিষ্ট কমিটিতে পাঠানো হয়েছে পর্যালোচনার জন্য। পর্যবেক্ষকরা সাধারণত ৫ বছর মেয়াদি নিবন্ধন হয়ে থাকেন। তবে আমাদের এই মুহূর্তে নির্বাচনটা যেহেতু পাঁচ বছর মেয়াদি না তাই এটাকে একটু রিভিউ করতে হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন পর্যবেক্ষক সংস্থা নিয়ে বিতর্ক আছে তাই আমরা এটাকে আরও ভালোভাবে পর্যালোচনা করতে চাচ্ছি।

## ভর্তি পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে

চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোটা পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে মতামত বা সুপারিশসহ সারসংক্ষেপ উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে উপস্থাপন করবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোটা পদ্ধতির প্রয়োগ বিষয়ে মতামত বা সুপারিশসহ সারসংক্ষেপ উপদেষ্টা পরিষদ-বৈঠকে উপস্থাপন করবে।

## কিছু প্রতিষ্ঠানের অসহযোগিতায়

বাড়তি টাকা গুনতে হয়। তারপরও নানা অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একদিন থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এতে উৎপাদিত পণ্য সময় মত কারখানা ও বাজারে পৌঁছাতে পারে না। এ সব হয়রানি বন্ধ করে দ্রুত সময়ের মধ্যে সেবা দিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২০১৭ সালে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রজেক্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (বিএসডব্লিউ) নামে সফ্টওয়্যার প্রস্তত শুরু করে। যার সঙ্গে ১৯ দপ্তর ও সংস্থার নিজস্ব সিস্টেম যুক্ত করা হবে।

পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সিঙ্গেল উইন্ডো বিএসডব্লিউ সিস্টেম ব্যবহার করে আবেদন করার এক ঘণ্টা থেকে সর্বোচ্চ একদিনের মধ্যে আবেদনকারী সনদ পেয়ে যাবে। এই সনদ নিয়ে ব্যবসায়ী কাস্টম থেকে মালামাল ছাড় করবে। মূলত এভাবেই নতুন এই ব্যবস্থাটি তৈরি হওয়ার কথা ছিল। সিঙ্গেল উইন্ডো বিএসডব্লিউ সিস্টেম ফাংশন শুরু করলে আবেদনকারী ও সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি দেখা হবে না। ফলে বাড়তি অর্থ নেওয়ার জন্য অযথা সময় ক্ষেপণ বা আবেদন সময় মতো না পৌঁছানোর অজুহাত দেখাতে পারবে না। আবেদনের সিস্টেমেই বলে দেবে কোন সময় আবেদন এসেছে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে আছে কি না।

এই সিস্টেম চালু হলে কোনো সংস্থার লোকজনের যোগসাজশে নিষিদ্ধ ঘোষিত পণ্য আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে না। এর মাধ্যমে অবৈধ পণ্য দেশে আসবে না, আবার কর্মকর্তাদের অসৎ পথে টাকা আদায় করার পথও বন্ধ হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণসহ আবেদন করলে সঙ্গে সঙ্গে সনদ পেয়ে যাবে। এনবিআর সূত্র জানায়, ২০১৭ সালে ৬০৯ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ব্যয়ে এ সিঙ্গেল উইন্ডো বিএসডব্লিউ এর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর সিঙ্গেল উইন্ডো বিএসডব্লিউ কাজ শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু সিঙ্গেল উইন্ডোর সঙ্গে সংযুক্ত হতে যাওয়া ১৯ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে আট বছরে সংযুক্ত হতে পেরেছে মাত্র আটটি। বাকি ১১টি প্রতিষ্ঠান এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত হয়নি। এ জন্য আরও দুই মাস সময় পেছানো হয়েছে। এর আগে খুঁচরাবাজারে পণ্য বিক্রিতে ভ্যাট আদায়ের জন্য এনবিআর মেশিন বসানো কার্যক্রম দীর্ঘ এক যুগেও সম্পন্ন করতে পারেনি। সর্বশেষ কিছু দোকান ও আউটলেটে ইএফডি মেশিন বসানো হলেও বেশিভাগ দোকানে বসানো সম্ভব হয়নি। ফলে পণ্য বিক্রিতে ইএফডি মেশিন থাকা ও না থাকা দোকানের মধ্যে দামের তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। এক সঙ্গে সকল দোকানকে ইএফডি মেশিন সরবারহ না করতে পারার কারণে ইএফডি মেশিন পাওয়া দোকানগুলো ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সিঙ্গেল উইন্ডো বিএসডব্লিউ স্থাপনের ক্ষেত্রে এই দীর্ঘসূত্রতায় অনিশ্চয়তা পেয়ে বসেছে আমদানি-রপ্তানিকারকদের। এ বিষয়ে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি রিজওয়ান রহমান বাংলানিউজকে বলেন, আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত সকল সেবা একটি সিঙ্গেল ব্যবস্থার মাধ্যমে পাওয়ার দাবি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের। তাদের দাবি সিঙ্গেল উইন্ডো যেন হয় সিঙ্গেলই হয়; এই বিভাগের জন্য একটি উইন্ডো, আরেকটি বিভাগের জন্য আরেকটি উইন্ডো, এমন যেন না হয়। একটি হাইটেক পার্কের জন্য, একটি বিডার জন্য এমন হলে এটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস হলো না, এটা ফোর স্টপ সার্ভিস হয়ে গেলো। ওয়ান স্টপ সার্ভিসে নিতে যখন যাব, আমি আর এক কদম অন্য কোথাও যাব না। এটা মেইনটেন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, আমি একটি কক্ষে যাবো, সেখান থেকে সব সমাধান দিতে হবে। অমুকের কাছে পঠাবে, তমুকের কাছে পাঠাবে-এটা যেন না হয়। এই সুবিদা যদি দেওয়া না যায় তাহলে একটি বিভাগ খোলা হবে, একাধিক কর্মকর্তার নিয়োগ দেয়া হবে। আর এতে সরকারের অযথা খরচ বাড়বে। এতে আমরা আশাবাদী না; অতীতেও ছিলাম না। তবে একটি নতুন সরকার এসেছে, এ সরকার নতুন করে করার চেষ্টা করছে। আমরা ভিন্ন ভালো কিছুর অপেক্ষায় থাকলাম; বলেন এই ব্যবসায়ী নেতা। তিনি বলেন, আমরা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া আর বাস্তবায়ন করা এক জিনিস নয়, যা আমাদের রাজস্ব বোর্ড দেখিয়েছে। আমরা আর বাণী শুনতে চাই না, আমরা দেখতে চাই, এটা হচ্ছে। এক জায়গা থেকে ভবিষ্যদ্বাণী আসে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে, বিদেশি বিনিয়োগ বেড়ে যাবে, এ ধরনের বাণী সব সময় ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। ব্যবসায়ীদের হাতে আর সময় নেই। ব্যবসায়ীদের যেভাবে আঘাত করা হয়েছে সেটা কাটিয়ে উঠতে পারবে কি না, জানি না। অতীতে যে সব ভুল হয়েছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগুতে হবে। তা নাহলে আবার ভুল হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইন্টিগ্রেটেডে ট্যাক্স অ্যাডমিনেসস্ট্রেশনেও বাঁধা এসেছে। এনবিআর এর ভেতর থেকে কেউই তাদের রাজত্ব ছাড়তে চান না। এটা আমরা ১৫ বছর ধরে চাচ্ছি! আগে হয়তো একটি রাজনৈতিক দল পরিচালনা করেছে, তখন না হয় বাধা দিয়েছে। এখন তো আর রাজনৈতিক দল নেই। এখন তো করে ফেলতে পারবে। প্রাধান্যটা জায়গা মতো দিতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণে সরকার নিজস্ব ৮০ কোটি ৬৬ লাখ টাকাসহ বিশ্বব্যাংকের ৫২৯ কোটি ২৯ লাখ ঋণ সহায়তায় বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো সিসটেম প্রস্তুত করছে। লক্ষ্য ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাণিজ্যের কাতারে নিজেদের উপনীত করা এবং দেশের রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা আধুনিক করা। বিএসডব্লিউ সিস্টেম প্রস্তুত করার পরও সিসটেমের অংশী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ধরে রেখে ঘুষ-দুর্নীতির সুযোগ হাত ছাড়া করতে না চাওয়া, অদক্ষতা ও উদ্যোগের অভাব ব্যবসা সহজীকরণে প্রধান বাধা হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন এটা করতে হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন করে হলেও পিছিয়ে থাকা অংশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাধ্য করতে হবে। এ বিষয়ে সিপিডির সিনিয়র গবেষণা ফেলো তৌফিকুল ইসলাম বাংলানিউজকে বলেন, সিঙ্গেল উইন্ডোর উদ্যোগটি ভাল। কিন্তু এর বড় ইস্যু ছিল এনবিআর এর সঙ্গে অংশী প্রতিষ্ঠানগুলো রাজত্ব ছাড়তে চান না। এখন সেইগুলো যদি অপারেশনাল করা যায় তাহলে এটা ইফেক্টিভ হবে। গত বিশ বছর ধরে আমরা চাচ্ছি। এটা করতে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সেটাও প্রায় দশ বছর চলছে। এখন কথা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক সঙ্গে করতে হবে। এক সঙ্গে আনা গেলে কর ফাঁকিসহ অন্যান্য বিষয়গুলোও চেক করা সহজ হবে। কারণ এর মধ্য দিয়ে সবগুলো কাজ এক জায়গার মধ্যে আসবে। অন্যদিকে সুশাসনের দিক থেকেও ভাল হবে। সর্বোপরি নীতি গ্রহণের জন্যও এটা ইতিবাচক হবে।

## চাঁদ দেখা যায়নি শবেবরাত ১৪

দেখা যায়নি। ফলে ৩১ জানুয়ারি (শুক্রবার) পবিত্র রজব মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে এবং আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পবিত্র শাবান মাস গণনা করা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে। সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) আ. ছালাম খান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাইফুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আ. রহমান খান, বাংলাদেশ টেলিভিশনের অতিরিক্ত পরিচালক রুহুল আমিন, বায়তুল মোকাররম জাতীম মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

## আজ শুরু বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব

(২ ফেব্রুয়ারি) পরিচালনা করা হবে ১০টি ট্রেন। এর মধ্যে ঢাকা-টঙ্গী স্পেশাল-১ ঢাকা ছাড়বে ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে, ঢাকা-টঙ্গী স্পেশাল-২ ঢাকা ছাড়বে ভোর ৫টায়, ঢাকা-টঙ্গী স্পেশাল-৩ ঢাকা ছাড়বে ভোর ৫টা ২৫ মিনিটে, ঢাকা-টঙ্গী স্পেশাল-৪ ঢাকা ছাড়বে ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে। অন্যদিকে টঙ্গী স্টেশন থেকে ফেরার পথে টঙ্গী-ঢাকা স্পেশাল-১ টঙ্গী স্টেশন ছাড়বে সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে, টঙ্গী-ঢাকা স্পেশাল-২ টঙ্গী স্টেশন ছাড়বে সকাল ৯টা ৪২ মিনিটে, টঙ্গী-ঢাকা স্পেশাল-৩ টঙ্গী স্টেশন ছাড়বে সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে, টঙ্গী-ঢাকা স্পেশাল-৪ টঙ্গী স্টেশন ছাড়বে সকাল ১১টা ৭ মিনিটে, টঙ্গী-ময়মনসিংহ স্পেশাল-১ টঙ্গী স্টেশন ছাড়বে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে এবং সর্বশেষ টঙ্গী-টাঙ্গাইল স্পেশাল-২ টঙ্গী স্টেশন ছাড়বে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে। চিকিৎসার ব্যবস্থা : গাজীপুরের সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ইজতেমা ময়দান ও শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হাসপাতালে মুসল্লিদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। রোগী পরিবহনের জন্য অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন থাকবে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ : গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ১২টি উৎপাদন নলকূপে ১২ কিলোমিটার পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হবে। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ২৫টি ফগার মেশিনে মশাক নিধনে কাজ করা হবে। ময়দানে নিয়মিত পানি ছিটানো, মশার ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেখানে সার্বক্ষণিক একাধিক টিম কাজ করবে। মোতায়েন থাকবে ৬ হাজার পুলিশ : গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ড. নাজমুল করিম খান বলেন, এবারের ইজতেমায় ওয়াচ টাওয়ার থাকবে ১৬টি। ৫টি সেক্টরে ভাগ করে নিরাপত্তা ছক করা হয়েছে। পুরো ইজতেমা মাঠ সিসি ক্যামেরার আওতায় থাকবে। ২০টি মোবাইল পার্টি, ২০টি চেকপোস্ট থাকবে। ড্রোন ও হেলিকপ্টার টহল থাকবে। আশাকরি কোনোকিছু হবে না। তাবলিগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ী নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, এবারের ইজতেমা হজরত ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে শুরায়ী নেজামের অধীনে দুই ধাপে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রথম ধাপ ৩১ জানুয়ারি শুরু হয়ে চলবে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দ্বিতীয় ধাপ ৩, ৪, ৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে অংশ নিচ্ছেন- গাজীপুর, টংগী, ধামরাই, গাইবান্ধা, মিরপুর, কাকরাইল, নাটোর, মৌলভীবাজার, রাজশাহী, দোহার, ডেমরা, কাকরাইল, নড়াইল, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নবাবগঞ্জ, নীলফামারি, দিনাজপুর, রংপুর, বগুরা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ভোলা, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা, শেরপুর, ফরিদপুর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ফেনী, লক্ষিপুর, চাদপুর, বি.বাড়িয়া, খুলনা, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, ঝিনাইদহ, চাপাই নবাবগঞ্জ, পিরোজপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, রাজবাড়ী জেলা। এই ধাপে ঢাকার একাংশ সহ মোট ৪১টি জেলা।

দ্বিতীয় ধাপে অংশ নেবেন- যাত্রাবাড়ী, কেরানীগঞ্জ, মোহাম্মদপুর, মুন্সিগঞ্জ, জামালপুর, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, মেহেরপুর, টাংগাইল, পাবনা, নরসিংদী, সাভার, কিশোরগঞ্জ, কক্সবাজার, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি, নওগাঁ, বান্দরবন জেলার মুসল্লিরা। এই ধাপে ঢাকার একাংশ সহ ২২টি জেলা অংশ নেবে। গতকাল রাতের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের ৩৬টি দেশের ৭০১ জন বিদেশি মেহমান ইজতেমায় উপস্থিত হয়েছেন। তার মধ্যে উর্দু ৪১৫ জন, ইংলিশ ২১৮ জন, আরব ৬৮ জন। ৩৬টি দেশের মধ্যে আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইথিওপিয়া, ভারত, ওমান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, কিরগিস্থান, দক্ষিন আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, আলজেরিয়া, মিশর, সিঙ্গাপুর ও জর্ডান অন্যতম। এদিকে বিশ্ব ইজতেমায় বিদেশি মেহমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে ইজতেমা প্রশাসন। বিদেশি মেহমানদের খিত্তাকে ঘিরে বিশেষ নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। বিদেশি খিত্তার পাশে পুলিশ র‌্যাবসহ সব বাহিনীর উপ-নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ব ইজতেমায় বিদেশি মেহমানদের থাকা খাওয়া যাওয়াত ও ভ্রমণের ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ৫৮তম বিশ্ব ইজতেমার শুরায়ে নেজামের প্রথম পর্বের দুই ধাপ শেষে মাঠ প্রশাসর কাছে হস্তান্তর করা হবে। এরপর ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি সাদপন্থীরা ইজতেমা করবেন বলে জানা গেছে।

## বইমেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল

৮ টার পর নতুন করে কেউ মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবেন না। ছুটির দিন বইমেলা চলবে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯:০০টা পর্যন্ত (৮ ফেব্রুয়ারি ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ছাড়া)। ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মেলা শুরু হবে সকাল ৮ টায় এবং চলবে রাত ৯ টা পর্যন্ত। তিনি বলেন, এবার বইমেলার বিন্যাস গতবারের মতো অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে তবে কিছু আঙ্গিকগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিশেষ করে মেট্রোরেল স্টেশনের অবস্থানগত কারণে গতবারের মেলার বাহিরপথ এবার একটু সরিয়ে মন্দির-গেটের কাছাকাছি স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া টিএসসি, দোয়েল চত্বর, এমআরটি বেসিং প্লান্ট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন অংশে মোট চারটি প্রবেশ ও বাহিরপথ থাকবে। শিশু চত্বর মন্দির-গেটে প্রবেশের ঠিক ডান দিকে বড় পরিসরে রাখা হয়েছে, যেন শিশুরা অবাধে বিচরণ করতে পারে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত বই সহজে সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া খাবারের স্টলগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশনের সীমানা-ঘেঁষে বিন্যস্ত করা হয়েছে। খাবারের স্টলগুলোকে এবার বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। নামাজের স্থান, ওয়াশরুমসহ অন্যান্য পরিষেবা অব্যাহত থাকবে। সদস্য সচিব ড. সরকার আমিন বলেন, এবারের বইমেলায় মোট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ৭০৮টি, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১৯৯টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৬০৯টি; মোট ইউনিট ১০৮৪টি (গত বছর প্রতিষ্ঠান ছিল ৬৪২টি এবং ইউনিট ছিল ৯৪৬টি)। এবার মোট প্যাভিলিয়নের সংখ্যা ৩৭টি, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ০১টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে ৩৬টি; (গত বছর প্যাভিলিয়নের সংখ্যা ছিল ৩৭টি)। লিটল ম্যাগাজিন চত্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের উন্মুক্ত মঞ্চের কাছাকাছি গাছতলায়। সেখানে প্রায় ১৩০টি লিটলম্যাগকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শিশু চত্বরে মোট প্রতিষ্ঠান ৭৪টি এবং ইউনিট ১২০টি (গত বছর প্রতিষ্ঠান ছিল ৬৮টি এবং ইউনিট ১০৯টি)। বাংলা একাডেমির ৩টি প্যাভিলিয়ন এবং শিশুকিশোর উপযোগী প্রকাশনার বিপণনের জন্য ১টি স্টল থাকবে। ৮ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্যতীত প্রতি শুক্র ও শনিবার মেলায় সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত 'শিশুপ্রহর' থাকবে। অমর একুশে উদ্যাপনের অংশ হিসেবে শিশুকিশোর চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি এবং সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন থাকছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকবে। এবারের মেলায় বাংলা একাডেমি প্রকাশ করছে নতুন ৪৩টি ও পুনর্মুদ্রিত ৪১টি বই। বইমেলায় বাংলা একাডেমি এবং মেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ২৫ শতাংশ ছাড়ে বই বিক্রি করবে। প্রতিদিন বিকেল ৪টায় বইমেলার মূল মঞ্চে সেমিনার এবং সন্ধ্যায় থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার নিরাপত্তা বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বইমেলার প্রবেশ ও বাহিরপথে পর্যাপ্ত সংখ্যক আর্চওয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলার সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, আনসার ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্য মেলায় এলাকাজুড়ে তিন শতাধিক ক্লোজসার্কিট ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বইমেলা পলিথিন ও ধূমপানমুক্ত থাকবে। মেলাপ্রাঙ্গণ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় (সমগ্র মেলাপ্রাঙ্গণ ও দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি হয়ে শাহবাগ, মৎস্য ভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট হয়ে শাহবাগ পর্যন্ত এবং দোয়েল চত্বর থেকে শহিদ মিনার হয়ে টিএসসি, দোয়েল চত্বর থেকে চাঁনখারপুল, টিএসসি থেকে নীলক্ষেত পর্যন্ত) নিরাপত্তার স্বার্থে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে। মেলার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিয়মিত ধুলা নিবারণের জন্য পানি ছিটানো এবং প্রতিদিন মশক নিধনের সার্বিক ব্যবস্থা থাকবে। এবারের মেলা পলিথিনমুক্ত হবে জানিয়ে সদস্য সচিব বলেন, এবারের অমর একুশে বইমেলার আয়োজনকে পরিবেশ সুরক্ষা সচেতন এবং জিরো ওয়েস্ট বইমেলায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে আয়োজনস্থল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থাপিতব্য সব স্টল, দোকান, মঞ্চ, ব্যানার, লিফলেট, প্রচারপত্র, ফাস্ট ফুড, কফি শপ, খাবার দোকান ইত্যাদি প্রস্তুতে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার শতভাগ পরিহার করে পুনঃব্যবহারযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব উপকরণ, যেমন পাট, কাপড়, কাগজ ইত্যাদির ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ২০২৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগতমান বিচারে সেরা বইয়ের জন্য প্রকাশককে 'চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার' এবং ২০২৪ সালের বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের মধ্য থেকে শৈল্পিক বিচারে সেরা বই প্রকাশের জন্য ৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হবে। এছাড়া ২০২৪ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণগত মান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থের জন্য ১টি প্রতিষ্ঠানকে 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার' এবং এ-বছরের মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে স্টলের নান্দনিক সাজসজ্জায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত প্রতিষ্ঠানকে 'কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হবে। এবারের মেলার প্রধান স্পন্সর রকেট (ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি)।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বই: এদিকে, অমর একুশে বইমেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে লেখা কোনো বই থাকবে কি না এবিষয়ে বাংলা একাডেমির কোনো নির্দেশনা নেই বলে জানিয়েছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম। গতবছর বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১০০ বই বের হয়েছিলো এবার সরিয়ে নেওয়া হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ আজম বলেন, মেলায় বঙ্গবন্ধুর বই থাকবে কি না এটা নিয়ে বাংলা একাডেমির কোনো নির্দেশনা নেই। কোনো প্রকাশক বঙ্গবন্ধুকে বই প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের এই বিষয়ে নীতিমালা আছে। সেই নীতিমালা অনুযায়ী দেশ জাতি এবং নীতিবিরুদ্ধ কোনো বই বের হলে বাংলা একাডেমি ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার রাখে। বঙ্গবন্ধুর বই মব সংস্কৃতিতে পড়বে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে আজম বলেন, আমরা তো এটা করবো না। আমরা এর জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটা করেছি। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে কয়েকবার বৈঠক হয়েছে।

## বাংলাদেশকে সহযোগিতা অব্যাহত

দেন। যার মধ্যে অন্যতম মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, ঢাকা মেট্রোরেল এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল প্রকল্প। প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গাদের প্রতি জাপানের অব্যাহত সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে নিরাপদ, টেকসই ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনে জাপানের সহযোগিতা চান।

## গুলিবিদ্ধ আ. লীগ কর্মীকে হাসপাতালে রেখে পালালেন সাবেক চেয়ারম্যান

**স্টাফ রিপোর্টার :** যশোরে হানিফ নামে আওয়ামী লীগের একজন কর্মীকে গভীর রাতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নিজ গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান কামরুল ইসলাম টুটুল। এসময় গুলিবিদ্ধ হানিফ মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। টুটুল বাঘারপাড়া উপজেলার জামদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান। তিনি বাঘারপাড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত নাজমুল ইসলাম কাজলের ভাই এবং সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ভিক্টোরিয়া পারভীন সাথীর দেবর। গত বুধবার টুটুলের ইটভাটায় হানিফ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। ওই ঘটনার পর থেকে টুটুল পলাতক। হানিফকে পাঠানো হয়েছে ঢাকায়। হানিফ যশোর শহরের লোন অফিস পাড়ার রুস্তম আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি সদর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের দায়তলায় বাড়ি করে বসবাস করেন।

গত বুধবার গভীর রাতে হানিফকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন কামরুল ইসলাম টুটুল। টুটুলের দাবি, তিনি হানিফকে যশোর সদর উপজেলার বিজলী পেট্রোল পাম্পের পাশে পড়ে থাকতে দেখে নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি হানিফকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রেখে ওষুধ নিয়ে আসার কথা বলে চলে যান। সেই থেকে তিনি লাপাত্তা। তার মোবাইল ফোনটিও মাঝে মাঝে অন হচ্ছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যশোর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, কামরুল ইসলাম টুটুল রাত ১২টার দিকে গুলিবিদ্ধ হানিফকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এসময় হানিফ মদ্যপ ছিলেন। তিনি আবোলতাবোল বকছিলেন। গুলিবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তিনি উল্টাপাল্টা তথ্য দিচ্ছিলেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাইফুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, হানিফের পেটের ডানপাশে গুলি লাগার চিহ্ন পাওয়া গেছে। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রাতেই ঢাকায় রেফার করা হয়েছে। যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি কাজী বাবুল বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, কামরুল ইসলাম টুটুলের মালিকানাধীন বাঘারপাড়া থানার করিমপুরের এনআইবি ইটভাটার মধ্যে হানিফ গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনার সময় টুটুল নিজেও হানিফের সঙ্গে ছিলেন। ওই সময় আরও কেউ সেখানে ছিলেন কি না বা কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে তা বিস্তারিত জানা যায়নি।

## চূড়ান্ত নীতিমালা প্রকাশসহ ৮ দাবি

চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ করতে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা। এছাড়াও প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত, স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড বা বাই লেন নির্মাণ করা এবং ঢাকাসহ সারা দেশে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক জব্দ বন্ধ এবং জব্দ করা গাড়ি ও ব্যাটারি ফেরত দেওয়া; চালকসহ সংশ্লিষ্টদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; সড়কে চাঁদাবাজি, হয়রানি, ব্যাটারি ছিনতাই বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া ও ছিনতাইকারী চক্রের হোতাদের গ্রেপ্তার করে চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সব শ্রমিকের জন্য আর্মি রেটে রেশন, পেনশন ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক রোকসানা আফরোজ আশার সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এস এম কাদির, দাউদ আলী মামুন, আফজাল হোসেন প্রমুখ।

## ভারত থেকে আনা সাড়ে ৯ কোটি

মালামাল ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসবে। উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে অধিনায়কের দিক নির্দেশনায় পাঁচগ্রলোটে বিওপির টহল দল সীমান্ত পিলার ১৭/৭ এস এর ১০০ আর পিলার থেকে আনুমানিক এক কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাঁচগ্রলোটে গ্রামের বদিপাড়া রাস্তার পার্শ্বে কৌশলে অবস্থান নেয়। তিনি জানান, এ সময় পাঁচগ্রলোটে অভিমুখে ব্যাটারিচালিত ভ্যানযোগে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখে বিজিবি সদস্যরা হাফিজুরকে (৫৩) আটক করে তারা। পরে তল্লাশি করে তার কোমরে স্কচটেপ দিয়ে অভিনব কায়দায় লুকানো ২১০ গ্রাম ওজনের ডায়মন্ডের সাতটি আংটি, দুটি পায়েল, একটি ব্রেসলেট, তিনটি বালা ও ১২টি নাকফুল পাওয়া যায়। ভ্যানটিসহ এসব মালামাল জব্দ করা হয়।

## মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৯ আসামির শুনানি শেষ

নির্দেশে মামলা তদন্তের দায়িত্ব সিআইডিকে দিলে সংস্থার তদন্ত কর্মকর্তা ১৯৯৭ সালের ৩ এপ্রিল মোট ৫২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। এর মধ্যে ৫ জন আসামি মারা গেলে তাদের ওই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বাকি ৪৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। পরে দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০১৯ সালের ৩ জুলাই জাকারিয়া পিন্টুসহ ৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড, ২৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১৩ জনকে ১০ বছর মেয়াদে কারাদণ্ড দেন আদালত।

## পল্লবীতে 'ব্লেড বাবু' হত্যা আরও ২

সন্দেহের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত ও মারধরে মঞ্জুরুল ইসলাম বাবু ওরফে ব্লেড বাবু গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয় একটি হাসপাতালে এবং সেখান থেকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ২১ জানুয়ারি পল্লবী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহতের স্ত্রী রাবেয়া আক্তার মিম। এর আগে ছয় জনকে গ্রেপ্তারের তথ্য দিয়ে ডিসি মিজানুর রহমান বলেন, থানা-পুলিশের পাশাপাশি গোয়েন্দা পুলিশ হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা শুরু করে। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সহায়তায় হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করা হয়। হত্যায় জড়িত মো. মুরাদ (২৭), ইরফান হোসেন তুফান (১৯), রাব্বি ওরফে কুত্তা রাব্বি (১৮) ও সাজ্জাদসহ মোট ছয় জনকে পল্লবীসহ বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মতিঝিলে আওয়ামী লীগ নেতা টিপু হত্যায় জড়িত সুমন শিকদার ওরফে মুসাকে ওমান থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বাবু হত্যায়ও তার নাম শোনা যাচ্ছে। মুসার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, মুসা এই হত্যাকাণ্ডের ১ নম্বর আসামি। আমাদের তদন্তে যদি কারও সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাহলে কোনও ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিশোর গ্যাং গ্রুপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার বিষয়ে জানতে চাইলে এই গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, আমাদের গোয়েন্দা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট রাজধানীর প্রতিটি এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। বিভি-ন্ন গ্যাংয়ের মাধ্যমে যে অপরাধগুলো হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান। তাদের গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মামলা দায়ের চলমান রয়েছে। বাবু হত্যায় জড়িত অন্যতম দুই আসামি গ্রেপ্তারে নেতৃত্ব দেন ডিবি মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) সোনাহর আলী। তিনি বলেন, হত্যায় জড়িত দুই ভাই ঘটনার পর থেকে পলাতক ছিল। তারা গ্রেপ্তার এড়াতে পদ্মার বিভিন্ন চরে আত্মগোপন করে। পরে মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে ঢাকায় আনা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

## বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে তিতুমীর

আবাসিক খরচ বহন ৪। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোর্স এবং জার্নালিজম সাবজেক্ট সংযোজন ৫। একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন পিএইচডিধারী শিক্ষক নিয়োগ ৬। শিক্ষার গুণগতমান শতভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসনসংখ্যা সীমিতকরণ ও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার বিনির্মাণের লক্ষ্যে জমি ও আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিতকরণ।

## ঝুঁকিপূর্ণ বাতাসের রাজত্ব ঢাকায়

শিশু-বৃদ্ধ) জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত থাকলে সে বাতাস 'অস্বাস্থ্যকর' হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া ৩০১-এর বেশি হলে তা 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়।

## ভোটারদের আস্থা ফেরানোর কথা

ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে পারি সে বিষয়ে পরামর্শ বা মডেল থাকলে শেয়ার করতে বলেছি। এটি জটিল প্রক্রিয়া হলেও তারা বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান সচিব। সচিব বলেন, তারা ভোটারদের ভেতরে আস্থা ফেরানোর বিষয়টি জানিয়েছেন। বিশেষ করে সচেতনতা, যোগাযোগ সিস্টেমকে আরও জোরদার করার বিষয়ে জোর দিয়েছেন তারা। আগামী সপ্তাহে ইইউ সফরত প্রতিনিধিরা সার্বিক মতামত নিয়ে দেশ ছাড়ার কথা রয়েছে।

## দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে ১৯.২

১৯.৬ শতাংশ হলেও, এই সময়ে কমেছে রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগে দারিদ্র্যের হার। সবচেয়ে বেশি ৬৩.২ শতাংশ দরিদ্র মানুষের বাস মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলায়।

## নিষিদ্ধ ছাত্রলীগকে প্রতিরোধে

নির্দেশে কসাই-জল্লাদের ভূমিকা পালন করেছে ছাত্রলীগ। গণহত্যার আগেও সারা দেশে বিশ্বজিৎ, আবরার থেকে শুরু করে ছাত্রলীগ যত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, সবগুলো নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন মিলেও এত মানুষ খুন করেনি। অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্রলীগকে নামে মাত্র নিষিদ্ধ করে দায় সেরেছে মন্তব্য করে নাসির উদ্দিন বলেন, ছাত্রলীগের খুনি, সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতায় আনার কোনো জোরালো তৎপরতা গ্রহণ করেনি। ছাত্রলীগের শীর্ষ কোনো নেতাকে বা সন্ত্রাসী ক্যাডারকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ছাত্র-জনতা নিজেরা কয়েকজনকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছে। সরকারের এ ব্যর্থতার কারণেই নিষিদ্ধ খুনি সংগঠন ছাত্রলীগ প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করার সাহস পেয়েছে। খুনিদের বিচারের ক্ষেত্রে সরকারের নির্লিপ্ত আচরণের কারণেই তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। জুলাই-আগস্টে ছাত্রজনতার ওপর আক্রমণকারী ছাত্রলীগের প্রতিটি সন্ত্রাসীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন ছাত্রদল সম্পাদক। তিনি বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের সব কর্মসূচি এবং গোপন তৎপরতা প্রতিহত করার দায়িত্ব সরকারের। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের হাত থেকে ছাত্র-জনতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও সরকারের। সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে ছাত্র-জনতা জুলাই-আগস্টের মতোই আবারও রাজপথে নেমে ছাত্রলীগকে প্রতিরোধ করবে। তিনি আরও বলেন, শহীদ আবু সাঈদ, ওয়াসিম আকরাম, মুগ্ধ, রাব্বি, রিয়া গোপ, রিদয় তারুয়াসহ হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গণঅভ্যুত্থানের সফলতা অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনে জীবন দিবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। আমরা জুলাই-আগস্টের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ইনশাআল্লাহ।

## হাসিনাসহ গণহত্যায় জড়িতদের

পারেনি। আমাদের ভাইদের রক্ত এখনও রাজপথে লেগে আছে। আমি এখানে বসলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেবে না আমরা এখান থেকে উঠব না। আমাদের লড়াই চলছে, লড়াই চলবে। আমরা আমাদের আমরণ অনশন চালিয়ে যাব। আমরা বিচার চাই। বিচার ছাড়া কোনো কথা নেই। তিনি আরও বলেন, এ সরকার আমাদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষমতায় বসেছে। ইউনূস সরকার কি করে। খুনি হাসিনা বিদেশে বসে আছে। তাদের ধরে এনে ফাঁসির দড়িতে ঝুলাতে হবে। এটাই আমাদের শেষ কথা। তিনি আরও বলেন, বিগত বছরগুলোতে যেভাবে ফ্যাসিবাদী কাঠামো গড়ে উঠেছিল সেটাকে ভেঙে দিয়ে তবেই খুনি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আমরা রাজপথে নেমে এসেছিলাম। এখন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে আমরা ন্যূনতম সংস্কার ও বিচার পাইনি। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আমাদের দুই হাজারের অধিক ভাই জীবন দিয়েছে। তারা রাজপথে সাহসিকতার সাথে আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। রাসেল বলেন, স্বাধীনতার পর এখনও আমাদের খুনি হাসিনা, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের বিচারের দাবিতে রাজপথে নামতে হয়। আমাদের এ মুক্ত বাতাসে এখনও লাশের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। বারবার আমাদের তাদের বিচারের দাবিতে আওয়াজ তুলতে হচ্ছে। এ অন্তর্বর্তী সরকারকে সেসব খুনিদের বিচার করার জন্যই ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। আজও ছাত্রলীগ-যুবলীগের গুণ্ডাবাহিনী বীর চট্টলার বুকে মিছিল করেছে। খুনি হাসিনাসহ আমাদের ভাইদের যারা খুন করেছে তাদের বিচার ও ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানে এখন থেকেই আমরণ অনশন পালন করব।

## মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী

মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, 'মানুষ তার পছন্দের দলের প্রার্থীকে নির্বিঘ্নে যেন ভোট দিতে পারে, এটিই হচ্ছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি কাজ। কোনো সরকারের পেছনে যদি জনগণ থাকে, দেশবাসী থাকে, তাহলে সেই সরকারের পক্ষে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব এবং সেটি কার্যকর করা সম্ভব।'তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থন করেছে বটে, কিন্তু এই সরকারের কাছে প্রত্যাশিত ফল না পাওয়ার কারণে অন্যান্য রাজনৈতিক দল এখনও এই সরকারকে কাঁধে করে নিয়ে চলছে। কিন্তু, তারা তাদের কর্মসূচি, আগামী ভবিষ্যৎ নির্ধারণে যদি বারবার হতাশাজনক পরিস্থিতিতে পড়ে, তাহলে এই সমর্থন অব্যাহত রাখা কঠিন হবে। রাজনৈতিক দলগুলো থেকে এই সমর্থন অব্যাহত রাখা কঠিন হবে। সেজন্য আমি মনে করি, যত দ্রুত সম্ভব ভালো নির্বাচন করার জন্য যে সংস্কারগুলো অতি প্রয়োজনীয়, সেই সংস্কারগুলো সম্পন্ন করুন।' তিনি আরও বলেন, 'যারা মানুষ খুন করেছে, তাদের অতি দ্রুত বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় তারা আন্দোলনে সক্রিয়দের ওপরও আক্রমণ করেছে। কোনো কোনো জায়গায় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলনকারীদের নামে মামলা-মোকদ্দমা করেছে, এটা চলতে পারে না। এ ব্যাপারে সরকারের শুধু সিদ্ধান্ত আসলে হবে না, তাদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে।' অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ড. ইউনুসের উদ্দেশে বিএনপির এ নেতা বলেন, 'ড. ইউনূস আপনি মানুষের উপকার করার জন্য দেশে এবং সারাবিশ্বে সমাদৃত। আপনার সুনাম আছে। যারা খুব নিপীড়িত মানুষ, অভাবী মানুষ, আপনি তাদের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক বানিয়েছেন। এখন ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ে আছেন। আপনার কাছে বা আপনার সরকারের কাছে দাবি জানানোর কোনো কারণ নেই। কারণ, আপনি নিজের থেকে যদি পদক্ষেপ নিতে না পারেন, তাহলে সেটা দেশ এবং মানুষের জন্য হবে দুঃখজনক ঘটনা।'

## ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক মেলা

প্রদর্শিত হবে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পণ্য। আইপিএফ মেলাটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম শিল্পমেলা হিসেবে পরিচিত। বিনিয়োগকারীদের জন্য বড়মাপের সুযোগ তৈরিতে, নতুন বাজার সম্প্রসারণে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রতিবছর এই মেলাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## পরিবারসহ এস আলমের ৩৬৮ কোটি

২১ লাখ টাকা। দশমিক ২৬ একর যার মূল্য ১৩ লাখ টাকা। দশমিক ৩২ একর মূল্য ১৬ লাখ টাকা। দশমিক ৮০ একর ৩১ লাখ ৫০ হাজার টাকার জমি। দশমিক ১৪ একর মূল্য ৮০ হাজার টাকা। শূন্য দশমিক ৬ একর, মূল্য ৩০ হাজার টাকা। দশমিক ১৮৫০ একর মূল্য ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। দশমিক শূন্য ৬ একর। মূল্য ৩ লাখ। দশমিক ১৫ একর ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা। দশমিক ৫৭৫০ একর, যার মূল্য ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। দশমিক ১২ একর। যার মূল্য ৬০ হাজার টাকা। ১২ হাজার টাকার দশমিক শূন্য ৫ একর জমি। নারায়ণগঞ্জে স্যাভোলা অয়েল লিমিটেডের ১ দশমিক ৩৮৫০ একর জমি ও ২ হাজার বর্গফুটের সেমি পাকা গৃহ যার মূল্য ১২ কোটি ১৭ লাখ ২৫ হাজার টাকা। ২ একর জমি, মূল্য ৭ কোটি ৭০ লাখ। দশমিক ৩৬৩৬ একর এর মূল্য ১ কোটি ২১ লাখ ১৯ হাজার টাকা। দশমিক ৩৪৬৯ একর, ১ কোটি ১৫ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। ১ দশমিক ৮২৪৩ একর জমি যার মূল্য ৬ কোটি ৮ লাখ ৯ হাজার টাকা। ৩ দশমিক ৮২৬৪ একর জমির মূল্য ১২ কোটি ৭৫ লাখ ৪৬ হাজার। ২ দশমিক ১৮৮৯ একর। মূল্য ৭ কোটি ২৯ লাখ ৬৩ হাজার। ডেলটা অয়েল রিফাইনারি লিমিটেড ১ দশমিক ২১৫০ একর এবং ১৫০০ বর্গফুটের পাকা গৃহ, যার মূল্য ৭ কোটি ২৯ লাখ ৬৩ হাজার। দশমিক ১৭ একর ও ৫০০ বর্গফুটের সেমি পাকা গৃহ। মূল্য ১ কোটি ৫৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। দশমিক ৩৬৫০ একর যার মূল্য ৭৩ লাখ টাকা। ১ দশমিক ৬৩৫০ একর; যার মূল্য ৬ কোটি ২৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সানম্যান টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের মেজর (অব.) আব্দুল মান্নানের অধীন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার কেশবপুরে এক দশমিক ৮৯ একর, মূল্য ২ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। ১ দশমিক ৪৬ একর এর মূল্য ২ লাখ ৩৭ হাজার। এস আলম কোল্ড রোলড স্টিলস লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওসমান গনি, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা এলাকার ৯ দশমিক ৪৩ একর জমি। যার মূল্য ১৫৩ কোটি ৬৮ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ৯ দশমিক ৪৩ একর, মূল্য ৮২ কোটি ৬ লাখ ২৫ হাজার টাকা। সাইফুল আলমের নিজ নামে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা এলাকায় ২৩ দলিলের ৪ দশমিক ৭০৭ একর জমি। যার মূল্য ৫ লাখ টাকা। সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ছেলের কাছ থেকে গুলশানের ২ এর ১০ কাঠা বা ১৬ দশমিক ৫০ শতকের জমি। মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। ইনহেরেন্ট ট্রেডিং অ্যান্ড ইমপ্লেক্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনসারুল ইসলামের ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের তেজতুরি বাজারের ৯০ দশমিক ৮৮ শতাংশ ও ৩ হাজার বর্গফুটের ১ তলা দালান। মূল্য ৫৬ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। ব্লাইন্ড লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের আহসানুল আলম ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় ১ বিঘা বা ৩৩ শতাংশ জমি। সবমিলিয়ে মোট ৫৮ দশমিক ১৬৪৬ একর জমি। যার মূল্য ৩৬৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা। আবেদনে বলা হয়, সাইফুল আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, সাইপ্রাস ও অন্যান্য দেশে ১ বিলিয়ন ডলার পাচারের বিষয়ে এক অভিযান চলাকালে তার অনেক সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। এই সম্পদ ক্রোকের আদেশ প্রদান না করা হলে অন্যত্র স্থানান্তরের আশঙ্কা রয়েছে।

## কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না

বাজারে। কয়েক স্তরে হাতবদলের কারণে বাজারে চালের দাম বাড়ে। জানা গেছে, উৎপাদনকারী কৃষকের মাঠ থেকে খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে ভোক্তার হাতে চাল তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েক স্তরে হাতবদল হয়। প্রত্যেক স্তরেই মুনাফা লাভের কারণে সার্বিকভাবে বেড়ে যায় চালের দাম। সরকারের কোনও উদ্যোগেই হাতবদলের এই স্তর সংখ্যা কমানো যাচ্ছে না। কৃষকের গোলার ধান মিলারদের কাছে যায়। সেখান থেকে মোকামের আড়তদার, মোকামের আড়তদার থেকে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের চালের আড়তদার, সেখান থেকে হাতবদল হয়ে পাইকারি বাজারের ব্যবসায়ী, সেখান থেকে খুচরা ব্যবসায়ী হয়ে ভোক্তার হাতে পৌঁছাতে হয় চাল। পরিবহন খরচ বাদ দিয়ে প্রত্যেক স্তরেই কেজিতে ৩ থেকে ৫ টাকা মুনাফা ধরে হাতবদল হওয়ার কারণে প্রতি কেজি চালের দাম বাড়ে ১৫ থেকে ২০ টাকা। ফলে ৫০ টাকার চালের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ থেকে ৭০ টাকা। এদিকে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে না আসার আরেকটি কারণ হলো সরকারি মজুদ কম হওয়া। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারের ভাষ্য হলো, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে চাল সংগ্রহে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এদিকে, চালের দাম বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি চলতি সপ্তাহে কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীও সাংবাদিকদের বলেছিলেন। তিনি সরু ও মোটা চালের দাম বাড়ার তথ্য দিয়েছিলেন। দাম বাড়ার পেছনে সিন্ডিকেটের হাত থাকার কথাও বলেন তিনি। চালের দাম নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকার গত ৩১ অক্টোবর আমদানি শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করে। কিন্তু চালের বাজারে তার দৃশ্যমান প্রভাব নেই। কয়েক মাস ধরে চড়ে থাকা চালের বাজারে স্থিতি ফেরাতে গত ৭ জানুয়ারি ভারত থেকে ৫০ হাজার টন নন-বাসমতি কেনার প্রস্তাবেও অনুমোদন দেয় সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। এছাড়া গত ২৫ ডিসেম্বর ভারত থেকে আসে ২৪ হাজার ৬৯০ টন সিদ্ধ চাল। ১২ জানুয়ারি আসে ২৬ হাজার ৯৩৫ মেট্রিক টন চালের আরেকটি চালান। কিন্তু এসব উদ্যোগ চালের বাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে পারেনি।

## সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ ২ দিনের রিমান্ডে

**স্টাফ রিপোর্টার :** সাবেক জনপ্রশাসনমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন দোদুলের দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তার জামিন না মঞ্জুর করে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মামলায় সরকারি পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানষ রঞ্জন ঘোষ এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে গত বুধবার রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাঁকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে নেওয়া হয়। মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর সালেহ আহমেদ নাসিম জানান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলার দুটি মামলায় তাঁকে জেলগেটে শোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়েছে এবং একটি মামলায় রিমাণ্ডের আবেদন জানালে বিজ্ঞ বিচারক জেলগেটে দুই দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করেন। মামলায় আসামি পক্ষে আইনজীবী হিসেবে অংশ নেন ইব্রাহিম শাহীন। তিনি বলেন, অপরাধ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আমি আদালতের কাছে সে হিসেবে আসামি যাতে ন্যায় বিচার পান সে আবেদন করেছি এবং একই সঙ্গে জামিনের আবেদন করি।

## পঞ্চগড়ে হত্যা ও গুম মামলায় সাবেক রেলমন্ত্রী ৩ দিনের রিমান্ডে

**স্টাফ রিপোর্টার :** বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া রিকশাচালক আল আমিনকে হত্যার পর লাশ গুমের মামলায় প্রধান আসামি সাবেক রেলপথমন্ত্রী ও পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সুজনের তিনদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় আদালতে হাজির করা হলে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শুনানিতে বাদীপক্ষের আইনজীবী পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করে। শুনানি শেষে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদা আকতার জুলিয়েট তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জানা গেছে, পঞ্চগড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুম হয় আল আমিন। এ ঘটনায় আল আমিনের বাবা মনু মিয়া গত ১০ই নভেম্বর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক রেলমন্ত্রী সুজনসহ ১৯ জনকে আসামি করে হত্যা ও গুমের মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় আরও ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। অপর আসামিদের মধ্যে পঞ্চগড়-১ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য নাঈমুজ্জামান ভুঁইয়া মুক্তা, একই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজাহারুল হক প্রধান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম পল্লব, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আবু নোমান হাসান, সাধারণ সম্পাদক সাদমান সাদিক প্লাবন পাটোয়ারী, পঞ্চগড় পৌরস-ভার সাবেক কাউন্সিলর আশরাফুল ইসলাম, হাসনাত মো. হামিদুর রহমান, পঞ্চগড় পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আল তারিক, সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির উজ্জ্বলসহ ১৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে সাবেক ওই মন্ত্রীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একটি প্রিজনভ্যানে পুলিশের পাহারায় পঞ্চগড় জেলা কারাগারে আনা হয়। আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মির্জা সারোয়ার হোসেন গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, রিমান্ড শুনানিকালে এজাহারভুক্ত মামলার প্রধান আসামি নুরুল ইসলাম সুজন তার পেয়ারে উল্লেখ করেছেন ঘটনার সময় নাকি তিনি মোবাইলে মারধর ও হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা রিমান্ড নামঞ্জুরের আবেদন করি। একই সঙ্গে প্রযুক্তির এই যুগে আমরা সুজন সাহেবের মোবাইলের কল লিস্ট যাচাইয়ের কথা জানিয়েছি। এতে সত্য ঘটনা বের হয়ে আসবে। কিন্তু একই সময় ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় মামলা হয়েছে। একটা মানুষ পঞ্চগড় সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেতে পারে কি না, বা যুক্ত থাকতে পারে কি না তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। একই সঙ্গে শুনানিতে আসামি নিজেই বক্তব্য দিয়েছেন যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন তিনি। তিনি ঘটনার বিষয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন। এদিকে মামলার বাদী বলছেন, তিনি ভুল বুঝে মামলায় নাম উল্লেখ করেছেন। আমরা আশা করবো যে সমস্ত ডকুমেন্ট জমা করেছি, তা আদালত যাচাই করবে বলেই জানান অ্যাডভোকেট মির্জা সারোয়ার হোসেন। আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) অ্যাডভোকেট আদম সুফি গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, এই মোকদ্দমায় পঞ্চগড় সদর থানার একটি মামলায় হত্যা এবং অপহরণের মামলা ছিল। সেই মোকদ্দমায় আসামির ৫ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল। আদালত শুনানি শেষে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। এটি আসলে একটি রহস্যময় এবং ভিকটিমের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রহস্য উদঘাটনের জন্যই এই মামলার আসামির রিমান্ড প্রয়োজন ছিল। যেটি আদালত অনুধাবন করেছেন। ফলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন। এদিকে তিনি বলেন, আসামিপক্ষের আইনজীবীরা এফিডেফিটের যে কথা বলছে তাতে সাক্ষীদের একটি কলাম রয়েছে। সেখানে সাক্ষীদের কোনো স্বাক্ষর নেই। সেই এফিডেফিড অসম্পূর্ণ। এছাড়া মামলা চলার সময় এটি আপসযোগ্য মামলা না। এদিকে গত বছরের (২০২৪) ২ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে পঞ্চগড় সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একই মামলায় হাজির করা হলে বিচারক মো. আশরাফুজ্জামান সাবেক রেলপথমন্ত্রী ও পঞ্চগড়-২ আসনের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম সুজনের জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

## জামিনের পর সাবেক এমপি কালাম আটক

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদ জামিনে মুক্তির পরপরই কারাফটক থেকে ফের আটক হয়েছেন। গত বুধবার রাত ৮টার দিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কারাফটক থেকে বেরিয়ে আসার পরপরই বাইরের প্রধান ফটকের সামনেই জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা তাকে আটক করেন। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার আমান উল্লাহ জানান, বাগমারা-৪ আসনের সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদের সব মামলার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে যে, তার জামিনে আর কোনো বাধা নেই। তাই তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আর মুক্তির পর কারাগারের বাইরে কী ঘটেছে তা জানেন না। তিনি বলেন, বাগমারা থানার দুটি মামলায় কারাগারে বন্দি ছিলেন আবুল কালাম আজাদ। হাইকোর্টে তিনি দুটি মামলাতেই জামিন পেয়েছেন। গত বুধবার জামিনের কাগজ কারাগারে পৌঁছালে তার মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর আগে বিকেল থেকেই সাবেক এমপি কালামের জামিনে মুক্তির খবরটি জানাজানি হয়। এরপর বিকেল থেকেই কারাগারের বাইরের সড়কে অবস্থান নেন ছাত্রদল, যুবদল, মহিলা দল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা। তাই পুলিশ সদস্যরা সেখানে সতর্ক অবস্থান নেন। এদিকে গত বুধবার রাত ৮টার দিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরের ফটক থেকে বের হন কালাম। পরে জেলা ডিবি পুলিশের সঙ্গে হেঁটে কারাগারের বাইরের প্রধান ফটকের কাছে আসেন। এ সময় বাইরে অপেক্ষমান ডিবি পুলিশের একটি জিপে তাকে তুলে নেওয়া হয়। পুলিশের গাড়িতে তোলার সময় ছাত্রদল, যুবদল ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় ডিবি পুলিশের এক সদস্য বলতে থাকেন, এটা পুলিশের গাড়ি, পুলিশের গাড়ি। এরপর কালাম পুলিশের গাড়িতে উঠলে নেতাকর্মীরা গাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ কয়েজন গাড়িটি লক্ষ্য করে ইটপাটকেলও ছোঁড়েন। পরে পুলিশ সদস্যরা বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের সরিয়ে দিলে গাড়িটি দ্রুত ডিবি কার্যালয়ের দিকে চলে যায়। এদিকে ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে এমপি হওয়ার আগে আবুল কালাম আজাদ বাগমারার তাহেরপুর পৌরসভার মেয়র ছিলেন। মেয়র থাকাকালে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ৩৩ লাখ ৬৫ হাজার ৬৬১ টাকা বিল পরিশোধ করার অভিযোগে গত ২১ জানুয়ারি কালামসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রাজশাহী জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ পরিদর্শক আরিফ আলী বলেন, কারাফটকের সামনে থেকে সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদকে আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাকে কোন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হবে। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর থেকে কালাম আত্মগোপনে ছিলেন। গত ২ অক্টোবর রাতে রাজধানীর মিরপুর শেওড়াপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। র‍্যাব-৪ ও র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার যৌথ অভিযানে তিনি গ্রেপ্তার হন। এরপর তাকে রাজশাহীতে নিয়ে আসা হয়। এরপর থেকে তিনি বাগমারা থানার দুইটি মামলায় রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে এতদিন বন্দি ছিলেন।

## চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ২১ পদে প্রার্থী ৪০ জন

**স্টাফ রিপোর্টার :** চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ২১টি পদের জন্য ৪০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে মোট ৫ হাজার ৪০৪ আইনজীবী ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি সমর্থিত বাংলাদেশ ল' ইয়ার্স কাউন্সিল যৌথভাবে আইনজীবী ঐক্য পরিষদ নামে যৌথ প্যানেল ঘোষণা করে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ প্যানেল ঘোষণা করে প্রচারণায় নেমেছে। সাত্তার-হাসান-বারী প্যানেলে আইনজীবী ঐক্য পরিষদ সম্পাদকীয় ১০টি ও নির্বাহী সদস্যপদের ১১টি পদের মধ্যে সবকটি পদে প্রার্থী দিয়েছে। রশীদ-জাবেদ-মাহতাব প্যানেলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ সম্পাদকীয় ও নির্বাহী সদস্যপদের সবকটিতে প্রার্থী ঘোষণা দিয়েছিল। পরে নির্বাচন কমিশন নির্বাহী সদস্য পদের দুইজনের প্রার্থিতা বাতিল করে। মুখ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সোলায়মান বলেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী আক্তারুজ্জামান রোমেল ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রার্থী নাসরিন আক্তার চৌধুরী নামে দুইজন তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বর্তমানে সম্পাদকীয় ১০টি পদে প্রার্থী ২০ জন ও নির্বাহী সদস্যপদের ১১ পদে প্রার্থী ২০ জন।

## সিরাজগঞ্জে ট্রাকে ধর্ষণের দায়ে চালকের আমৃত্যু কারাদণ্ড

**স্টাফ রিপোর্টার :** সিরাজগঞ্জে চলন্ত ট্রাকে প্রতিবন্ধী তরুণীকে ধর্ষণের দায়ে মো. সোহেল রানা নামে এক ট্রাকচালককে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতের বিচারক মোছা. সালমা বেগম আসামির উপস্থিতিতে এই রায় দেন। দণ্ডপ্রাপ্ত সোহেল রানা বগুড়া জেলার আশোকোলা দক্ষিণপাড়া গ্রামের মো. মনসুর আলীর ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করে সিরাজগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি অ্যাডভোকেট মাসুদুর রহমান বলেন, আসামি এই মামলায় জেল হাজতে ছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত আসামির উপস্থিতিতে এই রায় প্রদান করেন। এরপর তাকে আবার কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রায়ে উল্লেখ করা হয়, সাজাপ্রাপ্ত আসামি সোহেল রানা দ্য কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউরের ৩৫ (এ) ধারার কোনও সুবিধা পাবেন না এবং এই আসামির কারা অভ্যন্তরে স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন না। মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ২২ জুন বিকালে সিরাজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু পশ্চিমের সায়দাবাদ রেলস্টেশনের সামনে ট্রাকের কেবিনের ভেতর ভিকটিমকে ধর্ষণ করা হয়। ওই সময় দেশে করোনাভাইরাসের কারণে লকডাউন চলছিল। স্বাভাবিক গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় চন্দ্রা থেকে ভিকটিমসহ দুই জন পুরুষ যাত্রী নিয়ে ট্রাকচালক সোহেল রানা এবং হেলপার ওহাব শেখ বগুড়ার দিকে যাচ্ছিল। সে সময় বঙ্গবন্ধু সেতু পার হওয়ার পর ট্রাকটি নষ্ট হয়েছে জানিয়ে পুরুষ দুই যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে হেলপার ও ট্রাকচালক ট্রাকের কেবিনের দরজা আটকে দেয়। এ সময় সোহেল রানা ধর্ষণ শুরু করলে ভিকটিমের চিৎকারে ওই ট্রাকেরই নেমে যাওয়া এক যাত্রী ট্রাকের কাছে গিয়ে ঘটনাটি তার মোবাইলে ভিডিও করেন। আসামিরা বিষয়টি বুঝতে পেরে দ্রুত ভিকটিমসহ ট্রাক নিয়ে বগুড়ার দিকে চলে যায়। তখন ওই যাত্রী ৯৯৯-এ ফোন করে পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করলে পুলিশ কড্ডার মোড় এলাকা থেকে চালক ও হেলপারসহ ট্রাকটি আটক করে এবং ভিকটিমকে উদ্ধার করে। পরে এ ঘটনায় আসামি দুজনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেন প্রতিবন্ধী তরুণীর বাবা আলতাফ হোসেন। এ ঘটনায় ট্রাকচালক সোহেল রানা স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। মামলাটিতে মোট ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে গতকাল বৃহস্পতিবার আদালত এই রায় প্রদান করেন।

## ঢাবিতে 'জয় বাংলা' স্লোগান, ৫ জনকে পুলিশে দিলো ছাত্রদল

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এলাকায় 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ায় আটক করে পাঁচ জনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। গত বুধবার দিবাগত রাতে ঢাবির মল চত্বর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুরোনো একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে পাঠানো হয়। দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর। তিনি বলেন, আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুরোনো একটি মামলায় যে মামলায় তারা সম্পৃক্ত ছিল, ওই মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এদিকে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ার পর ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হাতে আটক পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিও পাওয়া গেছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, ছাত্রদলের এক নেতা অভিযুক্ত পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশও ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে অভিযুক্তদের মধ্যে একজন স্লোগান দেওয়ার কথা স্বীকার করেন।

## জবির আইন অনুষদের ডিন ড. শহিদুল ইসলামের নিয়োগ স্থগিত

**স্টাফ রিপোর্টার :** জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদে অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলামকে ডিন নিয়োগের অফিস আদেশ স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে তাকে আইন অনুষদের ডিন নিয়োগ দেওয়া কেন অবৈধ হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করা হয়েছে। মামলার বিবাদীদের এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়। এ সংক্রান্ত রিটের শুনানি নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ লিখিত এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার বিভূতি তরফদার। অন?্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মাহফুজ বিন ইউসুফ, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ইকরামুল কবীর ও ব্যারিস্টার মহিউদ্দিন হানিফ। গত ২৬ জানুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫-এর ২২(৫) ধারা মোতাবেক সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. শহিদুল ইসলামকে পরবর্তী দুই বছরের জন্য আইন অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সিন্ডিকেটের ৯৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খ্রিষ্টীন রিচার্ডসনকে গত বছরের ৫ জুন জবি/প্রশা-১০(২)/২০০৭/৫৬৭ সংখ্যক স্মারকের অফিস আদেশের মাধ্যমে আইন অনুষদের ডিন নিয়োগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫-এর ২২(৫) ধারা মোতাবেক সঠিকভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় ওই ডিন নিয়োগ বাতিল করা হলো। পরে এই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন নিয়োগ বাতিল হওয়া আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক খ্রিষ্টীন রিচার্ডসন।

## টঙ্গীতে পাওনা টাকা চাওয়ায় ছুরিকাঘাতে নির্মাণশ্রমিক খুন

**স্টাফ রিপোর্টার :** গাজীপুরের টঙ্গীতে পাওনা এক হাজার টাকা চাওয়ায় দেনাদার ওমর ফারুকের ছুরিকাঘাতে পাওনাদার নির্মাণশ্রমিকের সারোয়ার হোসেন (২৫) নিহত হয়েছেন। গত বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯টায় দিকে টঙ্গীর পাগাড় (নরেন্দ্র) মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের সারোয়ার হোসেন গাইবান্ধা সদর উপজেলার ভাজনের খামার গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। সে টঙ্গীর পাগাড় এলাকার সোহেলের বাসায় ভাড়া থেকে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করতেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ওমর ফারুক (২৯) পলাতক রয়েছেন। টঙ্গী পূর্ব থানার এসআই আব্দুল্লাহ আল রুম্মান নিহতের বন্ধুদের বরাত দিয়ে জানান, প্রায় ৪/৫ মাস আগে সারোয়ারের কাছ থেকে তার বন্ধু ওমর ফারুক এক হাজার টাকা ধার নেন। কিছু দিন পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বললে না দেওয়ায় বিভিন্ন সময় ওমর ফারুকের কাছে টাকা ফেরত চাইতে থাকে। গত বুধবার রাতেও টাকা ফেরত চাইলে সারোয়ারকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে ওমর ফারুক পালিয়ে যায়। গুরুতর আহতাবস্থায় বন্ধুরা তাকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাবেয়া বিনতে রিয়াজ বলেন, সারোয়ার হোসেনকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের বুকে, পেটে ও হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে গেছে এবং হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছেন। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। নিহতের পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যায়ের পাঁচ ট্রাস্টিসহ ৯ জনের জামিন

**স্টাফ রিপোর্টার :** নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের জমি কেনা বাবদ অতিরিক্ত ৩০৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা আত্মসাতের মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের ৫ ট্রাস্টিসহ ৯ জন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত -৪ এর বিচারক রবিউল আলম তাদের জামিন মঞ্জুর করেন। আসামিরা হলেন, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আজিম উদ্দিন আহমেদ, সদস্য এম এ কাশেম, বেনজীর আহমেদ, রেহানা রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান ও আশালয় হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিন মো. হিলালী, চেয়ারম্যান ওমর ফারুক, পরিচালক আনোয়ার বেগম ও সৈয়দ এ কে কামরুজ্জামান। আসামিপক্ষের আইনজীবী আলহাজ মো. বোরহান উদ্দিন জানান, মামলাটি বিশেষ জজ আদালত-১ এ চার্জশুনানির জন্য ছিল। সেটি বদলি হয়ে বিশেষ জজ আদালত -৪ এ পাঠানো হয়; যা চার্জশুনানির পর্যায়ে রয়েছে। নতুন কোর্টে আসামিরা আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে আদালত মঞ্জুর করেন। আমরা চার্জশুনানি পেছানোর আবেদন করি। আদালত সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী ১২ মে চার্জশুনানির পরবর্তী তারিখ ধার্য করেছেন। গতবছরের ১২ মে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জমি কেনা বাবদ অতিরিক্ত ৩০৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা ব্যয় দেখিয়ে তা আত্মসাতের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের উপ-পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী। মামলার এজাহারে বলা হয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের কয়েকজন সদস্যের অনুমোদন বা সম্মতির মাধ্যমে ক্যাম্পাস উন্নয়নের নামে ৯ হাজার ৯৬ দশমিক ৮৮ ডেসিমাল জমির ক্রয়মূল্য বাবদ ৩০৩ কোটি ৮২ লাখ ১৩ হাজার ৪৯৭ টাকা বেশি দেখিয়ে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের টাকা আত্মসাতের উদ্দেশে কম দামে জমি কেনা সত্ত্বেও বেশি দাম দেখিয়ে তারা প্রথমে বিক্রেতাকে টাকা দেন। পরে বিক্রেতার কাছ থেকে নিজেদের লোকের নামে নগদ চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে আবার নিজেদের নামে এফডিআর করে রাখেন। পরে নিজেরা এফডিআরের অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। মামলাটি তদন্ত করে ওই বছরের ২০ অক্টোবর দুদকের ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী ৯ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিম উদ্দিন আহমেদ, বোর্ডের চার সদস্য এম এ কাশেম, বেনজীর আহমেদ, রেহানা রহমান, মোহাম্মদ শাহজাহান এবং আশালয় হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিন মো. হিলালীকে আসামি করা হয়। পরে আশালয় হাউজিং অ্যান্ড ডেভেলপার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক, পরিচালক আনোয়ার বেগম ও সৈয়দ এ কে কামরুজ্জামানেরর নামও তদন্তে উঠে আসে।

## খুলনায় ওএমএসের পণ্য বিক্রিতে দুর্নীতি পেয়েছে বৈষম্যবিরোধীর শিক্ষার্থীরা

**স্টাফ রিপোর্টার :** খাদ্য বিভাগের ওএমএস কার্যক্রম গত বুধবার থেকে মনিটরিং শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন খুলনা। প্রথম দিনে ছয়টি এলাকার ছয়টি পয়েন্টে অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ মেলে। ওএমএস খুলনা মহানগরীর শিক্ষার্থী প্রতিনিধি আসাদুল্লাহিল গালিব ও আহসানুল হাসান তানীম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী ফারদিন হাসান ও ১৬নং ওয়ার্ড টিসিবির শিক্ষার্থী প্রতিনিধি শেখ সাহেদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দুর্নীতিগ্রস্ত, গরিবের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান কর্মসূচিটি ধারাবাহিকভাবে চলমান রয়েছে। গত বুধবার ওএমএস খুলনা মহানগর ছাত্র প্রতিনিধি এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, খুলনার সমন্বয়ে নতুন বাজার, ডালমিল মোড়, মিয়াপাড়া, বি কে রোড, লবণচোরা এবং শেখপাড়াতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় একটি কেন্দ্রে সাত বস্তা চাউল উদ্ধার, এক কেন্দ্রে তিন বস্তা আটা উদ্ধার, এক দোকানে সরকারি চাল বিক্রয়সহ কয়েক কেন্দ্রে দুর্নীতির প্রমাণ মেলে। এসব ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার সুবিধার্থে অভিযুক্ত এবং কেন্দ্রের নামের তালিকা গোপন রাখা হয়েছে। সব কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হলে নির্দেশনা অনুযায়ী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ওএমএস, খুলনা মহানগরীর শিক্ষার্থী প্রতিনিধি আহসানুল হাসান তানঈম এ প্রেস বিজ্ঞপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। খাদ্য বিভাগের পরিদর্শক রাসেদুজ্জামান বলেন, কয়েকটি পয়েন্ট সম্পর্কে ছাত্র প্রতিনিধিদের অভিযোগ পেয়ে যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। খুলনার সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক তৈয়বুর রহমান বলেন, কোনও পয়েন্টে দুর্নীতি প্রমাণ হলে বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

# সম্পাদকীয়

ব্যবসা পরিস্থিতি

## অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি জরুরি

বাংলাদেশে ব্যবসার পরিবেশ এখন কঠিন বাস্তবতার মুখে সংকটপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সরকার পতনের পাঁচ মাস পার হতে চললেও দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক পরিবেশ এখনো ফেরেনি, বরং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং সংস্কার ও নির্বাচনসহ নানা ইস্যুতে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিরতায় নানা ধরনের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এতে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগে আগ্রহ হারাচ্ছেন। এছাড়া ব্যবসা শুরুর সূচকে আশপাশের অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। ব্যবসার জন্য কিছু শর্তপূরণ প্রয়োজন। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার জন্য পরিবেশ থাকা। ব্যবসার আবহের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে, এই সমস্যা সবার আগে ব্যবসার পরিবেশ ফেরাতে হবে। স্বাধীনতার ৫৩ বছরেও বিনিয়োগবান্ধব হতে পারেনি দেশ। এখনো একজন বিনিয়োগকারীকে দেশে বিনিয়োগ করতে হলে ২৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১৪টি ছাড়পত্র নিতে হয়। এই জটিলতার পরও সরকারের দেওয়া সেবার মূল্য ও কর বৃদ্ধি অব্যাহত। গত তিন বছরে গ্যাসের দাম ২৫০ থেকে প্রায় ৪৫০ শতাংশ বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। একজন ব্যবসায়ী একাধারে বিনিয়োগকারী, ঝুঁকি গ্রহণকারী, কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী এবং সর্বোপরি দেশের দ্রব্য ও সেবা সরবরাহকারী। দেশের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিনিয়োগে স্থবিরতা নেমে আসে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না, এমনকি বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে দরকার বিনিয়োগ, কিন্তু দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ নেই। যে খাতে অতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, সেটি হচ্ছে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য। এ খাতের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার বিষয়টি। কাজেই এমন পদক্ষেপ নিতে হবে, যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের পরিবেশ নিরাপদ করবে। এমনিতেই দেশের অর্থনীতি নানা রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। শিল্প, ব্যবসা, বিনিয়োগ- সব কিছুই যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে। বিনিয়োগ যেকোনো দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির একটি বড় বিষয়। বিনিয়োগ ব্যক্তি খাতে যেমন হতে পারে, তেমনি হয় রাষ্ট্রীয় খাতে; যেটি সরকারের বিনিয়োগ।

যেকোনো দেশে ব্যক্তি বা বেসরকারি বিনিয়োগই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বেসরকারি বিনিয়োগ, বেসরকারি ব্যবসা-শিল্প বিশেষ অবদান রাখছে। যে দেশ যত ব্যবসাবান্ধব, সেই দেশের অর্থনীতি তত সমৃদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আনতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থা ফেরানো প্রয়োজন।

## নকল প্রসাধনীতে বাজার সয়লাব কর্তৃপক্ষ কী করছে?

মানুষের সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ার কারণে বাড়ছে প্রসাধনী সামগ্রীর ব্যবহার। ফলে ব্যাপকহারে বাড়ছে প্রসাধনী পণ্যের চাহিদা। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভেজাল, নকল, মানহীন, অনুমোদনহীন ও মেয়াদোত্তীর্ণ প্রসাধনী সামগ্রী। দেশে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন প্রণয়ন হলেও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছে প্রসাধনী শিল্পের বাজার। বছরে দেশে প্রসাধনী পণ্যের প্রবৃদ্ধি ৮ থেকে ১০ শতাংশ। যার সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠছে দেশীয় প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান। যেখানে উৎপাদিত হচ্ছে বিশ্বমানের পণ্য। তবে আকর্ষণীয় অনলাইন বিজ্ঞাপন আর বিদেশি মোড়কে নকল পণ্যে সয়লাব প্রসাধনী বাজার, যাতে প্রতারিত হচ্ছেন ভোক্তারা। বড়বড় মার্কেট, শপিংমল ও বিপণিবিতানের পাশাপাশি অনলাইনেও বিক্রি হচ্ছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের লোগো লাগানো এসব নকল সামগ্রী। শীত সামনে রেখে সম্প্রতি বেড়েছে বিক্রি। আর এসব নকল পণ্য কিনে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। বিশেষ করে সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যসচেতন তরুণী, কর্মজীবী নারী ও স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীরা নকল প্রসাধনী ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসমস্যায় ভুগছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ত্বক, অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছেন নানা অসুখে। দেশে কিছু অসাধু চক্রের সমন্বয়ে নকল, ভেজাল, মানহীন কসমেটিকস পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। রাজধানী ঢাকার চকবাজার, মৌলভীবাজার, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে নকল কসমেটিকস তৈরির কারখানা। চরম গোপনীয়তার সঙ্গে এসব কারখানায় চলে নকল পণ্য উৎপাদনের মহোৎসব। এরপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় ঢাকাসহ সারা দেশে। পুরান ঢাকার চকবাজার, মৌলভীবাজারসহ বিভিন্ন মার্কেটে প্রকাশ্যেই বিক্রি হয় বিভিন্ন নামি-দামি ব্র্যান্ডের নকল প্রসাধনী। ভোক্তা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায়ই এসব স্থানে অভিযান পরিচালনা করে জরিমানাও করা হয়। জানা গেছে দোকানগুলোতে বিশ্বমানের ব্র্যান্ড গার্নিয়ার, লরেল, রেভলন, হেড অ্যান্ড শোল্ডার, লাক্স লোশন, মাস্ক লোশন, অ্যাকুয়া মেরিন লোশন, পেনটিন, নিভিয়া লোশন, ফেড আউট ক্রিম, ডাভ সাবান, ইমপেরিয়াল সাবান, সুগন্ধির মধ্যে হুগো, ফেরারি, পয়জন, রয়েল, হ্যাভক ও কোবরা, অলিভ অয়েল, কিওকারপিন, আমলা, আফটার সেভ লোশন, জনসন, ভ্যাসলিন হেয়ার টনিক, জিলেট ফোম, প্যানটিন প্রো-ভি ও হারবাল এসেনশিয়াল লোশনের নামে ভেজাল প্রসাধনী বিক্রি হচ্ছে বেশি। আরও দেখা গেছে, স্থানীয়ভাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে রং ফর্সাকারী পাকিস্তানি চাঁদনী, নূর, ডিউ, গৌরী, গোল্ডেন, বোটানিং, লাকী, ওয়াইসি হোয়াইটনিং ক্রিম, গোল্ড ক্রিম, হেনোলায়, মার্কোলাক্স স্পট কিওর ক্রিম ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিম-লোশনসহ নানারকম ভেজাল প্রসাধনী। বিষয়টি বর্তমান সরকারের গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। একই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এই সকল পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনেরও (বিএসটিআই) সামগ্রিক উন্নতিসাধন জরুরি।

## রাস্তা সংকুচিত করে পার্কিং; মানুষের ভোগান্তি কমাতে ব্যবস্থা নিন

রাস্তার পাশে লাইন ধরে গাড়ি পার্কিং করা হয়। এতে করে দুর্ভোগে পড়ে রাস্তায় হাঁটাচলা করা পথচারীরা। রাস্তায় হাঁটতে দুরের কথা তখন স্বাভাবিক ভাবে দুটি গাড়ি একসাথে চলতেও পারে না। কখনো কখনো একটি গাড়ি অন্য একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে এসকল পার্কিং করা গাড়ির সাথে লেগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। অনেক সময় সৃষ্টি হয় মারাত্মক যানজট। রাস্তার পাশে ফুটপাতে এখন হাঁটার কোনো স্থান নেই। যেখানেই যাবেন বাস, ট্রাক, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পার্কিং থাকবে রাস্তায়। আর ফুটপাতে থাকবে ছোট ছোট নানা ব্যবসায়ী নিজেদের পসরা সাজিয়ে। যানজট থেকে রেহাই নেই নগরবাসীর। চলার গতি হঠাৎ থমকে যায় দীর্ঘ যানজটে। আর এ অসহনীয় যানজটের মূল কারণই রাস্তার পাশে অবৈধ গাড়ি পার্কিং ও ফুটপাত দখল করে বসা হকাররা। নগরীর অনেক ফুটপাত বেদখলে। সেই সঙ্গে রাস্তার পাশে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং তো আছেই। বিশেষ করে নিউমার্কেটের দক্ষিণ পাশের ব্যস্ত সড়কটিও বাদ নেই অবৈধ গাড়ি পার্কিং আর হকারদের দখল থেকে। এ সড়কের দুই পাশে দিনভর অসংখ্য গাড়ি পার্ক করে রাখার কারণে গাড়ি চলাচলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট লেগে থাকে এসব এলাকায়। ফলে এই এলাকার যাতায়াতকারীদের ভোগান্তির শেষ নেই। এছাড়াও ব্যস্ততম এলাকা মতিঝিল, কমলাপুর, আরামবাগ, ফকিরেরপুল, কাওরানবাজার সহ সংলগ্ন এলাকার রুটের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত গাড়ি রাখার স্থানে পরিণত হয়ে আসছে। এর সাথে যত্রতত্র বাস, কার, মাইক্রোবাস ও পিকআপ ভ্যান পার্ক করার ফলে সড়কগুলোতে যানচলাচলের পথ কমে গেছে। ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সব এলাকার চিত্র মোটামুটি একইরকম। ধারণক্ষমতার বাইরে মাত্রাতিরিক্ত গাড়ির ভারে রাজধানীর রাস্তাগুলোর অবস্থা যখন বেহাল তখন পার্কিং ছাড়াই শত শত ভবনের অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছে রাজউক। তবে একথা সঠিক যে অনেকেই রাজউকের নিয়ম মানছে না। বা মানানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে, রাস্তার ধারণ ক্ষমতা না থাকলেও বিআরটিএ পুরাতন লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা গাড়িগুলো ফিটনেস সার্টিফিকেট দিয়ে চলেছে। এসব কারণে যানজট দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। কিছু নীতিমালা মানতে বাধ্য করতে হবে। যেমন বাস-ট্রাক পাশাপাশি নয়; সামনে-পেছনে লাইন বরাবর দাঁড়াতে পারবে, অন্যথায় জরিমানা গুনতে হবে। এছাড়াও রিকশা দাঁড়ানোর জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে। মোড়ে না দাঁড়িয়ে কোথায় যাত্রী ওঠানামা করলে ভালো হবে, সে স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে।

# চলমান অর্থনীতির ভবিষ্যৎ

প্রফেসর এম এ রশীদ

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতি কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনার মিশ্রণে দাঁড়িয়ে আছে। সাম্প্রতিক সময়ে মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট ও আমদানি খাতে উচ্চ ব্যয় অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে।

**চলমান অর্থনীতির অবস্থা :** মুদ্রাস্ফীতি : বাংলাদেশে সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির চাপের পেছনে বেশ কয়েকটি প্রধান কারণ কাজ করছে, যা খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

**মুদ্রাস্ফীতির কারণ :** ১. জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। জ্বালানির মূল্য বাড়ার কারণে পরিবহন খরচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় ও পণ্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে গেছে, যা সব খাতেই মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়াচ্ছে।

২. বিশ্ববাজারে পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : বিশ্ববাজারে বিভিন্ন কৃষিপণ্য, ধাতু ও অন্যান্য কাঁচামালের দাম বেড়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে এসব পণ্য আমদানি করে, এই মূল্যবৃদ্ধি স্থানীয় বাজারেও প্রভাব ফেলছে।

৩. পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় চাহিদা বৃদ্ধি : কোভিড-১৯-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের কারণে মানুষের আয় এবং চাহিদা কিছুটা বেড়েছে। উচ্চ চাহিদা ও সরবরাহে ঘাটতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে।

৪. বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট : রিজার্ভ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ফলে ডলার ক্রয় করে পণ্য আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়ছে, যা অভ্যন্তরীণ বাজারে সরাসরি মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছে। **সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন :

১. জ্বালানি নীতি পর্যালোচনা : অভ্যন্তরীণ জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী পদক্ষেপ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো সম্ভব।

২. রিজার্ভ বাড়ানোর উদ্যোগ : রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

৩. নিয়ন্ত্রিত মুদ্রানীতি : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি কঠোর করে মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ঋণের সুদের হার সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি কমানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৪. বিকল্প উৎস ও সরবরাহ চেইন : খাদ্যপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ক্ষেত্রে বিকল্প উৎস থেকে পণ্য আমদানির ব্যবস্থা করা গেলে কিছুটা চাপ কমানো সম্ভব।

মুদ্রাস্ফীতির এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা দেশের সাধারণ জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মূল্যস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে আয় ও ক্রয়ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

**বাণিজ্য ঘাটতির কারণ :** ১. উচ্চ আমদানি-নির্ভরতা : বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা আমদানি-নির্ভর, বিশেষ করে কাঁচামাল, শিল্পের যন্ত্রপাতি এবং জ্বালানির ক্ষেত্রে। শিল্প খাতের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে আমদানি-নির্ভরতা কমানো সম্ভব হয়নি, যা বাণিজ্য ঘাটতি আরো বাড়িয়েছে।

২. রফতানি খাতে বৈচিত্র্যের অভাব : বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান অংশ আসে পোশাক খাত থেকে, যা অন্যান্য খাতের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরশীল। যদিও তথ্যপ্রযুক্তি, চামড়া ও কৃষিপণ্য রফতানিতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে, তবে এখনো মূলত পোশাক শিল্পের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা রয়ে গেছে।

৩. প্রতিযোগিতার ঘাটতি : আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর সাথে। উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহে এখনো বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে, যা রফতানি আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে।

৪. বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট : ডলারের সঙ্কটের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আমদানি করতে উচ্চমূল্য পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলে আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বাণিজ্য ঘাটতিকে আরো বাড়াচ্ছে।

**বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে করণীয় :** ১. রফতানি খাতের বৈচিত্র্যকরণ : রফতানি আয়ে বৈচিত্র্য আনার জন্য বিভিন্ন খাত যেমন তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, চামড়া ও পাট শিল্পকে আরো উৎসাহিত করতে হবে। এতে রফতানি আয়ের উৎসগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমবে।

২. স্থানীয় শিল্প উন্নয়ন : কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও নীতিসহায়তা দিয়ে স্থানীয় শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো দরকার।

৩. বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ : বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সুবিধাজনক পরিবেশ তৈরি করে আরো বেশি বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করা গেলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ বাড়বে। এতে রফতানি ও আমদানির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে সুবিধা হবে।

৪. বাজার বিস্তার : নতুন বাজারে পণ্য রফতানির সুযোগ সৃষ্টি করা জরুরি। উদীয়মান বাজার যেমন আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বাজারের প্রসার ঘটানো গেলে রফতানি আয় বাড়ানো সহজ হবে।

৫. বাণিজ্য চুক্তি ও সম্পর্ক উন্নয়ন : দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে শুল্ক ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। এতে রফতানি খরচ কমে এবং আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অর্থনৈতিক নীতির সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ ছাড়া, উদ্ভাবনী খাতগুলোর ওপর জোর দিয়ে ও উৎপাদন খাতকে শক্তিশালী করে এই ঘাটতি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা সম্ভব। **কৃষি খাতের অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ :** বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী কৃষিনির্ভর। এই খাত খাদ্যনিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যেমন :

১. আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে নিয়মিত বন্যা, খরা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষি খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ঘাটতি : উন্নত কৃষিপ্রযুক্তি এবং আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি এখনো পুরোপুরি গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায়নি, যার ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো কঠিন হচ্ছে। ৩. বৈচিত্র্যহীনতা : ধান, গম ও অন্যান্য প্রধান খাদ্যশস্যের ওপর নির্ভরশীলতার কারণে কৃষি খাতে বৈচিত্র্য আনতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে রফতানিযোগ্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং বিদেশী বাজারের চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। **শিল্প খাতের অবস্থা ও চ্যালেঞ্জ :** ১. তৈরী পোশাক খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা : বাংলাদেশের রফতানি আয়ের বেশির ভাগই পোশাক শিল্প থেকে আসে। এই খাতের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো জরুরি, কারণ যেকোনো বৈশ্বিক মন্দা বা আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদার পরিবর্তন সরাসরি অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। ২. উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি : বিদ্যুৎ ও জ্বালানির খরচ বৃদ্ধির কারণে শিল্প উৎপাদন খরচ বেড়েছে, যা প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থানকে কিছুটা দুর্বল করে তুলছে। ৩. প্রযুক্তি ও দক্ষতার ঘাটতি : অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদনপ্রক্রিয়া পুরনো প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি থাকায় শিল্প উৎপাদন সক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ৪. পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ : অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান যথাযথ পরিবেশগত মান বজায় না রেখে কাজ করে, যা ভবিষ্যতে টেকসই উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। **কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের সম্ভাব্য করণীয় :** ১. কৃষি খাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন : আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি, যেমন কৃষি যন্ত্রপাতি, উন্নত সেচব্যবস্থা ও কৃষি গবেষণার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। এছাড়া, উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী ফসলের চাষ বৃদ্ধি করতে সরকার ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগ দরকার।

২. কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা : কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে উৎসাহিত করা গেলে রফতানিযোগ্য কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বৈচিত্র্য বাড়বে এবং নতুন বাজারও খুঁজে পাওয়া যাবে। ৩. শিল্প খাতে বৈচিত্র্য আনা : তৈরী পোশাকের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, চামড়া, ওষুধ ও পাট শিল্পের রফতানি সক্ষমতা বাড়ানো দরকার। এছাড়া নতুন খাত যেমন ইলেকট্রনিক্স ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে তুললে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব।

৪. দক্ষ জনশক্তি গঠন : প্রযুক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। এতে শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাবে। **বাংলাদেশে আইটি খাতের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :** বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাত বিগত দশকে দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়েছে এবং এটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই খাতটি এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

**বর্তমান অবস্থা :** আইটি শিল্পের অবদান

বাংলাদেশের জিডিপিতে আইটি এবং আইটিইএস (ওঞ-বহধনষবফ ঝবৎারপবং) খাতের অবদান ১ শতাংশের বেশি। ২০২৩ সালে আইটি খাত থেকে রফতানি আয় ১.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

**প্রযুক্তি পার্ক এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার :** দেশে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি হাইটেক পার্ক এবং আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের আওতায় ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রযুক্তিগত সুবিধা বাড়ানোর জন্য কাজ করছে। **ফ্রিল্যান্সিং এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতি :** বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফ্রিল্যান্সার-ভিত্তিক দেশ। প্রতিভাবান যুবকদের নেতৃত্বে গড়ে উঠছে প্রযুক্তি স্টার্টআপ, যা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), ফিনটেক ও ই-কমার্স খাতে কাজ করছে।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন :** বিভিন্ন আইটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেমন খওঈঞ প্রকল্প এবং কোডিং স্কুলের মাধ্যমে তরুণদের দক্ষতা বাড়ানো হচ্ছে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা **রফতানি আয় বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে আইটি রফতানি আয় পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়েছে। বীমা, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে ডিজিটালাইজেশনের চাহিদা বাড়ছে।

**এআই এবং অটোমেশনের ভূমিকা :** এআই, মেশিন লার্নিং এবং ব্লকচেইন প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

**স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণ :** ই-গভর্ন্যান্স, স্মার্ট সিটি ও ডিজিটাল শিক্ষা খাতের মতো প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় আইটি খাত আরো বিস্তৃত হবে। বিদেশী বিনিয়োগ : হাইটেক পার্ক ও স্টার্টআপদের জন্য বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা চলছে।

**অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক, বেকারত্ব নিরসন :** আইটি খাত তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। ফ্রিল্যান্সিং ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির কারণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রফতানি আয়ের নতুন খাত হিসেবে আইটি খাত তৈরি করছে এক শক্তিশালী ভিত্তি। পরিবেশবান্ধব ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার অর্থনীতিতে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের আইটি খাত সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এটি ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে। দক্ষ মানবসম্পদ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বিদেশী বিনিয়োগের ওপর জোর দিয়ে আইটি খাতের সম্ভাবনা সর্বোচ্চ মাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব। **ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ :** ১. মেগা প্রকল্পগুলোর প্রভাব : বেশ কিছু মেগা প্রকল্পের কাজ চলমান, যেগুলো পুরোপুরি চালু হলে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এই প্রকল্পগুলো পণ্য পরিবহন সহজতর করবে এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে। ২. রফতানির বৈচিত্র্যকরণ : পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে অন্য শিল্প যেমন তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের বিকাশের মাধ্যমে রফতানি আয়ে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। এতে বৈদেশিক আয়ের উৎস বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান শক্তিশালী হবে। ৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন : দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তিতে রূপান্তর করা গেলে তা রেমিট্যান্স আয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। ৪. সবুজ অর্থনীতি : পরিবেশবান্ধব শিল্প ও সবুজ অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়া ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং সবুজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করলে অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি সুবিধা পেতে পারে।

**লেখক : প্রফেসর এম এ রশীদ; সিনিয়র ফেলো, এসআইপিজি, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি**

# ফেলানী হত্যাকাণ্ড প্রতিবেশীসুলভ আচরণে বাধা

কাজল রশীদ শাহীন

বাংলাদেশ রাষ্ট্র কি ফেলানীর কথা ভুলে গেছে? যদি ভুলে যায়, তাহলে এই রাষ্ট্র- রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না। মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর যে শক্তি ও সাহসের কথা বলা হয়, সেই শক্তি ও সাহস নিয়ে দাঁড়াতে হলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই ফেলানীর কথা মনে রাখতে হবে। কারণ, প্রতিবেশী দেশ ভারত সেদিন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই, বিচারিক কোনো প্রক্রিয়া ছাড়াই ফেলানী নামের নিরপরাধ একটা মেয়েকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কাঁটাতারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখেছে একজন নিষ্পাপ কিশোরীর মৃতদেহ। যার মধ্যে দিয়ে কেবল ফেলানীকে নয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটাকেই কাঁটাতারে ঝুলিয়ে দিয়েছে ভারত। একটা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য এর চেয়ে বড়ো বেদনার আর কী হতে পারে? কাঁটাতারের এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হবে আমাদের। এবং সেই সময় এখনই। ভারত-বাংলাদেশে সম্পর্ককে এখনই যদি ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তা হলে উভয়ের মধ্যে ক্ষতাক্ত অভিজ্ঞতা কেবলই বাড়বে, যা সজ্জন প্রতিবেশীর পরিচয় দিতে চাইলে কোনো দেশেরই কাম্য হতে পারে না। ফেলানী হত্যার ১৪ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আজ। বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ির অনন্তপুর সীমান্তে ফেলানী খাতুন নিহত হন। ভারতীয় সীমান্তবাহিনী নির্মমভাবে ফেলানীকে হত্যা করে। চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে থাকে ওর নিষ্পাপ নিথর দেহ। সেই থেকে ফেলানীর বাবা-মা অপেক্ষায় আছেন এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায়। কিন্তু সেসবের কোনোটাই মেলেনি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডও বন্ধ হয়নি। বরং বেড়েছে। ২০২৩ সালে ৩১ জন সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। ফেলানীর মতো ঘটনা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে হামেশাই ঘটে, এবং সেটা বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের তরফেই। বিভিন্ন গবেষণা ও পরিসংখ্যানে এটা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সীমান্ত হত্যার ঘটনা ঘটে এই সীমান্তে। এমনকি যেসব দেশ যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে তাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে এ ঘটনা। এ চিত্র থেকে যে কোনো মূল্যে বেরিয়ে আসতে হবে, এবং বড়ো প্রতিবেশী হিসেবে দায়িত্বটা বর্তায় ভারতের ওপরই। কিন্তু দেশটি এ ব্যাপারে যে খুব বেশি আগ্রহী তা দৃশ্যমান নয় মোটেই। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা কথা বেশ জোর দিয়ে বলা হয়- দেশ দুটি একে অপরের পরীক্ষিত বন্ধু। ভারতের বিজেপি সরকারের তরফে তো বটেই, বিগত ১৫ বছর বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষেও। কিন্তু বাস্তবে এ কথার সত্যতা মেলেনি। বন্ধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হয় সেই পরীক্ষায় ভারত উত্তীর্ণ হতে পারেনি, হয়তো চায়ওনি। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত বৃহৎ রাষ্ট্র; ক্ষমতাধর। আঞ্চলিক শক্তিতে তারা এগিয়ে। এই শক্তিকে তারা কতোটা কাজে লাগাতে পেরেছে সেটা বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের হার্দিক সম্পর্ক নেই। ভুটান ছাড়া অন্য দেশগুলোর সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। পাকিস্তানকে চিরশত্রু বানিয়ে রেখেছে। নেপালের সঙ্গে দূরত্ব এখন স্পষ্ট। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার কথা থাকলেও তা এখনও দৃশ্যমান নয়। মালদ্বীপের ক্ষমতায় এখন চীনঘেঁষা রাজনৈতিক দল। এই অবস্থায় একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু সেই ব্যতিক্রমিতা যতটা মুখে মুখে দাবি করা হতো বা হয়, বাস্তবের সঙ্গে তার ছিল যোজন যোজন ফারাক। বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নামে ভারত প্রকৃত অর্থে 'দাদাগিরি' আচরণ করে আসছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দিকটা যেভাবে দেখেছে, বাংলাদেশের প্রশ্নে ঠিক সেভাবে তো ভাবেইনি, উপরন্তু ন্যায্যতার জায়গাটাকেও আমলে নেয়নি। বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে তারা নামমাত্র শুল্কে ট্রানজিট সুবিধা নিয়েছে। মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু বিনিময়ে সেই অনুযায়ী কিছুই দেয়নি। উপরন্তু এতো সুবিধা পাওয়ার পরও সীমান্তে ভারতীয় বাহিনী তথা বিএসএফ-এর বাংলাদেশী হত্যা বন্ধ হয়নি। বরং বেড়েছে। সম্পর্ক যদি বন্ধুত্বপূর্ণ করতেই হয়, তা হলে কাজে-কর্মে ও আচরণে তার প্রকাশ ঘটানো বাঞ্ছনীয়। বন্ধু সবসময় সমানে সমানে হয় না। সমানে সমানে হলে সেখানে আর বন্ধুত্ব থাকে না। থাকে অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ। এ কারণে বন্ধুত্বে সবার ওপরে থাকে মর্যাদার প্রশ্ন, আত্মসম্মান রক্ষার গুরুত্ব। এ দুটো অক্ষুন্ন রেখেই বন্ধুত্ব করতে হয়, একসঙ্গে চলতে হয় অনেক দূর অবধি। এখন বন্ধুত্বের কথা বলে কেউ যদি প্রাণ সংহার করে, তা হলে তো সেটা শেয়াল মোরগের গল্পের বাস্তব এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়াল। ভারতের মনে রাখা উচিত, ভারত বাংলাদেশের মাঝে কাঁটাতারের দেয়াল থাকলে সম্পর্কের বয়স কিন্তু কাঁটাতারের সমান বয়সী নয়। এ সম্পর্ক হাজার বছরের পুরনো। একদা আমরা এক পরিবারের ছিলাম। একান্নবর্তী পরিবারের অংশীজন থাকা মানুষেরা সময়ের প্রয়োজনে আলাদা হয়েছে বলেই কি তারা অতীত ভুলে যাবে। অতীত ভুলে গিয়ে কি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা যায়? ভারত যদি কেবল আঞ্চলিক পরাশক্তি নয়, বৈশ্বিক পরাশক্তি হয়ে উঠতে চায়; তা হলে সবার আগে তাকে প্রতিবেশীদের আস্থায় নিতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সেই জায়গায় ভারতের অবস্থান কেমন তা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। আমরা জানি, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর এই দেশটি তা নিয়ে বিশেষ গর্বও অনুভব করে। একথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, এসব গর্ব তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন দেশটি প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক আচরণকে প্রাধান্য দেবে। গণতন্ত্র যে সাম্যের কথা বলে, ন্যায্যতার কথা বলে, মানবিক মর্যাদার কথা বলে; সেসবের প্রতিফলন যেন প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চর্চিত হয়, তা না হলে বিষয়টা 'কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই' এই অবস্থাকে হাজির করবে। গণতন্ত্রে এসব প্রত্যাশিত নয়। গণতান্ত্রিকবোধ ও মন-মানসিকতা এসবকে সমর্থন করে না। ভারত-বাংলাদেশ যেহেতু বিবিধ অর্থেই একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এ কারণে দুই-দেশের একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছু নেওয়ারও আছে। সংস্কৃতিগত দিকে আমরা নানাভাবে উভয়ের কাছেই ঋণী। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে আর মিলিবে'; এই ভাবনা বা দার্শনিকতা কেবল অপর বা সাগরপারের দূরের জন্য নয়, নিকটজন-প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-স্থাপত্য-প্রত্নতত্ত্ব'র মতো বিষয়গুলোতে দুই দেশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জায়গা রয়েছে। এসব বিষয়ে গভীরতর অনুসন্ধান-গবেষণা আর মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ-পর্যালোচনা যা কিছুই করা হোক না কেন, তার কোনোটাই একপাক্ষিকভাবে করা সম্ভব নয়। তেমনটা হলে তাতে খামতিই দৃশ্যমান হবে। আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, পর্যটন শিল্পের মতো বিষয়গুলোতেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্ক যদি আস্থা ও নির্ভরতার না হয়, তা হলে এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী কোনো সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। এসব বিবেচনায় ফেলানী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার হওয়া জরুরি। বেদনার হলো, এ থেকে ভারত তেমন কোনো উপলব্ধির জায়গায় যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না। যদি হতো, তাহলে তারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি বিচার নিশ্চিত করতো। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সহযোগিতা, সহমর্মিতাকে আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখি, রেখে চলেছি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাংলাদেশ দিনের পর দিন অন্যায়, অযৌক্তিক, অন্যায্য সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। বিশেষ করে সেসবে যদি হয় একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য সমূহ অবমাননার, অস্তিত্ব সংকটের। ফেলানী হত্যাকাণ্ডের ১৪ বছর পেরিয়ে গেছে তবুও বিশ্বব্যাপী আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের বিচার নিশ্চিত হয়নি। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তরফে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার ফৌজদারি আদালতে করার দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেটা করা হয়নি। এটা কি বিশ্বাস করা যায়, একটা বাহিনীর ভেতর থেকে গঠিত আদালত তার কোনো সদস্যকে সত্যিকারার্থে বিচারের মুখোমুখি করবে? ফেলানী হত্যাকাণ্ডের বিচারে আমাদের নিষ্ঠুর এই রঙ্গ দেখতে হয়েছে।

সীমান্তে হত্যার ব্যাপারে ভারতের পক্ষে সবসময় বলা হয়, তারা অপরাধীদের হত্যা করে। প্রশ্ন হলো, তারা যে অপরাধী তা বিএসএফ কিসের ভিত্তিতে নিশ্চিত হয়? দেখামাত্রই কি তারা অপরাধ শনাক্ত করে ফেলে। ফেলানী খাতুন, স্বর্ণা দাস এরা কী ধরনের অপরাধ করেছে? এরা সীমান্তে কী অপরাধ সংঘটনের ক্ষমতা রাখে? এরা কি এমন করতে পারে যা ভারত রাষ্ট্রের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে? এসব প্রশ্নের সদুত্তর নেই। কেবল অপরাধ-ঝুঁকি-গরু পাচারের বিষয়গুলোকে আলটপকা যুক্তি হিসেবে হাজির করা হয়। গরু পাচারের প্রসঙ্গে বলা যায়, যেসব গরু পাচার হয় সেগুলোর বেশিরভাগই তো আসে হরিয়ানা, পাঞ্জাব থেকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসব গরু যে পাচারের উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়, তা কে না জানে? তা হলে তখন সেগুলো আটকানো হয় না কেন? বরং সেগুলোকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা তো তারাই করেন। তারপর সীমান্তে এসে ভাগ বাটোয়ারায় কম হলে বিএসএফ তার ঝাল মেটায় ফেলানী, স্বর্ণাদের ওপর। আমরা মনে করি, সীমান্তে ভারত যে আচরণ করে তা কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র করতে পারে না। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেহেতু দীর্ঘদিনের, ফলে সীমান্তে এই সম্পর্কের রেশ ধরে তৈরি হয়েছে নানাবিধ কর্ম পরিসর। সামাজিকভাবে তৈরি হয়েছে উৎপাদনমুখী আয় নির্ভর স্বাবলম্বিতার সুযোগ-সুবিধা। আর আত্মীয়তার বন্ধন তো রয়েছেই। এখন চাইলেই কি এসব ঝটকা টানে উপড়ে ফেলা যাবে? ভারত যদি মনে করে, কাঁটাতার দিয়ে, গুলি করে এসব দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সফল হবে, তা হলে সেটা সুবিবেচনাপ্রসূত কোনো সিদ্ধান্ত হবে না। প্রতিবেশীসুলভ তো নয়ই। ফেলানী হত্যাকাণ্ডের সময় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার এর প্রতিবাদ জানায়নি। কিন্তু এখন নতুন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এখনও যদি ফেলানী হত্যাকাণ্ডের বিচার নিষ্পত্তি না হয়, খুনীর শাস্তি না হয়, প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ না মেলে তা হলে বুঝতে হবে আমরা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিকে যে মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়ানোর কথা বলছি, যে উদ্যম ও শক্তি ২০২৪ এর গণ অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছে, সেসবকে সদর্থক অর্থে কাজে লাগাতে পারছি না। ফেলানী হত্যাকাণ্ডের গভীরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রকৃত বাস্তবতা নিহিত আছে। ফলে, এই হত্যাকাণ্ড যেমন তখনকার বাস্তবতার চিত্র হাজির করছে, বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে কী করা হচ্ছে, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড শূন্যে নামিয়ে আনতে কী তৎপরতা গৃহীত হচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করবে কেমন হবে আজ ও আগামীর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক।

**লেখক: সাংবাদিক ও গবেষক**

# দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি

ফাইরোজ আনিকা মিতু

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মূলে এটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সংস্কার চাই। যদি আমরা স্বাধীনতা-পরবর্তী সংস্কারের দিকে তাকাই, ১৯৯১, ১৯৯৬-সহ কয়েকবারই গণ-আন্দোলনে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে অস্থিতিশীলভাবে। লক্ষ্য ছিল, রাষ্ট্রের সংস্কার হবে। কিন্তু সংস্কারের ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে বারবার একই ফাঁকফোকর চোখে পড়ে। চব্বিশের আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে পুরোপুরি গণ-আন্দোলন বলে মনে হলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নির্বাচনী কৌশল অনুযায়ী এতে সাড়া দিয়ে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। যদি পরবর্তী নির্বাচনেও এইসব দল পূর্ববর্তী সমস্যার সমাধান না করে এবং ক্ষমতায় এসে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তাহলে জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটি পাওয়ার ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে, যা চব্বিশের আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে। আগের সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে ক্রমাগত অবিশ্বাস ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রাষ্ট্রের অস্থিতিশীলতা সংস্কারের জন্য প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। গণ-আন্দোলনে ১৯৯৬ সালে জনগণের চাহিদায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যাতে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। তবে ২০০১ সালের পর ক্ষমতাসীন দলগুলো এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে শুরু করে। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সরকার ২০১১ সালে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক আলোচিত বিষয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা এবং এই ব্যবস্থা বহাল রাখতে এর স্থায়ী রূপ প্রয়োজন, যাতে কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালে এটি পরিবর্তন বা বিলুপ্ত করতে না পারে। এ জন্য একটি শক্তিশালী আইনগত কাঠামো এবং রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে দেশের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও জরুরি। যাঁরা এই সরকারের দায়িত্বে রয়েছেন তাঁরা কোন যোগ্যতায় এই দায়িত্ব পেয়েছেন তা জনগণের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত। এ ছাড়া একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়াও জরুরি। এ সরকার যাতে কোনোভাবেই দীর্ঘস্থায়ী বা পক্ষপাতদুষ্ট না হয় সে বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা দরকার। গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা তথা একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে রাষ্ট্রটি পরিচালিত হতে পারেনি। ক্ষমতাসীন দলগুলো প্রায়ই গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল করেছে এবং বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সুরক্ষা সীমিত করেছে। ক্ষমতার বাইরে থাকা দলগুলো সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চার সুযোগ পায় না। ক্ষমতাসীন প্রতিটি দল বিরোধী দলের সভা-সমাবেশে বাধা, রাজনৈতিক গ্রেপ্তার এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এক ধরনের একপেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থির ও একচেটিয়া হয়ে উঠেছে, জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে এবং সরকারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যথাযথ সুযোগ পায়নি। আসনকেন্দ্রিক নির্বাচনপদ্ধতি প্রার্থীদের নির্দিষ্ট এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেয় বলে ক্ষমতার অপব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবহার এবং ভোটারদের উৎকোচ দেওয়ার প্রবণতা ভোটের মূল্য নষ্ট করে। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে। প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তির দুইয়ের অধিকবার নির্বাচিত হতে পারাও কর্তৃত্ববাদী শাসনের পথ প্রসারিত করে। সার্বিক এই অবস্থায় দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ শুধু নামেই টিকে আছে। বাংলাদেশে ক্ষমতাকেন্দ্রিক মানসিকতা শুধু রাজনীতি ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়ই সীমাবদ্ধ নয়; সমাজের ছোট থেকে বড় পরিসরেও এটি বহাল। ক্ষমতাকেন্দ্রিক মানসিকতা ও ঘুষের সংস্কৃতি একটি 'অনুগ্রহপ্রাপ্তি'র কালচারে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ক্ষমতার জন্য রাজনীতি বা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে বা সবখানেই ক্ষমতাকে মুখ্য করে দেখছে, যা মাঝে মাঝে অসুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ঘুষের প্রবণতা বাড়ছে। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা বা সেবা পেতে ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছে। ক্ষমতা অর্জনের জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং নৈতিকতাবিচ্যুতি শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, পুরো সমাজে বিভাজন ও দুর্বলতা তৈরি করছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ভিত্তিক পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক



# সুদানে হাসপাতালে হামলায় নিহত ৭০

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** সুদানের অবরুদ্ধ এল ফাশেরে চালু থাকা একমাত্র হাসপাতালে ভয়াবহ হামলার ঘটনায় প্রায় ৭০ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস গতকাল রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে নিহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। হামলার সময় হাসপাতালটি রোগীতে পরিপূর্ণ ছিল। হামলায় ১৯ জন আহত হয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আল মালহার নামে আরও একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও হামলার কথা জানিয়েছেন ডব্লিউএইচওর প্রধান। স্থানীয় কর্মকর্তারা এই বর্বরোচিত হামলার জন্য সুদানের সামরিক বাহি-নীর সঙ্গে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকা আধাসামরিক গোষ্ঠী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসকে (আরএসএফ) দায়ী করেছেন। ২০২৪ সালের মে মাস থেকে এল ফাশের অবরোধসহ সংঘাতের সময় অসংখ্য নৃশংস ঘটনার জন্য আরএসএফকে দায়ী করা হয়। চলমান সংঘাতের কারণে শহরটির প্রায় ১০ লাখেরও বেশি বেসামরিক নাগরিক বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন। তারা মাসের পর মাস সহিংসতা ও বঞ্চনা সহ্য করে চলেছেন। ২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া এই সংঘাতের ফলে ২৮ হাজারেরও বেশি লোক মারা গেছে। লাখ লাখ মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া জাতিগত আফ্রিকান গোষ্ঠীগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে। আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা ও নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লড়াই অব্যাহত রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো হাসপাতাল এবং বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে সুদানে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন তারা। এদিকে সুদানে এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। এক বিবৃতিতে সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই হামলা আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের লঙ্ঘন।

# ‘গ্রিনল্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ’ পাবেন বলে মনে করেন ট্রাম্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ যাওয়ার সবচেয়ে কম পথের ওপর অবস্থিত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড। দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্প বার বার দ্বীপটি কিনতে চেয়েছেন। তবে এবার জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি ‘গ্রিনল্যান্ড পাবেন’ বলে মনে করেন। খবর বিবিসির গত শনিবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, আমি মনে করি, এটি (গ্রিনল্যান্ড) আমাদের হবে। দ্বীপটির ৫৭ হাজার জনগণ আমাদের সাথে থাকতে চায়। সম্প্রতি ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেট ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ট্রাম্প। সে সময় ফ্রেডেরিকসেন জোর দিয়ে বলেন, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়। এর আগে ২০১৯ সালেও ট্রাম্প দ্বীপটি কেনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হলেও গ্রিনল্যান্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি যুক্তরাষ্ট্রের। আমি জানি না ডেনমার্কের কী দাবি গ্রিনল্যান্ডের ওপর। দ্বীপটি নিয়ন্ত্রণে নিতে না পারলে বিষয়টি ও খুবই অনুচিত হব্বে বলেও মন্তব্য করেন ট্রাম্প। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, এটি বিশ্বের স্বার্থের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। তবে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্ক উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীই ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আছেন। তাদের মত, দ্বীপটি বিক্রির জন্য নয়। গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মুট এগেডে বলেছেন, দ্বীপটির ভূমির ব্যবহার কেবল ‘গ্রিনল্যান্ডের বিষয়’। যদিও তিনি প্রতিরক্ষা এবং খনিসম্পদ খাতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী ফ্রেডেরিকসেন এই বিষয়ে বলেছেন, ‘গ্রিনল্যান্ড হলো গ্রিনল্যান্ডারদের’। শুধুমাত্র স্থানীয় জনগণই থাকবে এবং এর ভবিষ্যতও নির্ধারণ করতে পারবে জনগণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রিনল্যান্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন বিরল খনিজ, ইউরেনিয়াম এবং লোহা আহরণের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। দ্বীপটি বিস্তৃত স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করলেও এটি এখনো ডেনমার্কের রাজত্বের অংশ। তবে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ঐকমত্য রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন ধরণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পথ সুগম করবে। এদিকে, ট্রাম্পের দাবির বিষয়ে গ্রিনল্যান্ডের জনগণও একমত নয়। কাপিসিলিট এলাকায় এক মৎস্যজীবী বিবিসিকে বলেন, ট্রাম্প দ্বীপটি পরিদর্শন করতে চাইলে স্বাগত, তবে গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডারদেরই। স্থানীয় গির্জার একজন প্রবীণ নেতা কালেয়েরাক রিংস্টেড বলেন, ট্রাম্পের ভাষা গ্রহণযোগ্য নয় এবং গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়।

# বাইডেনের আটকে দেওয়া ২০০০ পাউন্ডের বোমা ইসরায়েলকে দিতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে ইসরায়েলকে ২০০০ পাউন্ডের শক্তিশালী বোমা সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তটি গত শনিবার ঘোষণা করা হয়। বাইডেন, ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা এবং গাজার রাফা শহরে বেসামরিক মানুষের ওপর সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কায় এই বোমার চালান আটকে রেখেছিলেন। তবে ট্রাম্পের মতে, ইসরায়েল এই বোমাগুলো অর্থ দিয়ে অর্ডার করেছে এবং দীর্ঘদিন ধরে এর জন্য অপেক্ষা করছে। রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর গাজায় হামাসের হামলার পর বাইডেন প্রশাসন ইসরায়েলকে অনেক বোমা সরবরাহ করলেও একটি ২০০০ পাউন্ডের বোমার চালান আটকে রাখে। এই বোমাগুলো শক্তিশালী অবকাঠামো ধ্বংস করতে সক্ষম, যা গাজা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ট্রাম্প এই বোমাগুলোর সরবরাহ অনুমোদন করে বলেন, “ইসরায়েল এগুলো কিনেছে, এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিল।”

ট্রাম্প আরও জানান, ইসরায়েল তাদের অর্থের বিনিময়ে এই বোমাগুলো অর্ডার করেছিল, এবং এখন তা তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। তিনি একে তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ পোস্ট করে জানান, বাইডেন যেসব সরবরাহ স্থগিত রেখেছিলেন, সেগুলো এখন পাঠানো হচ্ছে। দুই প্রেসিডেন্টই ইসরায়েলের ঘোর সমর্থক হলেও, বাইডেন মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কায় কিছু অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রেখেছিলেন, বিশেষ করে গাজায় যুদ্ধে বেসামরিক মানুষের ওপর আঘাতের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। যদিও ইসরায়েল ও আমেরিকা একে অপরের ঘনিষ্ঠ মিত্র, তবে আন্তর্জাতিকভাবে গাজার মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে ওয়াশিংটন।

# কঙ্গোতে বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৩ শান্তিরক্ষী নিহত

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে (ডিআর কঙ্গো) বিদ্রোহী এম২৩ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১৩ সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৯ জন দক্ষিণ আফ্রিকার, তিনজন মালাউইয়ের এবং একজন উরুগুয়ের নাগরিক ছিলেন। গতকাল রোববার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা ডিআর কঙ্গোর গোমা শহরের বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে এ হতাহত হয়। জাতিসংঘ ইতিমধ্যে গোমা থেকে অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের সরিয়ে নিচ্ছে। এম২৩ গোষ্ঠী শহরটি দখলের জন্য কঙ্গোলিজ সেনাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, সহিংসতা বন্ধ করার জন্য বৈশ্বিক আহ্বানের মধ্যেই তিনি ডিআর কঙ্গো এবং রুয়ান্ডা নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

# গাজাবাসীদের জর্ডানে চলে যেতে বললেন ট্রাম্প

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** গাজাবাসী জর্ডানে চলে গেলে শান্তিতে থাকতে পারবেন বলে মনে করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, গাজা এখন প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। সেখানে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই, আমি চাই অন্য কোনো স্থানে তাদের (ফিলিস্তিনিদের) বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে, যেখানে তারা হয়তো শান্তিতে বসবাস করতে পারে। গত শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বিমান এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের এ কথা বলেছেন তিনি। মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি গাজা পরিষ্কার করতে আগ্রহী। পাশাপাশি, তিনি জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন, যাতে দেশটি গাজার ১০ লাখের বেশি ফিলিস্তিনিকে আশ্রয় দেন। ট্রাম্প বলেছেন, শনিবার টেলিফোন আলাপে তিনি জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহকে আরও ফিলিস্তিনিকে গ্রহণের অনুরোধ করেছেন। ট্রাম্প বলেন, আমি তাকে বলেছি, আমি চাই আপনি আরও (ফিলিস্তিনি) গ্রহণ করুন। কারণ, আমি এখন গাজার পুরো এলাকা নিয়ে ভাবছি। এটি এক বিশাল সমস্যায় পরিণত হয়েছে, এটি সত্যিই এক বিশাল সমস্যা। জর্ডানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা পেট্রা ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের খবর প্রকাশ করেছে, তবে ফিলিস্তিনিদের স্থানান্তরের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে জর্ডানে ২৩ লাখ ৯০ হাজারের বেশি নিবন্ধিত ফিলিস্তিনি শরণার্থী রয়েছেন। এ ছাড়া, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫৯ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী রয়েছেন। যাদের বেশির ভাগই ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার সময় সেখান থেকে পালিয়ে আসা লোকদের বংশধর। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি চান, জর্ডান এবং মিশর গাজার ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসুক এবং তিনি এ বিষয়ে রোববার মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে কথা বলবেন। গাজায় ইসরাইলি হামলা কেবল হাজার হাজার মানুষকেই হত্যা করেনি, গাজার



অধিকাংশ অবকাঠামোই গুঁড়িয়ে দিয়েছে। জাতিসংঘের তথ্যে বলছে, ইসরাইলি বিমান হামলায় প্রায় ৬০ শতাংশ ভবন, স্কুল ও হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রায় ৯২ শতাংশ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাজার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন এবং অনেক বাসিন্দা বারবার স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি কিছু কিছু মানুষ ১০ বারও স্থানান্তরিত হয়েছেন। ট্রাম্পের এ মন্তব্য দীর্ঘদিনের মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। কারণ, দেশটি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের জন্য দুই রাষ্ট্রের সমাধান প্রস্তাব করে আসছে।

# ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** উত্তর কোরিয়া সমুদ্র থেকে স্থলের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম স্ট্র্যাটেজিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ পরীক্ষা চালিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ’র বরাত দিয়ে সিউল থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তুতে ‘সঠিকভাবে’ আঘাত হেনেছে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন শনিবারের পরীক্ষার সময় বলেছেন, ‘ডিপিআরকে’র সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও উন্নত হচ্ছে।’ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ১,৫০০ কিলোমিটার (৯৩০ মাইল) দূর পাল্লায় এলিপটিক এবং অষ্টকোণাকার গতিতে চলতে চলতে তাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। তবে এতে প্রতিবেশী দেশগুলোর নিরাপত্তার ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি বলে জানানো হয়েছে। কেসিএনএ পরীক্ষার স্থান সম্পর্কে কিছু জানায়নি। এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর প্রথম। তার শপথ গ্রহণের আগে, উত্তর কোরিয়া কয়েকটি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করে। ট্রাম্প তার প্রথম মেয়াদে কিম জং উনের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, তিনি আবার



কিমের সাথে যোগাযোগ করবেন। তিনি তাকে ‘স্মার্ট’ হিসেবে অভিহিত করেন। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৫০-৫৩ সালের যুদ্ধে সাঁইত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে প্রযুক্তিগতভাবে এখনও যুদ্ধরত রয়েছে, কিন্তু কোনো শান্তি চুক্তি হয়নি। উত্তর কোরিয়া ও সিউলের মধ্যে সম্পর্ক বর্তমানে একেবারে তলানিতে পৌঁছেছে। উত্তর কোরিয়া গত বছর একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়ে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে। কেসিএনএ গতকাল রোববার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, যেখানে উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত কয়েক দিনে যুক্তরাষ্ট্র ও সিউল সরকারের যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনার সমালোচনা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘এটা পরিষ্কার যে, যুক্তরাষ্ট্র যতক্ষণ ডিপিআরকে’র সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা স্বার্থকে প্রত্যাখ্যান করবে, ততক্ষণ ডিপিআরকে এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’ এই ধরনের যৌথ সামরিক মহড়া নিয়মিতভাবে উত্তর কোরিয়াকে ক্ষুব্ধ করে। তারা এ ধরনের মহড়াকে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে দেখে থাকে। অক্টোবরের শেষের দিকে উত্তর কোরিয়া তাদের সবচেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী সলিড-ফুয়েল আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) পরীক্ষা চালায়।

## বিনোদন



# সৃজিতের সাথে ঋতাভরীর সাক্ষাৎ নিয়ে চলছে গুঞ্জন

**বিনোদন ডেস্ক :** বছর চারেক আগে অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলাকে নিয়ে সংসার পাতেন ওপার বাংলার নামী পরিচালক সৃজিত মুখার্জি। তাদের এই ভালোবাসার সংসারে নাকি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, শোনা যাচ্ছে অনেকদিন ধরেই। এরই মধ্যে কয়েকদিন আগে প্রাক্তন প্রেমিকা টালিউড অভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীকে বুকে জড়িয়ে একটি পোস্ট দেন সৃজিত। আর তা থেকে শুরু হয় নয়া জল্পনা! প্রশ্ন বাঁধে, মিথিলা-সৃজিতের এই দূরত্বের মাঝে প্রাক্তনকে নিয়ে কিসের ইঙ্গিত দিলেন পরিচালক? ঋতাভরীর সঙ্গে সেলফি তুলে সেই পোস্টে সৃজিত লিখেছিলেন, ‘জমাখরচ হিসেবনিকেশ, কোথায় শুরু, কোথায় বা শেষ, কেমন আছ? অনেক বছর পেরিয়ে এলাম, হঠাৎ তোমার দেখা পেলাম, কেমন আছ?’ সৃজিতের সেই বার্তা পড়ে অনুরাগীরা ধরে নিয়েছিলেন, বহুদিন পর মুখোমুখি সৌজন্য সাক্ষাৎ হলো তাদের। এর মাধ্যমে হয়তো পুরোনো বন্ধুত্বকেও ঝালিয়ে নিতে চাচ্ছেন সৃজিত। কিন্তু টালিপাড়ায় নতুন গুঞ্জন উঠেছে, সৃজিত-ঋতাভরীর সেই সাক্ষাতের কারণ নাকি ভিন্ন! শুধু বন্ধুত্ব বা প্রেম ঝালিয়ে নেওয়াটা নয়, সেই সাক্ষাতের মাঝে নাকি তারা কাজের কথাও বলেছেন! শোনা যাচ্ছে, সব ঠিক থাকলে সৃজিতের আগামী ছবি ‘লহ গৌরাঙ্গের নাম রে’-তে দেখা যেতে পারে ঋতাভরীকে। প্রযোজক রানা সরকারের এই ছবির কাজ পিছিয়ে ছিল বহুদিন ধরেই। আবার শোনা যাচ্ছে, সেই ছবির শুটিং নাকি এ বছরই শুরু করবেন তারা। কিন্তু প্রযোজক দিলেন অন্য ইঙ্গিত! ভারতীয় গণমাধ্যমকে জানালেন, ছবি নিয়ে বলার সময় এখনও আসেনি। যথা সময়ে সকলে সব জানতে পারবেন।



# ভালোবাসা দিবসে নাটক নিয়ে আসছে ইয়াশ-তটিনী জুটি

**বিনোদন ডেস্ক :** ভালোবাসা দিবসের জন্য নাটক নির্মাণের হিড়িক পড়েছে। দেশের নানা প্রান্তে চলছে শুটিং। রোমান্টিক আমেজে নানা রকম গল্পে দেখা যাবে তারকাদের। তাদের ভিড়ে জনপ্রিয় জুটি ইয়াশ রোহান ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী আসবেন ‘তোমায় পাবো কি?’ নামের নাটকে। এ নাটকের পুরো শুটিং হয়েছে চট্টগ্রামে। এতে রুদ্র চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান। ছেলেটি গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে কষ্ট করছে। তার আশা, একটা জুতসই সুযোগ পেলেই ভাগ্যবদল হবে। সেই অপেক্ষায় আছে সে। অন্যদিকে চিত্রা চরিত্রে অভিনয় করেছেন তটিনী। মেয়েটি একটি ছিমছাম পরিবারে বেড়ে উঠেছে। রুদ্রর সঙ্গে তার কয়েক বছরের সম্পর্ক। এতোদিনের সম্পর্কে সে একবারের জন্যও রুদ্রকে হতাশ হতে দেয়নি। রুদ্র যখনই ভেঙে পড়েছে, প্রতিবার স্তম্ভ হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে চিত্রা। এদিকে চিত্রা সিদ্ধান্ত নেয়, পোস্ট-গ্রাজুয়েশন করতে অস্ট্রেলিয়া যাবে। তবে যাওয়ার আগে বিয়ে করার চাপ দেয় পরিবার। চিত্রা তখন রুদ্রর কথা জানায়। কিন্তু তারা এই বেকার ছেলেকে মানতে নারাজ। একইভাবে রুদ্র পায়ের তলার মাটি শক্ত না থাকায় বিয়ে করতে রাজি হয় না। ফলে মেয়েটি কষ্ট নিয়ে চলে যায় বিদেশে। রুদ্র একসময় গানের বড় তারকা বনে যায়। চিত্রা গ্রাজুয়েশন শেষ করে দেশে ফিরে। সে রুদ্রর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাদের কি আদৌ দেখা হবে আবার? সেই উত্তর মিলবে নাটকে।

# নায়িকা নিঝুমের মামলায় গ্রেফতার উবারচালক

**বিনোদন ডেস্ক :** চিত্রনায়িকা নিঝুম রুবিনা সম্প্রতি ঢাকার হাতিরঝিলে রাইড শেয়ারিং অ্যাপস উবার চালকের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের শিকার হন বলে জানিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় গত শনিবার রাতে রামপুরা থানায় একটি মামলা করেন তিনি। গতকাল রোববার সকালে সেই গাড়িচালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চিত্রনায়িকা নিঝুম রুবিনা। তিনি বলেন, অবশেষে পুলিশ গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে। এখন পুলিশ আদালতে পাঠাবে। গাড়ির মালিকের পরিচয় প্রকাশ না করে নিঝুম রুবিনা বলেন, ‘পুলিশের কাছ থেকে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তাতে জানতে পেয়েছি, গাড়ির সেই মালিক আমাদের চেনাজানা। তার নামটা এখন বলা যাবে না। কারণ, তিনি বিনোদন অঙ্গনেরই একজন, আমাদের কলিগ। পুলিশ বেশ গুরুত্ব দিয়ে ঘটনাটি দেখছে। উবার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরো ঘটনাটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে।’ রামপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান আকন্দ বলেন,



উবারচালক মো. রকিকে (৩২) গ্রেফতার করা হয়েছে। তার জন্য রিমান্ডের আবেদন করে আগামীকাল মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করা হবে। হাতিরঝিলে রাইড শেয়ারিং চালকের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রসঙ্গে নিঝুম রুবিনা গত মঙ্গলবার ফেসবুকে লিখেন, ‘আমার স্বামী গ্রামের বাড়ি গিয়েছে, যে কারণে নিজের গাড়ি রেখেই বের হতে হয়। কারণ, আমি ড্রাইভিং পারি না। যে কারণে রাইড শেয়ারিং কল করি বনশ্রী থেকে ধানমন্ডি যাব। চালক হাতিরঝিলে উঠে সরাসরি ধানম-ন্ডির রোডে না ঢুকে গুলশানের দিকে প্রবেশ করে। জানতে চাইলে বলে, “আপনার লোকেশনেই যাচ্ছি, চুপ থাকেন।” মঙ্গলবার রাস্তা ফাঁকা, তারপরও সে গুলশান রোডে ঢুকেছে। তখন তার গাড়ির স্পিড ৮০ থেকে ১০০। অনেক হাইস্পিডে গাড়ি টেনে যাচ্ছিল। বিষয়টি আমার কাছে সন্দেহ লাগে। তাকে বলি, “আমাকে এখানেই নামিয়ে দেন।” তখন সে আমাকে বলল, “চুপ থাক। কোনো কথা বলবি না।

# সৌদির জাতীয় সংগীত তৈরি করবেন ইহুদী হ্যান্স জিমার!

**বিনোদন ডেস্ক :** অস্কারজয়ী ইহুদী সুরকার হ্যান্স জিমার। বিশ্বজুড়ে খ্যাতিমান এই সুরকারের অস্কারজয়ী ‘দ্য লায়ন কিং’, ‘দ্য ডার্ক নাইট’ এবং ‘ডুন’-এর মতো সিনেমাগুলোয় কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমনকি বিখ্যাত ‘দ্য পাইরেটস অব দ্য ক্যারিবিয়ান’ সিনেমাতেও কাজ করেছেন এই সুরের জাদুকর। গুঞ্জন উঠেছে, এবার সৌদি আরবের জাতীয় সংগীত নতুন করে সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছেন এই মার্কিন সুরকার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সৌদি আরব তাদের জাতীয় সংগীত নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনা করছে। আর সেই কাজেরই দায়িত্বে থাকতে পারেন মার্কিন অস্কারজয়ী সুরকার হ্যান্স জিমার। জানা গেছে, সৌদি আরবের এই প্রস্তাবে ইতোমধ্যে নিজের সম্মতি প্রকাশ করেছেন হ্যান্স। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান তুর্কি আলালশিখ। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে আলালশিখ লিখেছেন, ‘ভবিষ্যতের জন্য বেশ কিছু প্রকল্প নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে। এগুলো নিয়ে আমাদের মাঝে আলোচনাও হয়েছে। আশা করি, শিগগিরই আমরা এসব বাস্তবায়ন করতে পারব। এর মধ্যে সৌদি আরবের জাতীয় সংগীত নতুন করে পুনর্গঠনের পরিকল্পনাও আছে।’ সৌদি আরবের বর্তমান জাতীয় সংগীত ‘আশ আল-মালিক’ (দীর্ঘজীবী হোন বাদশা)-এর রচয়িতা মিসরের সুরকার আবদুর রহমান আল-খতিব। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন সৌদির বাদশা আবদুল আজিজের অনুরোধে তিনি এই কাজটি করেছিলেন। এবার সেটিই পুনর্গঠনের দায়িত্ব পেলেন দুবার অস্কার এবং চারবার গ্র্যামিজয়ী সুরকার হ্যান্স জিমার।

# নিজের হয়ে সাফাই গাইলেন উর্বশী

**বিনোদন ডেস্ক :** পতৌদি পরিবারের নবাব বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের ওপর হামলার ঘটনায় আতঙ্কে মুম্বাই শহর। এ ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বড় বড় তারকারাও। আর এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মডেল-অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে চলে যান নিজের ছবি ‘ডাকু মহারাজ’-এর সাফল্যের দিকে। উর্বশীর দাবি– তার ছবি এতটাই সাফল্য পেয়েছে যে বাবা-মা দামি দামি উপহার দিয়েছেন তাকে। কিন্তু সাইফের ঘটনা দেখে সেই দামি উপহারগুলো ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। তবে তার এ মন্তব্যের জন্য বলি অভিনেত্রীর দিকে ধেয়ে আসছে কটাক্ষ। সাইফের ঘটনার থেকেও তিনি নাকি তার হীরের আংটি প্রদর্শন করতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন– এমনই মত নিন্দুকদের। এবার নিজের হয়ে সাফাই গাইলেন মডেল-অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, সাইফের ওপর হামলা হয়েছিল মধ্যরাতে। তার পরের দিন সকাল হতে না হতেই তাকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ততক্ষণে গোটা বিষয়টি তিনি নাকি হজমই করে



উঠতে পারেননি। উর্বশী রাউতেলা বলেন, কী উত্তর দিচ্ছি, সেটি নিয়ে সত্যিই আমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। আমাকে এটা মেনে নিতেই হবে– আরও ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। তার ওপর ভোর ৪টার ঘটনা নিয়ে সকাল ৮টার সময় আমাকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, আমি সেই ভাবে কিছুই জানতাম না। এটুকুই মনে আছে, সেদিন ঘুম থেকে ওঠার পর শুনি– তিনি (সাইফ) আহত হয়েছেন। গোটা ঘটনার গুরুত্ব তখনো জানতাম না। ওর সঙ্গে ঠিক কী ঘটে গেছে, আমি তখনো পুরো বিষয়টি জানিই না। উর্বশী বলেন, তার ছবি ‘ডাকু মহারাজ’ কেন্দ্র করেই ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাই বারবার ছবি নিয়ে কথা বলছিলেন তিনি। বাবা-মায়ের দেওয়া সেই উপহার নিয়েও ফের কথা বলেন। তিনি বলেন, বাবা-মাকে আমি খুব ভালোবাসি। মনে হয় ওরাই আমার ভগবান। তাই একটু বেশিই উত্তেজিত ছিলাম ওদের থেকে উপহার পেয়ে। অভিনেত্রী বলেন, নিজের জিনিস নিয়ে বড়াই করার জন্য আমি সেদিন কিছু বলিনি। তেমন হলে ওই ছোট্ট ঘড়িটা দেখাতামই না।

# সাইফকে বিমার টাকা দিয়ে তোপের মুখে কোম্পানি

**বিনোদন ডেস্ক :** নিজ বাড়িতে ডাকাতের ছুরিকাঘাতে জখম হন বলিউডের নবাব সাইফ আলি খান। বি-টাউন জুড়ে তোলপাড় ফেলে দেওয়া এ ঘটনা যেমন সংবাদের শিরোনাম হয়েছে, তেমন আলোচনাও হয়েছে সর্বমহলে। সাইফের এ ঘটনা নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে নায়কের সহকর্মীরাও বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি অভিনেতা শাহিদ কাপুর বলেছেন, সাইফ তারকা বলেই বেশি আলোচনায় এসেছে। তবে শুধু সাইফ নয়, এমন ঘটনা যার সাথেই ঘটুক- সবার জন্যই ভাবতে হবে। এবার সাইফের হাসপাতালের বিল পরিশোধ ইস্যু নিয়ে শুরু হলো নতুন আলোচনা! সেখানে উঠে এসেছে তারকা ও সাধারণের বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন। বিষয়টি খোলাসা করে বললে, স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা নেন সাইফ আলি খান। সাইফের চিকিৎসার যে খরচ, তার অনেক বড় একটি অংশের যোগান দেবে সেই বিমা কোম্পানিটি। সাইফের ছুরিকাঘাতের এই ঘটনায় তার চিকিৎসার খরচ গিয়ে দাঁড়ায় ৩৬ লক্ষ রুপি, যার ২৫ লক্ষের যোগান দেবে সাইফকে সুবিধা দেওয়া সেই স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানি। ইতোমধ্যে সাইফের চিকিৎসা খরচ বাবদ সেই ২৫ লক্ষ রুপি হাসপাতালে দ্রুত সময়ের মধ্যে দিয়েছে বিমা কোম্পানি। আর তা নিয়েই নানা প্রশ্নের সৃষ্টি! এক চিকিৎসক সংগঠনের দাবি, সাধারণ গ্রাহকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসা খাতে সাইফের থেকেও কম অর্থ খরচ করে। এরপরও স্বাস্থ্য বিমার সুবিধা পান না তারা। অথচ সাইফের বিমা কোম্পানি নায়কের চিকিৎসায় ২৫ লক্ষের বড় অঙ্কের অর্থ দিয়েছে তাও আবার রাতারাতি!মুম্বাইয়ের সেই চিকিৎসক সংগঠনটি জানায়, চার দিনের মোট ৩৬ লক্ষ রুপি দিতেও দেরি করেনি সাইফের বিমা কোম্পানিটি। তারা এ-ও জানতে চেয়েছে, সাইফ তারকা বলেই কি দ্রুত বড় অঙ্কের অর্থ দিয়েছে তারা; এমন বৈষম্য কতটা কাম্য? শুরুতে কয়েক নেটিজেন বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাদের একজন এক চিঠিতে সেই চিকিৎসক সংগঠনের নজর আকৃষ্ট করেন। সেই চিঠিও ভাগ করে নেন সামাজিক মাধ্যমে। এর পরেই টনক নড়ে সংগঠনের। অভিযোগকারীর মতে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিমা সংস্থা লীলাবতী হাসপাতালে সাইফের চিকিৎসার জন্য ২৫ লক্ষ রুপি অনুমোদন করে। মেডিক্যাল লিগ্যাল মামলায় এর জন্য এফআইআর কপির প্রয়োজন। যা সম্ভবত সাইফকে দিতে হয়নি।

ঠেলায় করে কমলালেবু বিক্রির জন্য বেরিয়েছেন একজন বিক্রেতা। বন্দরবাজার, সিলেট।

# শুখসাগর পেঁয়াজ এবার দুঃখের হাতছানি দিচ্ছে মুজিবনগরের কৃষকদের

**মেহেরপুর প্রতিনিধি :** শুখসাগর পেঁয়াজ এবার দুঃখের হাতছানি দিচ্ছে মুজিবনগরের কৃষকদের। মানহীন কোম্পানি "মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিম্নমানের য়োকরাল নামক বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) পেঁয়াজ ক্ষেতে ব্যবহার করে পথে বসতে যাচ্ছেন উপজেলার অর্ধশতাধিক চাষি। পাঁচ/ছয়দিন আগে কৃষকরা স্থানীয় সার কীটনাশক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে য়োকরাল নামক এই ছত্রাকনাশক (পেস্টিসাইড) কিনে তাদের জমির উঠতি পেঁয়াজের পচন রোধে ব্যবহার করেছিলেন। মুজিবনগরের নাজিরাকোনা গ্রামের নাগার মাঠসহ এলাকার বিভিন্ন মাঠে গিয়ে দেখা গেছে, এলাকার প্রায় অর্ধাশতাধিক কৃষকের পেঁয়াজ গাছ জমিতে নুয়ে পড়েছে। পেঁয়াজের কলি হলুদ হয়ে চুপসে যাচ্ছে। ডগা শুকিয়ে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। পাশের জমির পেঁয়াজ গাছ বড় হয়ে গেলেও আক্রান্ত জমির পেঁয়াজ মাটির সঙ্গে নুয়ে রয়েছে। এবারের শীত মৌসুমে এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা, শিবপুর, ভবরপাড়া, কেদারগঞ্জ, মানিকনগর গ্রামের অর্ধ শতাধিক কৃষক। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পরামর্শে পেঁয়াজের ছত্রাকজনিত রোগ থেকে বাঁচতে "মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিম্নমানের য়োকরাল নামক বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) প্রয়োগের পরেই এ অবস্থা হয়েছে পেঁয়াজ ক্ষেতের। স্থানীয় কৃষকের মতে, প্রায় অর্ধশত বিঘা জমির পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হতে পারে। মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার নাজিরাকোনা গ্রামের পেঁয়াজ চাষি আবুল হোসেন জানান, বর্গা নেওয়া এক বিঘা জমিতে চাষ করছেন পেঁয়াজের। জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে পেঁয়াজ ক্ষেত ছত্রাকজনিত রোগ থেকে বাঁচাতে স্থানীয় ব্যবসায়ীর পরামর্শে "মার্সাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেডের য়োকরাল নামক বালাইনাশক (পেস্টিসাইড) প্রয়োগ করেন। এর পর থেকেই পেঁয়াজের গাছ হলুদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। এমন অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়েছেন তিনি। তিনি জানান, ইতোমধ্যে তার ৮০/৯০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। ধার দেনা করে এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজের চাষ করেছেন তিনি। পেঁয়াজ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চরম বিপদের মধ্যে আছেন। পেঁয়াজ বিক্রি করে এ বছর তার প্রায় আড়াই থেকে তিন লাখ টাকা হতো বলে জানান তিনি। এ বছর নাজিরাকোনা গ্রামের আফর আলী এক বিঘা জমিতে, আব্দুল আলীমের এক বিঘা, হাফিজুল ইসলামের এক বিঘা, অ্যাডভোকেট আব্দুল আলীমের এক বিঘা, শহিদুল ইসলামের এক বিঘা, জনি মণ্ডলের ৫ বিঘা জমির পেঁয়াজের মধ্যে ২ বিঘা জমিসহ এই গ্রামের প্রায় ১৫ জন কৃষকের প্রায় ৩০ বিঘা জমিতে এই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে সব পেঁয়াজ ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে। শিবপুর গ্রামের কৃষক হিরন আলী বলেন, আমি প্রতি বছরই পেঁয়াজের চাষ করি। এ বছরও আমি তিন বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। এছাড়া আমার ভাই হাফিজুল ইসলামেরও তিন বিঘা এবং রকিবুল সর্দারের এক বিঘা জমির পেঁয়াজ ক্ষেতে এই কীটনাশকটি ব্যবহার করেছিলাম।

## চাঁদপুরে অসহায়দের মাঝে গৃহ নির্মাণ সামগ্রীসহ অর্থ বিতরণ

**চাঁদপুর প্রতিনিধি :** সেনাবাহিনীর উদ্যোগে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। গত শনিবার চাঁদপুর সদর উপজেলায় বন্যা পরবর্তী পূর্ণবাসন কর্মসূচির অধীনে চাঁদপুর সেনাক্যাম্প কর্তৃক ১৫ টি বন্যা দুর্গত অসহায় পরিবারের মাঝে গৃহ নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ঢেউটিন ও প্রতিটি পরিবারকে নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, পিএসসি (অধিনায়ক-২১ বীর)। তিনি বলেন, চাঁদপুর ও আশেপাশের এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এই এলাকায় জানমাল এবং বাড়িঘর এর বেশ ক্ষয়ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। গত ২৪ আগষ্ট ২০২৪ থেকে চাঁদপুর আর্মি ক্যাম্প এর তত্তাবধানে এ সকল বন্যাদূর্গত এলাকায় বিপুল পরিমাণে ত্রাণ বিতরন অভিযান পরিচালনা করে আসছে সেনাবাহিনী।

## চরভদ্রাসনে মানবপাচার ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ কমিটির সভা

**চরভদ্রাসন, ফরিদপুর প্রতিনিধি :** ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলা সদর ইউনিয়ন পরিষদে মানব পাচার, বাল্য বিয়ে, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে, আইএলও এবং কারিতাসের সহযোগীতায় ওকাপ নামক এনজিও প্রতিষ্ঠান সমন্বয় সভাটি আয়োজন করেন। সভাটির সভাপতিত্ব করেন ৩নং চরভদ্রাসন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আজাদ খান। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার রেহেনা খাতুন। সভাটি সঞ্চালনা ও স্বাগত বক্তব্য দেন, উপজেলা ওকাপ এনজিও'র প্রজেক্ট অফিসার মোঃ নকিবুল ইসলাম। সভায় মানব পাচার, বাল্য বিয়ে, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য দেন, ইউপি সচিব লাভলু হোসেন, উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সহকারী হাবিবুর রহমান, ইউপি সদস্য সরোয়ার আজম মৃধা, মোঃ ফজলুর রহমান, বাবুল মোল্যা, ইখলাস হোসেন ও আছিয়া খাতুন প্রমুখ। জানা যায়, ওকাপ এনজিও প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার অভিবাসী, মানব পাচার, বাল্য বিয়ে, নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ নির্মূলে কাজ করে চলেছেন। তারা আদম চক্রের কবল থেকে সাধারনদের রক্ষা করতে স্থানীদের নিয়ে মাসে মাসে সংশ্লিষ্ট ইউপি অফিস সহ উপজেলা পর্যায়ে সভা করে গ্রাম অঞ্চলে সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছেন। উপজেলার যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে যাওয়ার আগে ও পরে এনজিওটির মাধ্যমে সচেতনাবোধ সৃষ্টি সহ প্রবাসীরা আপদকালিন সহায়তা পেয়ে আসছেন।



ফুলের ঝাড়ু তৈরি করছেন এক ব্যক্তি। একেকটি ঝাড়ু মানভেদে ৩০ থেকে ৭০ টাকায় বিক্রি হয়। মুরাদপুর চৌমুহনী, কুমিল্লা।

## রাজশাহীতে এএমসি চিকিৎসক গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত

**ভাঙ্গুড়া, পাবনা প্রতিনিধি :** রাজশাহী বিভাগের এএমসি (হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক) চিকিৎসকদের গেট টুগেদার এবং কালচারাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী রিসোর্টে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিভাগের সকল হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসারবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনানী আয়ুর্বেদিকে গ্রাজুয়েট ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (আগড্যাব) এর সভাপতি ডা. মির্জা লুৎফর রহমান লিটন।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনানী আয়ুর্বেদিক গ্রাজুয়েট ডক্টরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ(আগড্যাব) এর মহাসচিব ডা. আমিনুল বারী কানন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মো. সোহেল আহমেদ। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আগড্যাব মহাসচিব ডা. আমিনুল বারী কানন বলেন, সারা দেশের হাসপাতাল সমুহে মেডিকেল অফিসার গন সুনামের সাথে ইউনানি এবং আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। দেশের স্বাস্থ্য সেবার আমাদের ভুমিকা অনষিকার্য। আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে দেশের প্রতিটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষা কোর্স চালু করা, স্থায়ীভাবে পি এস সির মাধ্যমে নিয়োগের ব্যাবস্থা করার। আমরা আন্তরিক ভাবে স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রেখে যাচ্ছি কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছি। আমরা সম্মিলিত ভাবে প্রতিনিয়ত চেস্টা করে যাচ্ছি সকল বৈসম্য দূর করে দ্রুত সকল সমস্যার সমাধান করে যৌক্তিক ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে।সকল কে ঐক্যবদ্ধ থেকে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আগড্যাব সভাপতি ডা. মির্জা লুৎফর রহমান লিটন বলেন, রাজশাহীর এই আয়োজনে আমরা বিমোহিত। ৫ আগস্টের পরে দেশের নতুন সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই রচিত হয়েছে বৈষম্যমুক্ত এক নতুন বাংলাদেশ। স্বাস্থ্য সেক্টরে এ এম সি এক নতুন দিগন্তের সুচনা করবে। দেশের প্রতিটি বিভাগে আমরা মেডিকেল কলেজ চালু করার পরিকল্পনা হাত নিয়েছি।

## চন্দনাইশে মোটরসাইকেল আরোহীর মর্মান্তিক মৃত্যু

**সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি :** দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার রওশন হাটে ওভারটেক করতে গিয়ে বালুভর্তি ট্রাকের চাপায় পিষ্ঠ হয়ে মোটর সাইকেলের দুই আরোহীর একজন ঘটনাস্থলে মারা গেছে। অপরজন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। এ ঘটনা ঘটে। স্থানী-য়রা জানান, নোমান এবং হেলাল নামক দুই যুবক একটি মোটর সাইকেলে চেপে চট্টগ্রাম - কক্সবাজার মহাসড়কের চন্দনাইশের বিজিসি ট্রাস্ট এলাকা হতে হাশিমপুর এলাকার দিকে যাবার সময় রওশন হাট নামক স্থানে একটি বালুভর্তি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে পড়ে যায়। সাথে সাথে ট্রাকের চাকার চাপায় বাইক আরোহী নোমান (২৫) এর মাথা থেতলে মগজ বের হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। অপর আরোহী হেলালকে স্থানীয়রা গুরুতর আহতাবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ও সি) শুভ রঞ্জন চাকমা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

## গফরগাঁওয়ে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা

**গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি :** তৃণমূল পর্যায়ে চক্ষু চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে আব্দুল মান্নান খান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। বীরখারুয়া মড়ল বাড়ী ঈদগাহ মাঠে ৮ম বারের মতো এই চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এতে প্রান্তিক ও তৃণমূল পর্যায়ের অন্তত ৪০০ জন রুগী সেবা নিতে আসেন। এটিএম খলিলুর রহমান খোকা ও হানিফ মাহমুদ খানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা শিবিরটি সহযোগিতা করেন ময়মনসিংহের ডাঃ কে জামান বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতাল। দিনব্যাপী চক্ষু চিকিৎসা শিবিরে ৭৩ জন নারী-পুরুষকে চোখের ছানী অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়। তারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে তাদের অপারেশন সম্পন্ন করবেন। এছাড়াও ৯০ জনের অধিক রুগীদের বিনা মূল্যে চশমা প্রদান করা হয়।

## ক্ষেতলালে স্কুল শিক্ষক মাদক নিরাময়ে ভর্তি

**ক্ষেতলাল, জয়পুর হাট প্রতিনিধি :** জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছুটি না নিয়ে মাদক নিরাময় কেন্দ্রে ভর্তি। প্রধান শিক্ষক জানেনা ওই শিক্ষক কি কারনে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। মাদকাসক্ত ওই শিক্ষক আঃ রহিম (৪৫) ক্ষেতলাল পৌর এলাকার ফকিরপাড়া মহল্লার সোহরাব হোসের ছেলে। নাম প্রকাশ না করা শর্তে ওই স্কুলের এক শিক্ষক জানান, আমরা অনেক আগেই জেনেছি আঃ রহিম মাদকসেবন করেন। তাকে অনেকবার মাদকের পথ পরিহার করতে বলেছি তিনি স্বীকার করতেন না। পরে দেখি তিনি স্কুলে নিয়মিত আসতেন না। এলেও নানা কারণ দেখিয়ে চলে যান।

## দিনাজপুরে অনুর্ধ্ব-১৭ বালক-বালিকাদের জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে

**বিরল, দিনাজপুর প্রতিনিধি :** নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তারুণ্যে উৎসব-২০২৫ উদযাপনের অংশ হিসেবে দিনাজপুরে অনুর্ধ্ব-১৭ বালক-বালিকাদের জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে বিরল উপজেলার বালকদের জয়লাভে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে। জেলার ১৩ উপজেলা এবং দিনাজপুর পৌরসভাসহ মোট ১৪টি দল এবারের টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে গতকাল রোববার দিনাজপুর গোর এ শহীদ বড় ময়দানে বেলুন-ফেস্টুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এস এম হাবিবুল হাসান। উদ্বোধনী দিনের ৩য় খেলায় বালকদের হালকা কমলা জার্সি পরিহিত কাহারোল উপজেলাকে ০-২ গোলোর ব্যবধানে হালকা সবুজ জার্সি পরিহিত বিরল উপজেলা পরাজিত করে জয়লাভ করে। আর বালিকাদের হালকা সাদা জার্সি পরিহিত বিরামপুর উপজেলা ১-০ গোলের ব্যবধানে হালকা সবুজ জার্সি পরিহিত বিরল উপজেলাকে পরাজিত করে। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ১১.৩০ টায় এই টুর্নামেন্টের ২য় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বালকদের জয়লাভে বিরল উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাসহ খেলোয়াড়দের পৃথক পৃথক বার্তায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

## গজারিয়ার শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী আটক

**গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি :** মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ার ইয়াবা বদি হিসেবে পরিচিত কসাই লিটনের প্রধান সহযোগী শীর্ষ ইয়াবা ব্যবসায়ী গুলজারকে মুন্সীগঞ্জ সদর থেকে আটক করেছে পুলিশ। আটক গুলজার খাঁ (৪৩) গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণ জামালপুর গ্রামের মৃত বাতেন খাঁ-এর ছেলে বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, গতকাল রোববার দুপুর একটার দিকে গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের জামালপুর গ্রাম সংলগ্ন মেঘনা নদীতে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি বালুমহাল বন্ধের দাবিতে মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন থেকে তাকে আটক করা হয়। তাকে আটকের কথা নিশ্চিত করেছেন জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ইশতিয়াক আশফাক রাসেল। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, 'আটক গুলজার একটি ডাকাতির মামলায় এজহার নামীয় আসামি। আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই আজকে সে মুন্সীগঞ্জ সদরে অবস্থান করছে। ডিবি পুলিশের সহযোগিতায় মুন্সীগঞ্জ সদরের সুপার মার্কেট এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। মাদক, ডাকাতি-সহ বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অর্ধ ডজন মামলা রয়েছে'।

## ধামইরহাটে জমকালো পিঠা উৎসব

**ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি :** নওগাঁর ধামইরহাটে তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে ধামইরহাটে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিঠা মেলায় শখের জামাই, দুধপাকন, নকশী পিঠা, শামুকপিঠাসহ ২শত প্রকারের পিঠার পসরা সাজিয়ে রাখে শিক্ষার্থীরা। চকময়রাম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম খেলাল ই রব্বানী এর আয়োজনে বেলুন উয়িয়ে পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান। এ সময় তিনি বিভিন্ন পিঠার ষ্টল ঘুরে ঘুরে দেখেন। এ সময় উপস্থিত থেকে উৎসব উপভোগ করেন ভূমি আপিল বোর্ডের অতিরিক্ত সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ধামইরহাট এম এম সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. জাহাঙ্গীর আলম, পাটিআমলাই ফাজিল মাদরাসার সহকারি অধ্যক্ষ মাহবুব আলম, যুব উন্নয়ন অফিসার কামরুজ্জামান সরদার, সমাজসেবা কর্মকর্তা এটিএম ফসিউল আলম।

# পোষ মেনেছে বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণি সজারু

**টাঙ্গাইল প্রতিনিধি :** ভালোবাসার মানবিক অনুভূতি ও আবেগকেন্দ্রীক অভিজ্ঞতা এবং উদারতা, সহানুভূতি, স্নেহ এবং বিপরীতের ভালোর জন্য নিঃস্বার্থ-উদ্বেগ প্রকাশে যেমন প্রস্ফুটিত হয়। তেমনই বিশেষ কোন মানুষ বা প্রাণির জন্য স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশও ঘটে। মানুষ ও প্রাণির এমনই এক ভালোভাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে টাঙ্গাইলে ঘাটাইল উপজেলার সন্ধানপুর ইউনিয়নের কুশারিয়া গ্রামের বাসিন্দা ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক লিটন মিয়া। লিটন মিয়ার অকৃত্তিম ভালোবাসায় সারা দিয়ে কুড়িয়ে পাওয়া বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণি সজারু পোষ মেনেছে। কুড়িয়ে পওয়া বন্য সজারুটির তাঁর ও এলাকার লোকজনেরও দারুণ সখ্যতা গড়ে ওঠেছে। প্রাণিটি দিনরাত লোকালয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বাড়ির এদিক-সেদিক দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে। প্রায় ১১ মাস আগে রমজানের পঞ্চম রাতে ঘাটাইল-সাগরদদিঘী স্থানিক সড়কে কুড়িয়ে পেয়ে কুশারিয়ায় নিজের বাড়িতে আনার পর থেকে সজারুর ছানাটিকে পরম যত্নে লালন-পালন করছেন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক লিটন। ভালোবাসা পেয়ে বর্তমানে প্রাণিটি অবিশ্বাস্য পোষ মেনে পরিবারের সদস্যের মতো বসবাস করছে। ঘাটাইলের সন্ধানপুর ইউনিয়নের কুশারিয়া গ্রামে লিটনের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির এপার-ওপার দৌঁড়ে বেড়াচ্ছে সজারুর ছানা। কেউ চলার পথে বাধা দিলে পুরো শরীরের কাঁটাগুলো মেলে ধরছে। আদরে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে আনন্দ পাচ্ছে। প্রতিদিন দুপুর ও বিকালে গর্ত থেকে বের হয়ে বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণিটি দেখতে উৎসুক জনতা লিটনের বাড়িতে ভিড় করছে। কুড়িয়ে পাওয়া বন্য সজারু ছানাটির নাম রেখেছেন 'পাগলা'। ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা চালক লিটন মিয়া বলেন, 'পাগলা' বলে ডাক দিলে সজারুটি খাবারের জন্য ছুটে আসে। পেছন পেছন যেতে বললে সে পোষা অন্য প্রাণির মতো সাথে সাথে চলতে থাকে। পোষ মানা সজারু 'পাগলা' সাধারণত কলা, আলু, ফুলকপি, বাধাকপি, পাউরুটি, ভাত, দুধ, বিস্কুট ইত্যাদি খেতে বেশি পছন্দ করে। লিটন মিয়া জানান, প্রায় ১১ মাস আগে রমজানের পঞ্চম রাতে ঘাটাইল-সাগরদিঘী সড়কের পাশে কুশারিয়া এলাকায় একটা কলার বাগানে ভেজা পড়ে থাকা অবস্থায় সম্ভবত দুই-চারদিন বয়সের সজারুর ছানাটিকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরিবারের সদস্যরা সবাই মিলে পরিচর্যার মাধ্যমে অসুস্থ সজারু ছানাটিকে পরম যত্নে সুস্থ করে তোলা হয়। এরপর থেকে সজারু ছানাটি পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আনন্দে তাদের সঙ্গে বসবাস করছে। ঘরের ভেতর খড় দিয়ে থাকা ও ঘুমানোর জন্যে জায়গা তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সজারু ছানাটি সেখানে না ঘুমিয়ে ঘরের বাইরে একটা জায়গায় মাটির নিচে নিজেই সুরঙ্গ তৈরি করে সুন্দরভাবে বসবাস করছে। সজারু ছানার প্রেমিক লিটন মিয়া জানান, একেবারে অল্প বয়স থেকে সজারু ছানাটি তার সংস্পর্শে থাকার সুযোগে সেও যেমন পোষ মেনেছে- ঠিক তেমনই ওটার প্রতিও এতোদিনে একটা মায়া জন্ম নিয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে সজারু ছানাটি গর্ত থেকে বের হয়ে তার হাতে খাবার খেয়ে গর্তে চলে যায়। আবার বিকালে বের হয়ে বাড়ির ঘরে এবং আশপাশের দোকানপাটেও নির্দ্বিধায় ঘুড়ে বেড়ায়। গভীর রাত পর্যন্ত সজারু ছানাটি আশপাশে লোকালয়ে খেলাধুলা ও ছোটাছুটি করে খাবার খায়। সবার কাছে ছানাটি একটা আদরের পোষ্য প্রাণি হিসেবে কোন সমস্যা ছাড়াই বসবাস করছে। ওই গ্রামের সাগর আহমেদ জানান, বন্যপ্রাণি সজারু ছানাটি পোষ মানার বিষয়টি আশ্চর্যজনক। এ প্রাণি তো লোকালয়ে মানুষের কাছে পোষ মানার কথা নয়। এগুলো সাধারণত পাহাড়ে গর্তে লুকিয়ে থাকে। লিটনের পরিবারে প্রাণিটি প্রাকৃতিক উপায়ে পোষ মানার বিষয়টি তাকে চরম মুগ্ধ করেছে। বন্যপ্রাণি বিশেষজ্ঞরা জানান, বাংলাদেশে সজারুর সংখ্যা এক সময় বেশ ছিল, তবে বর্তমানে অবস্থা বিপন্ন। সজারু বাদামি, ছাই কিংবা সাদা বা মিশ্র রঙের হয়ে থাকে। শরীরে ১৪ থেকে ২৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত কাঁটা থাকে এবং ওজন ১০ থেকে ১৮ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। ২০১২ সালের বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী সজারু একটি সংরক্ষিত প্রজাতি এবং এর শিকার বা হত্যা আইনগত দ-নীয় অপরাধ। টাঙ্গাইল জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সজারু একদিকে হিং-র ও অন্যদিকে ভীত একটি প্রাণি। মানুষ বা বনের অন্য প্রাণিদের ভীষন ভয় পায়। অত্যন্ত ছোট অবস্থায় পেয়ে আদর-যত্ন পাওয়ায় ওটা পোষ মেনে থাকতে পারে। তবে ওটা পোষ মানার কোনো প্রাণি নয়- অটোরিকশা চালকের ক্ষেত্রে অনেকটা না মেনে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। টাঙ্গাইলের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ডক্টর আবু নাসের মোহসিন হোসেন জানান, সজারু একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণি। বন্যপ্রাণি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন অনুযায়ী সজারু একটি সংরক্ষিত প্রজাতি এবং এর শিকার বা হত্যা আইনগত দ-নীয় অপরাধ।



মাঘের শীতে জবুথবু দুটি মেষশাবক। পোড়াপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।

## কাউখালীতে দেড় লক্ষ টাকার অবৈধ জাল উদ্ধার

**কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি :** পিরোজপুরের কাউখালীতে উপজেলা প্রশাসন, মৎস্য দপ্তর ও নৌ পুলিশ বিশেষ অভিযান করে উপজেলার বিভিন্ন নদ নদী থেকে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার অবৈধ জাল উদ্ধার করে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল অপসারণে বিশেষ কম্বিং অপারেশন ২০২৫ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মৎস্য দপ্তর নৌ পুলিশের সহায়তায় উপজেলার সন্ধ্যা ও কচা নদীতে অভিযান পরিচালনা করে ১৫ হাজার মিটার কারেন্ট জাল, একটি বাধা জাল, একটি বেড় জালসহ প্রায় দেড় লক্ষ টাকার অবৈধ জাল উদ্ধার করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান ও নৌ পুলিশের একটি বিশিষ্ট টিম। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সজল মোল্লার নির্দেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং উদ্ধারকৃত জালগুলো জনসম্মুখে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

## শ্রীমঙ্গলে ট্রাফিক সপ্তাহ শুরু

**শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি :** জীবনের আগে জীবিকা নয়, সড়ক দুর্ঘটনা আর নয়' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে শ্রীমঙ্গলে ট্রাফিক সপ্তাহ- ২০২৫ শুরু হয়েছে। ট্রাফিক সপ্তাহ উপলক্ষে শ্রীমঙ্গল থানা ভবন থেকে ট্রাফিক সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমঙ্গল সার্কেলের সিনিয়র সহকারি পুলিশ সুপার মো. আনিসুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীমঙ্গল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম সেলিম। শোভাযাত্রা শেষে উপস্থিত অতিথিগণ, সাধারণ জনগণ এবং যানবাহন চালকদের মাঝে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে আর উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হাসান আল মামুন, নীহার রঞ্জন সিংহ, এস এম জালাল উদ্দিন ভুইয়া, ট্রাফিক সার্জেন্ট ঝন্টু বৈদ্য, জয়ন্ত চন্দ্র দাসসহ থানা ও ট্রাফিক বিভাগের সকল অফিসার ও ফোর্স।

## কাপাসিয়ার সিঙ্গুয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া

**কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি :** গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলারও সিঙ্গুয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদ্যালয় মাঠে প্রধান অতিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সভাপতি শাহ্ রিয়াজুল হান্নান রিয়াজ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি তামান্না তাসনীম। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন কাপাসিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব খন্দকার আজিজুর রহমান পেরা।

## চাটমোহরে মাদকবিরোধি প্রীতি ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত

**চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি :** "খেলায় বাড়ে বল, মাদক ছেড়ে খেলতে চল,নেশা ছেড়ে কলম ধর,মাদকমুক্ত সমাজ গড়' এই শ্লোগান নিয়ে মাদকবিরোধি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাবনার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়ালে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাদকবিরোধি প্রীতি ফুটবল খেলা। চাটমোহর উপজেলা প্রশাসন ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় একাদশ ও পাকপাড়া আলিম মাদ্রাসা একাদশ। খেলায় হান্ডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় ৫-১ গোলে পাকপাড়া আলিম মাদ্রাসাকে পরাজিত করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রীতি ফুটবল খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মাসুদ হোসেন। এসময় সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ আঃ মতিন,হান্ডিয়াল পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মোঃ আতিকুর রহমান,একাডেমিক সুপারভাইজার গোলাম মোস্তফা,চাটমোহর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম তাইজুল,অধ্যক্ষ আঃ রউফ,আইসিটি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল নোমান,ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোজাহার আলী,বিএনপি নেতা আবু হানিফ,সোহেল রানা,ইসমাইল হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



আপনমনে রিকশাচিত্র আঁকছেন আবুল কালাম। দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এ পেশায় জড়িত তিনি। কাশারিপট্টি, কুমিল্লা।

# চেলসিকে হারিয়ে শীর্ষ চারে সিটি

**স্পোর্টস ডেস্ক :** ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এবারের মৌসুমে ভালো অবস্থানে নেই ম্যানচেস্টার সিটি। হাইভোল্টেজ ম্যাচে চেলসিতে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এতে টেবিলের সেরা চারে চলে গেছে সিটি। শনিবার রাতে ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শুরুতে গোল হজম করে সিটি। এরপর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাল্টা ৩ গোল করে পেপ গার্দিওলার দল। দুরন্ত কামব্যাকে দুর্দান্ত জয়ে গেল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির কাছে ৪-২ গোলে হারের যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়েছে সিটির। ঘরের মাঠে দ্বিতীয় মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত সিটি। ফোডেনের ক্রস ধরে জোরাল শট নেন ওমার মার্মাউশ। কিন্তু এড়াতে পারেননি তৎপর রবের্তে সানচেসকে। তৃতীয় মিনিটে চেলসি এগিয়ে যাওয়ার পর আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে দারুণ জমে ওঠে ম্যাচ। ২৫তম মিনিটে সমতা ফেরানোর দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন ভার্দিওল। দূরের পোস্টে খুব কাছ থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ক্রোয়াট ডিফেন্ডার। ৩৪তম মিনিটে জালে বল পাঠিয়েছিলেন মার্মাউশ। তবে তিনিই অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। ৪২তম মিনিটে ভার্দিওলই সমতা ফেরান ম্যাচে। ইলকাই গিনদোয়ানের থ্রু বল ধরে বুলেট গতির শট নেন মাথেউস নুনেস। কোনোমতে ফিরিয়ে দেন চেলসি গোলরক্ষক সানচেস। ছুটে গিয়ে ফিরতি বল ফাঁকা জালে পাঠান ভার্দিওল। ৬৬তম মিনিটে মার্মাউশ বাইরে মেরে দলকে হতাশ করেন। পরের মিনিটে জালের দেখা পান হলান্ড। এদেরসনের উঁচু করে বাড়ানো বল ধরে ট্রেভোহ শল্যালোবাকে এড়িয়ে এগিয়ে যান হলান্ড। তাকে ঠেকানোর চেষ্টায় এগিয়ে আসেন সানচেস। কিছুই করতে পারেননি তিনি, উল্টো দলকে ফেলেন বিপদে। জাল ফাঁকা দেখে তড়িঘড়ি করে শট নেন হলান্ড, সেটি জড়ায় জালে। সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠা চেলসি ৮৭তম মিনিটে হজম করে আরেকটি গোল। প্রতি আক্রমণে মাঝ মাঠে বল পেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে ডি বক্সে ঢুকে ঠান্ডা মাথার শটে জাল খুঁজে নেন ফোডেন। দারুণ এক জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে নিজেদের খুঁজে ফেরা সিটি। ২৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে চারে উঠে এসেছে সিটি। পঞ্চম হারে ছয়ে নেমে গেছে হুট করে ছন্দ হারিয়ে ফেলা চেলসি। ২৩ ম্যাচের পয়েন্ট ৪০।

# বিপিএলের উইকেট নিয়ে সন্তুষ্ট নবী

**স্পোর্টস ডেস্ক :** বিগত অনেক আসরের চেয়ে এবার বিপিএলের উইকেট বেশ ভালো। রানপ্রসবা এসব উইকেটে দাপট দেখাচ্ছেন ব্যাটাররা। আবার নিজেদের দিনে বোলাররাও উজ্জ্বল। এমন উইকেট বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য কল্যাণকর হবে বলেই আশাবাদ আফগান তারকা মোহাম্মদ নবীর। বিপিএলে রান এবার বেশি হলেও বোলিংয়ের মান খারাপ নয় বলেই জানালেন নবী। তিনি বলেন, 'বোলিং কোয়ালিটি খারাপ নয়। বেশিরভাগ সময় স্পিনাররা সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি হতো, এবার পেসাররা। উইকেট ভালো হওয়াতে এমন হচ্ছে। বাংলাদেশের মানসম্পন্ন বেশ কিছু বোলার দেখছি।' রাতের ম্যাচগুলোতে রান বেশি হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'তিনটি ভিন্ন কন্ডিশন। এখানেই বেশি ম্যাচ হয়। ঢাকায় দুটি দিনে এবং একটি রাতের ম্যাচ খেলেছি। দিন এবং রাতের খেলায় পুরোপুরি ভিন্ন কন্ডিশন। রাতের ম্যাচে বেশি শিশির থাকে, ব্যাট করা সহজ হয়। রান স্কোরিং এই উইকেটে খেলে উপভোগ করছি।' বাংলাদেশে নবী আগেও খেলেছেন। তবে এমন ব্যাটিং বান্ধব কন্ডিশন কমই পেয়েছেন। তিনি জানান, 'এবার পিচগুলো ভালো বিশ্রাম পাচ্ছে। প্রপার পিচ বানাচ্ছে প্রতিটি ম্যাচের জন্য। তিনটি ভেন্যু রেখেছে, বরাবরই থাকে, তবে এবার পিচের দিকে বাড়তি মনোযোগ। এবার টি-২০ র জন্য ভালো উইকেট তৈরি করা হচ্ছে। গতবারের চেয়ে এবারের পিচ ভালো, যে কারণে বেশিরভাগ ম্যাচই হাই স্কোরিং হচ্ছে। পিচ ভালো হলে ব্যাটারদের এনার্জি আরও ইতিবাচক হয়ে ওঠে, বল মারতে পারে।

উইকেট স্লো হলে বদি স্লো হয়ে যায়। এটা বাংলাদেশের ব্যাটারদের অনেক সহায়তা করবে। স্ট্রাইক রেটও বাড়বে।

# রিয়ালের জার্সিতে এমবাপের প্রথম হ্যাটট্রিক

**স্পোর্টস ডেস্ক :** রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন কিলিয়ান এমবাপে। গত শনিবার রাতে রিয়াল ভায়াদোয়িদের জালে তিনবার বল জড়িয়েছেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদ জয় পেয়েছে ৩-০ গোলের ব্যবধানে। সে সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ৪ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করে নিয়েছে রিয়াল। লা লিগায় এখনও পর্যন্ত এমবাপে ১৫ গোল করেছেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছেন ২২ গোল। শেষ ৫ ম্যাচে করেছেন ৮ গোল। সুতরাং, বলাই যায় এখনও পর্যন্ত রিয়ালের জার্সিতে সেরা ফর্মে রয়েছেন তিনি। দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে অবশ্য পা মাটিতে রাখছেন রিয়ালের ফরাসী এই তারকা। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'গোলের প্রয়োজন নেই আমার। আমি শুধু চাই জয় এবং শিরোপা।' লা লিগায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার হাতছানি পিএসজি থেকে এসে রিয়ালে নাম লেখানো এই ফুটবলারের সামনে। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার চেয়ে শিরোপা জেতা অনেক ভালো। রিয়াল ভায়াদোয়িদের সঙ্গে ম্যাচের ৩০তম মিনিটে গোলের সূচনা করেন এমবাপে। জুদ বেলিংহ্যামের সঙ্গে ওয়ান-টু-ওয়ান টাচে বল নিয়ে এগিয়ে যান এবং দারুণ একটি গোল করেন। ৫৭তম মিনিটে করেন দ্বিতীয় গোল। এরপর ইনজুরি সময়ে এসে পেনাল্টি থেকে পূরণ করেন হ্যাটট্রিক। ম্যাচ শেষে এমবাপে বলেন, 'আমি খুবই খুশি যে, হ্যাটট্রিক করতে পেরেছি। তবে, এর চেয়ে আমি বেশি খুশি ম্যাচে জয় পেয়েছি বলে। আমাদের জন্য এই জয়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের ম্যাচের ফল আর বেশি চাপে ফেলে দিয়েছিলো আমাদের।' কিছুদিন আগেই ভিনিসিয়ুস ও রদ্রিগো জানিয়েছিলেন, তারা চান কিলিয়ান এমবাপে যেন মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। সে লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সহযোগিতা তারা তাকে করতে চান। ভিনিসিয়ুস বলেছিলেন, 'রদ্রিগো এবং আমি কিলিয়ান এমবাপের জন্য সব করবো, যেন মৌসুম শেষে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কারটি তার হাতে ওঠে। কারণ, সে এখানে (রিয়াল মাদ্রিদে) এসেছে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই।'

# আরব আমিরাতের বিপক্ষে খেলবেন সাবিনারা

**স্পোর্টস ডেস্ক :** আগামী ফেব্রুয়ারিতে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলা নিশ্চিত হয়েছে সাফ চ্যাম্পিয়ন সাবিনাদের। ফেব্রুয়ারিতে প্রীতি ম্যাচ খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয়। তবে সেই সংশয় কাটিয়ে প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। আরব আমিরাতের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফে নারী উইংয়ের চেয়ারপার্সন মাহফুজা আক্তার কিরণ। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি এবং ২ মার্চ দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। ম্যাচ দুটি খেলতে আরব আমিরাতে যেতে হবে নারী দলকে। মাহফুজা আক্তার কিরণ বলেন, 'আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি খেলা নিশ্চিত হয়েছে। দল ২৪ ফেব্রুয়ারি আরব আমিরাত যাবে এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ ম্যাচ খেলবে। দুই ম্যাচের প্রথমটি ফিফা উইন্ডোতে পড়েছে। ফেব্রুয়ারির উইন্ডো শেষ হবে ২৬ তারিখ। মার্চের দুই তারিখের ম্যাচটি হবে আনঅফিসিয়াল। বাফুফে চেষ্টা করেছিল দুই ম্যাচই উইন্ডোতে খেলার জন্য। আরব আমিরাত একটি টুর্নামেন্টে অংশ নেবে বলে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ম্যাচ উইন্ডোতে খেলতে সম্মতি দিয়েছে। সাবিনা-ঋতুপর্ণারা সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন গত বছর ৩০ অক্টোবর। কাঠমান্ডুতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট ধরে রেখেছেন সাবিনারা। প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হলেও নারী দলের কোচ পিটার বাটলার রয়েছেন ছুটিতে। শিগগিরই তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিবেন বলে জানানো হয়েছে।



# সালাহর মাইলফলকের ম্যাচে লিভারপুলের জয়

**স্পোর্টস ডেস্ক :** লিভারপুলের হয়ে নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করেছেন মিশরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ। ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে ক্লাবের হয়ে নিজের গোলের সেঞ্চুরি পূরণ করেছেন সালাহ। সেই ম্যাচে লিভারপুল ৪-১ গোলে হারিয়েছে ইপউইচ টাউনকে। ২২ ম্যাচে শীর্ষে থাকা অলরেডদের পয়েন্ট ৫৩। গতকাল ইপসউইচের বিপক্ষে জোড়া গোল করেছেন কোডি গাকপো। ১টি করে গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ ও দমিনিক সোবোসলাই। আক্রমণাত্মক ফুটবল দিয়ে একাদশ মিনিটেই ম্যাচে লিড নেয় স্বাগতিক লিভারপুল। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া দারুণ এক শটে সোবোসলাই গোলটি করেন। ৩৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মিশরীয় ফরোয়ার্ড সালাহ। দারুণ ফর্মে থাকা এই তারকা এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে অ্যানফিল্ডে লিভার-পুলের হয়ে ১০০তম গোলের মাইলফলক পূর্ণ করেছেন। ইপিএলের চলতি মৌসুমে সালাহ'র ১৯তম এবং সব মিলিয়ে ২৩তম গোল হয়েছে। পরবর্তীতে ৪৪ ও ৬৬ মিনিটে গাকপো দুটি গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন সিটির। ম্যাচের শেষদিকে ইপসউইচ এক গোল শোধ করে। ইপিএলের টেবিলে শীর্ষে থাকা লিভারপুল তাদের দাপুটে অবস্থান আরও মজবুত করল। ২২ ম্যাচে আর্নে স্লটের দলটির পয়েন্ট ৫৩। একই রাতে (উলভসের বিপক্ষে) ১-০ গোলে জয় পাওয়া আর্সেনালের পয়েন্ট ৪৭। তার আছে টেবিলের দুইয়ে। তিনে থাকা নটিংহ্যাম ফরেস্ট তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে।

## আইটি

# আইওএস ১৮.৩ ভার্সন রিলিজ দিচ্ছে অ্যাপল

**আইটি ডেস্ক :** শীঘ্রই রিলিজ করতে যাচ্ছে অ্যাপলের আইওএস ১৮.৩ ভার্সনটি, এবং এটি আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংস্করণ হতে চলেছে। এই আপডেটটি বিভিন্ন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং উন্নয়ন নিয়ে আসবে, যা ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করবে। চলুন, এই আপডেটটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক- **আইওএস ১৮.৩-এ কী থাকছে,** আইওএস ১৮.৩-এর মূল লক্ষ্য হল সফটওয়্যারের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা। যদিও আইওএস ১৮-এ প্রবর্তিত অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স ফিচারটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, এই আপডেটটি মূলত অন্যান্য দিকগুলির ওপর ফোকাস করছে। বিশেষত, এই আপডেটে অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স-এ কোনো বড় আপডেট যোগ করা হচ্ছে না। তবে, আইওএস ১৮.৪-এ এই ফিচারটির উন্নত সংস্করণ আশা করা হচ্ছে। **অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স নোটিফিকেশন সামারাইজ,** অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা তৈরি কিছু নোটিফিকেশন সামারি নিয়ে সম্প্রতি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু সংবাদসংস্থা অভিযোগ করেছে যে, তাদের খবর ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, আইওএস ১৮.৩ আপডেটে এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে। "নিউজ এন্ড ইন্টারটেইনমেন্ট" ক্যাটাগরির নোটিফিকেশন সামারি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। অ্যাপল জানিয়েছে, এই ফিচারটি উন্নতির জন্য কাজ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এটি আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। নোটিফিকেশন সামারিজ ফিচারটিকে এখন বিটা ফিচার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ এটি এখনও উন্নয়নের পর্যায়ে রয়েছে যার কারণে ত্রুটির সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন আপডেটে সেটআপ প্রক্রিয়ায় একটি সতর্কবার্তা যোগ করা হয়েছে, যেখানে উল্লেখ থাকবে: "সারসংক্ষেপ মূল শিরোনামের অর্থ পরিবর্তন করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দুবার পরীক্ষা করুন।" এই সতর্কবার্তাটি ব্যবহারকারীদের নোটিফিকেশন সামারি ব্যবহারে আরও সচেতন করবে। **নতুন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা,** আইওএস ১৮.৩-এ আইফোন ১৬ সিরিজের ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই/এএফ লক টগলটিকে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে: "লক ফোকাস এন্ড এক্সপোজার"। এই পরিবর্তনটি ব্যবহারকারীদের জন্য আরও স্বচ্ছ এবং ব্যবহার উপযোগী হবে। পিডিএফ ফাইল ব্যবহারে একটি নতুন সতর্কবার্তা যুক্ত হয়েছে। যখন কোনো ব্যবহারকারী একটি পিডিএফ ফাইল ক্রপ করবেন, তখন একটি বার্তা প্রদর্শিত হবে যা বলবে যে, ক্রপ করা অংশটি আসলে ফাইল থেকে পুরোপুরি সরানো হয়নি। এটি ব্যবহারকারীদের ডেটা সুরক্ষার বিষয়ে আরও সচেতন করবে। ম্যাসেজেস অ্যাপে আরও একটি নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে: জেনমোজি।

এটি ম্যাসেজেস অ্যাপের "+"বোতামের সাথে সংযুক্ত থাকবে, যা ব্যবহারকারীদের নিজস্ব ইমোজি তৈরির প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলবে। **নিরাপত্তা এবং বাগ ফিক্স,** আইওএস ১৮.৩ আপডেটে বিভিন্ন নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং বাগ ফিক্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীদের ডিভাইসকে আরও সুরক্ষিত করে তুলবে। অ্যাপল সবসময় তাদের ব্যবহারকারীদের ডেটা এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। এই আপডেটেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে।




# রিলসের সময় বাড়ানোর ঘোষণা দিলো ইনস্টাগ্রাম

**আইটি ডেস্ক :** বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে ৯০ সেকেন্ড অর্থাৎ দেড় মিনিটের বেশি রিলস বানানো যায় না। ফলে ব্যবহারকারীদের বাধ্য হয়েই সংক্ষেপে ভিডিও সম্পূর্ণ করতে হয়। ইউজারদের চাহিদার প্রাধান্য দিয়ে এবার রিলসের সময় বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইনস্টাগ্রাম। সংস্থাটির প্রধান অ্যাডাম মোসেরি জানিয়েছেন, নতুন ফিচার আসছে ইনস্টাগ্রামে।

ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ ৩ মিনিটের রিলস তৈরি করতে পারবেন। তিনি বলেন, আপনারা এখন তিন মিনিট পর্যন্ত রিলস আপলোড করতে পারবেন। আগে ৯০ সেকেন্ড সময়সীমা দেওয়ার কারণ, আমরা সংক্ষিপ্ত ভিডিওর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা প্রতিক্রিয়া শুনেছি যে যারা দীর্ঘ গল্প শেয়ার করতে চান তাদের জন্য এটি খুবই ছোট। তাই সময়সীমা বাড়ানোর ফলে আরও গভীরভাবে গল্প বলার সুযোগ পাবেন ব্যবহারকারীরা। এদিকে সম্প্রতি টিকটকও ব্যবহারকারীদের তিন মিনিটের দীর্ঘ ভিডিও পোস্ট করার অনুমতি দেয়। এর পরই ইনস্টাগ্রাম এমন ফিচার আনার ঘোষণা করল।

# এক চার্জে চলবে ২৫০ কিলোমিটার!

**আইটি ডেস্ক :** বর্তমানে ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশের জন্য একটি বড় পরিবর্তন নিয়ে আসছে। বিশেষত, গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো এবং পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইলেকট্রিক গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা ভেইভে মোবিলিটি এমন এক ইলেকট্রিক গাড়ি নিয়ে আসছে যা একবার চার্জ দিলে চলবে ২৫০ কিলোমিটার। এই ইলেকট্রিক গাড়ি পাওয়া যাবে তিনটি ভ্যারিয়েন্টে- নোভা, স্টেলা ও ভেগা। ৩ লাখ ২৫ হাজার থেকে দাম শুরু। সবচেয়ে বেশি দামের গাড়িটির মূল্য ৫ লাখ ৯৯ হাজার টাকা। গাড়ির গতি থাকবে সর্বোচ্চ ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। আবার গতি বাড়ানোর ক্ষেত্রে মাত্র পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই ০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে পৌঁছনো যাবে। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, গাড়ির ছাদে বসানো সৌর প্যানেলের সাহায্যে দৈনিক ১০ কিলোমিটার করে অতিরিক্ত গাড়ি চালনো যাবে। গাড়ির মূল্যের ক্ষেত্রে তা নোভা, স্টেলা ও ভেগার জন্য যথাক্রমে- ৩ লাখ ২৫ হাজার টাকা, ৩ লাখ ৯৯ হাজার টাকা ও ৪ লাখ ৪৯ হাজার টাকা। আর ব্যাটারি রেন্টাল প্ল্যান ছাড়া দাম পড়বে একই ভাবে ৩ লাখ ৯৯ হাজার টাকা, ৪ লাখ ৯৯ হাজার টাকা এবং ৫ লাখ ৯৯ হাজার টাকা।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রতিটি গাড়ির আরেক বৈশিষ্ট্য দুইটি স্ক্রিন সেটআপ। যার একটি টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্টের এবং অন্যটি ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার। থাকবে অ্যাপল কার প্লে ও অ্যান্ড্রয়েড অটো কানেক্টিভিটির মতো ফিচারও। সেই সঙ্গে থাকবে বাতানুকূল যন্ত্র, টু-স্পোক স্টিয়ারিং হুইল। এই গাড়ির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি সাশ্রয়ী। ব্যাটারি প্যাকের খরচ পড়বে কিলোমিটার প্রতি ২ টাকা। নোভার ক্ষেত্রে একটি ব্যাটারিতে অন্তত ৬০০ কিলোমিটার যাওয়া যাবে। স্টেলার ক্ষেত্রে তা ৮০০ কিলোমিটার। অন্যদিকে ভেগার ক্ষেত্রে তা ১২০০ কিলোমিটার।

# এবার রোবট মৌমাছি বানালো বিজ্ঞানীরা

**আইটি ডেস্ক :** মৌমাছি প্রকৃতির অমূল্য উপহার। এরা শুধু মধু দেয় না, বরং ফুলের পরাগায়ণ করে ফল-ফুল উৎপাদনে সাহায্য করে। ফলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, কীটনাশক এবং রোগের কারণে মৌমাছি বিলুপ্তির মুখে। তাই বিজ্ঞানীরা এ সমস্যা সমাধানে নিয়ে এসেছেন এক নতুন ধারণা রোবট মৌমাছি। এমআইটি-এর গবেষকরা এমন রোবট মৌমাছি তৈরি করেছেন যা প্রকৃত মৌমাছিদের মতোই কার্যকরভাবে পরাগায়নের কাজ করতে পারে। রোবট মৌমাছিগুলো কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে আরও কার্যকর পদ্ধতি প্রদান করতে পারে। এর ফলে ভবিষ্যতে কৃষকরা মাল্টিলেভেল গুদামে ফল এবং শাকসবজি চাষ করতে পারবেন। এটি একদিকে উৎপাদন বাড়াবে এবং অন্যদিকে পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজের নেতিবাচক প্রভাব কমাবে। এমআইটি-এর বিজ্ঞানীদের তৈরি এই রোবট মৌমাছিটি ছোট আকারের উড়ন্ত একটি যন্ত্র, যা আগের সংস্করণের তুলনায় বেশি টেকসই এবং দক্ষ। এটি ১,০০০ সেকেন্ড বা প্রায় ১৭ মিনিট পর্যন্ত বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। এই রোবটগুলো একটি পেপারক্লিপের চেয়েও হালকা এবং খুব দ্রুতগতিতে উড়তে পারে। এমনকি, এটি ডাবল ফ্লিপ এবং শরীর ঘুরিয়ে বিভিন্ন কৌশল দেখাতে সক্ষম। নতুন নকশা অনুযায়ী রোবট মৌমাছির কৃত্রিম ডানাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যান্ত্রিক চাপ কমে এবং এটি আরও টেকসই হয়। কৃত্রিম ডানাগুলো নরম অ্যাকচুয়েটর দিয়ে তৈরি, যা ইলাস্টোমারের স্তর এবং কার্বন ন্যানোটিউব ইলেকট্রোডের সমন্বয়ে গঠিত। এই ডানাগুলো দ্রুত সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করে এবং ডানা ফাঁপানোর কাজ করে। তবে আগের মডেলগুলোতে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির কারণে ডানাগুলো বেঁকে যেত, যা রোবটের দক্ষতা কমিয়ে দিত। নতুন নকশায় এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এছাড়া, নতুন নকশায় একটি লম্বা ডানার কবজা তৈরি করা হয়েছে, যা ডানার গতির সময় টর্সনাল চাপ কমায়। ২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং মাত্র ২০০ মাইক্রন ব্যাসের এই কবজা তৈরি করা গবেষকদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। এটি তৈরির জন্য একটি বহু ধাপের লেজার কাটিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি ডানার কবজা সঠিকভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।



# হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ফিচার, এক সঙ্গে তিন প্ল্যাটফর্মে স্ট্যাটাস

**আইটি ডেস্ক :** এবার ব্যবহারকারীদের ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুকের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট যোগ করার সুযোগ দেবে প্লাটফর্মগুলোর মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। নতুন এ সুবিধা চালু হলে হোয়াটসঅ্যাপে আপ করা স্ট্যাটাস চাইলে নিজেদের ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পোস্ট করা যাবে। এর ফলে আলাদা করে ইনস্টাগ্রাম ও ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নতুন স্ট্যাটাস পোস্ট করতে হবে না। যদিও স্বয়ংক্রিয় ভাবে তা শেয়ার হয়ে যাবে না। এজন্য 'হু ক্যান সি মাই স্টেটাস'-এ গিয়ে আলাদা করে ফেসবুক স্টোরি ও ইনস্টাগ্রাম স্টোরি সিলেক্ট করতে হবে। মূল প্রতিষ্ঠান মেটা জানিয়েছে, তারা হোয়াটসঅ্যাপকে অ্যাকাউন্ট সেন্টারে পরিবর্তিত করতে চায়। তবে সেক্ষেত্রেও চ্যাট ও কল আগের মতোই অ্যান্ড টু অ্যান্ড এনক্রিপটেডই থাকবে। তবে কবে থেকে এটি চালু হবে তা এখনও জানা যায়নি। এছাড়াও মেটা একগুচ্ছ নতুন ফিচার নিয়ে কাজ করছে। যার মধ্যে অন্যতম ম্যানেজ অবতার, মেটা এআই স্টিকার ও ইমাজিন মি ক্রিয়েশমকে একজায়গায় নিয়ে আসা।

# এবার ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতে পা দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

**আইটি ডেস্ক :** যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ক্রিপ্টোকারেন্সি জগতে তাঁর নিজের নামেই ট্রাম্প কয়েন চালু করেছেন। এই মুদ্রাটি চালু হওয়ার পর থেকেই এটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ট্রাম্প কয়েন কয়েনের বাজারমূল্য সর্বচ্চ ৮১৫ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যদিও দিন শেষে এটি কিছুটা কমে ৮৯ বিলিয়ন বাজারমূল্যে স্থিত হয়। ট্রাম্পের এই নতুন উদ্যোগ ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। ট্রুথ সোশ্যাল-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রাম্প কয়েন মুদ্রাটি তাঁর নির্বাচনী বিজয় এবং আসন্ন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। মুদ্রাটি চালু হওয়ার পর প্রথম দিনেই এর মূল্য ৩০০% বৃদ্ধি পায় এবং শনিবার রাতেও এর বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে। তবে রবিবারের শেষে এটি কিছুটা কমে ৮৪৬ এর কাছাকাছি স্থিতি পায়। ট্রাম্প কয়েন মুদ্রাটি সোলানা ব্লকচেইনে হোস্ট করা হয়েছে এবং এর প্রাথমিক সরবরাহ সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে ২০০ মিলিয়ন কয়েনে। তবে আগামী তিন বছরে এর সংখ্যা ১ বিলিয়নে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মুদ্রার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ট্রাম্প কয়েন এর প্রাথমিক ৮০% টোকেন এখনো মুক্তি পায়নি। এই মুদ্রাগুলি সিআইসি ডিজিটাল এলএলসি এবং ফাইট ফাইট ফাইট এলএলসি নামে দুটি সংস্থার কাছে সংরক্ষিত। এই সংস্থাগুলি মুদ্রার লেনদেন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় পাবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ট্রাম্প কয়েন মুদ্রার ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এটি কোনো বিনিয়োগের সুযোগ বা নিরাপত্তার জন্য নয় এবং এটি কোনো রাজনৈতিক প্রচারণা বা সরকারি সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এটি মূলত একটি ডিজিটাল কালেক্টিবল।